Peace

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে

প্রফেসর মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

রাসূল (স.) জান্নাত
ও
জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে

রাসূল (স.) জান্নাত
ও
জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে

[১ম খণ্ড – ২য় খণ্ড]

মূল

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

সংকলনে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
মুফাসসীর
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

রাসূল (স.) জান্নাত

ও

জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : আগস্ট - ২০১১ ইং

১ রমযান - ১৪৩২ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ : মাহফুজ কম্পিউটার

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : আল আকাবা প্রেস

email-peacepublicationbd@yahoo.com

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা।

স ম্পা দ কী য়

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহে 'রাসূল ﷺ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে' নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ-এর ওপর। আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি সাহাবায়ে কিরামের।

'রাসূল ﷺ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন যেভাবে' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। রাসূল ﷺ মি'রাজে গিয়ে স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তব চিত্র দেখে এসেছেন। মি'রাজ থেকে ফিরে এসে বিশ্ববাসী ও তাঁর প্রায় সোয়ালক্ষ সম্মানিত সাহাবীকে সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন। হাদীসের অনেক গ্রন্থে জান্নাত ও জাহান্নামের সুস্পষ্ট বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থটি মূলত মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত লেখক মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী সাহেবের। 'জান্নাত ও জাহান্নাম' গ্রন্থ দুটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত। আমরা গ্রন্থ দুটি বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করে এবং সাহিত্য মানের দিকেও লক্ষ্য রেখে সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি।

এ বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক কোনো গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনের চেষ্টা করছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে।

পরিশেষে এ মহান কাজে যারা সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। বইটি ভাল লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ্ আমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করুন।

সূচীপত্র

জান্নাতের বর্ণনা

প্রথম খণ্ড

জাহান্নামের বর্ণনা

দ্বিতীয় খণ্ড

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম খণ্ড

জান্নাতের বর্ণনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَعَلَى الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ۔

চিরন্তন সত্য মৃত্যুর পর আখিরাতে সকল মানুষের শেষ ঠিকানা হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহান্নাম কি? এ বিষয়ে মোটামুটি সকল মুসলমানের স্মরণে এতটা ধারণা তো আছে যে, আল্লাহ মু'মিন ও সৎ আমলকারীদেরকে আখিরাতে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবেন। আর তারা সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করবে। সুখ, শান্তি ও আরামের সাথে বসবাসের ঐ স্থানটির নাম জান্নাত। পক্ষান্তরে যে ঈমান গ্রহণ করেনি এবং পাপের কাজ করেছে, তাদেরকে আখিরাতে আল্লাহ নানা রকম আযাব দিবেন। আর তারা খুবই বেদনাদায়ক জীবন যাপন করবে। শাস্তির ঐ স্থানটির নাম জাহান্নাম। পবিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীতে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

জান্নাত-জাহান্নাম এবং যুক্তির পূজা

দ্বীনের মূলভিত্তি ওহীর জ্ঞানের ওপর। তাই ওহীর জ্ঞানের অনুসরণ সর্বদাই মানুষের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণের উপায়। ওহীর জ্ঞানের মোকাবেলায় যুক্তির পূজা করা সর্বদাই পথভ্রষ্টতা ও ক্ষতিগ্রস্ততার মাধ্যম। আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ওহীর নির্দেশাবলী মোতাবেক গায়েবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং মৃত্যুর পর আখিরাত তথা হাশর, হিসাব, কিতাব, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি ঈমান এনেছে, সে সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা এ নির্দেশাবলীকে যুক্তির আলোকে যাচাই করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ কাফেরদের যুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যে, তারা বলে– মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া অসম্ভব। তাই কাফেররা নবীগণকে শুধু মিথ্যার প্রতিপন্নই করেনি বরং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন–

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ـ

আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি হয়ে গেলে (আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত। (সূরা কা'ফ-৩)

২. তিনি আরো ইরশাদ করেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيْدِ ـ

কাফেররা বলে : আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে : তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবেন। সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, অথবা সে কি পাগল? বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর ভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা সাবা-৭-৮)

৩. সূরা সাফ্ফাতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ، اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ـ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ـ

এবং তারা বলে, এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও? বল : হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। (সূরা সাফ্ফাত-১৫-১৮)

৪. আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّاٰبَاؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ، لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

কাফেররা বলে, আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা নামল-৬৭-৬৮)

৫. সূরা মু'মিনুনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ .

সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। (সূরা মু'মিনূন- ৩৫-৩৬)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীকৃত শিক্ষাকে যুক্তির আলোকে যাচাইকারী পণ্ডিতবর্গ সর্বকালেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু অতীত কালে যারা ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করত তারা মুসলমান হতো না। তবে বর্তমানকালে যারা অহীর শিক্ষাকে যুক্তির আলোকে যাচাই করে ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে, তারা ঐ সমস্ত লোক যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুসলমান বলে দাবি করে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে জাহাম বিন সাফওয়ান গ্রীস দর্শনে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে, আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী এবং ভাগ্য প্রসঙ্গে ওহীর শিক্ষাকে পরিবর্তন করে আরো অনেক লোককে সে তার সাথে পথভ্রষ্ট করেছে, যা পরবর্তীতে জাহমিয়া সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত হয়েছে, এমনিভাবে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসেল বিন আতাও অহীর জ্ঞান বাদ দিয়ে যুক্তিকে মানদণ্ড স্থির করে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, যাদেরকে মু'তাযিলা ফেরকা বলা হয়।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওহীর শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তির পূজারী সুফিয়া বাগদাদে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল যার নামকরণ করা হয়েছিল, 'ইখওয়ানুস্‌সাফা' যাদের নিকট সমস্ত ধর্মীয় পরিভাষাগুলো যেমন– নবুয়ত, রিসালাত, মালাইকা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির দুটি করে অর্থ। একটি জাহেরী অপরটি বাতেনী। জাহেরী অর্থ ঐটি যা ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী মোতাবেক। আর বাতেনী ঐটি যা সুফীদের নিজস্ব যুক্তি প্রসূত। সূফীদের নিকট জাহেরী অর্থের ওপর আমলকারী মুসলমানরা জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত, আর বাতেনী অর্থের ওপর আমলকারী মুসলমান জ্ঞানীদের

অন্তর্ভুক্ত। ওহীর শিক্ষাকে পরিবর্তনকারী বাতেনী সংগঠনের এ ফিতনা আজও পৃথিবীর সকল দেশে কোনো না কোন সুরতে আছেই।

নিকট অতীতের স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খানের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে যে, ১৮৬৮-১৮৭০ ইং পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে প্রাচ্যের সাইন্স, উন্নতি টেকনোলজি, দেখে এতটা প্রক্রিয়াশীল হয়েছিল যে, আলীগড়ে এম, এ, ও, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এ কথা লেখা ছিল যে, দর্শন আমাদের ডান হাত নেচারাল সাইন্স আমাদের বাম হাত, আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাজ, যা আমাদের মাথায় থাকবে। কলেজের উদ্বোধন করিয়েছিল লর্ড লিটনের মাধ্যমে। আর কলেজের সংবিধানে একথা লেখা ছিল যে, এ কলেজের প্রিন্সিপাল সর্বদা কোন ইউরোপীয়ান হবে।

প্রাচ্যের সাইন্স ও টেকনোলজিতে প্রতিক্রিয়াশীল সাইয়েদ সাহেব যখন কুরআন মাজীদের তাফসীর লেখা শুরু করলেন, তখন তিনি নবীগণের মো'জেযাগুলোকে যুক্তির আলোকে যাচাই করতে লাগলেন এবং সমস্ত মো'জেযাগুলোকে এক এক করে অস্বীকার করতে লাগলেন। স্ব-শরীরে উপস্থিত না থাকা ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করতে লাগল। জান্নাত, কবরের আযাব, কিয়ামতের আলামত, যেমন : দাব্বাতুল আরদ (মাটি ফেটে প্রাণীর আগমন) ঈসা (আ)-এর আগমন, সূর্য পূর্বদিক থেকে উঠা ইত্যাদি অস্বীকার করতে লাগল। জান্নাত, জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করল। আর ওহীর শিক্ষা থেকে দূরে সরে শুধু সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয় নি বরং তার পিছনে যুক্তির পূজারীদের এমন একদল রেখে গেছে, যারা সর্বদাই উম্মতকে নাস্তিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই।

উল্লেখ্য, জাহমিয়া এবং মু'তাযিলা উভয়ে আল্লাহর গুণাবলী যার বর্ণনা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। যেমন, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, পায়ের গোছা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছে, এমনিভাবে সমস্ত আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করেছে, আর তাকদীর প্রসঙ্গে জাহমিয়াদের আকীদা হল মানুষ বাধ্য। আর সমস্ত হাদীস ও আয়াত যেখানে মানুষকে আমল করার কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তার বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করেছে। মো'তাযেলারা তাকদীরের ব্যাপারে মানুষ স্বইচ্ছাধীন বলে বিশ্বাস করে।

যে পৃথিবীতে জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তব অবস্থা প্রসঙ্গে সবিস্তারিত বুঝ আসলেই অসম্ভব যুক্তির আলোকে তা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, কোন জিনিস যুক্তিতে না ধরাই কি তা অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট? আসুন বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকেই এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

সর্বশেষ বিজ্ঞানের আবিষ্কার অনুযায়ী–

১. সর্বদা এ পৃথিবী ঘুরছে, একভাবে নয় বরং দু'ভাবে। প্রথমত নিজের চতুর্পার্শ্বে।

২. সূর্য স্থির যা শুধু তার চতুর্পার্শ্বে ঘুরছে।

৩. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল।

৪. সূর্যের দেহ পৃথিবীর মোকাবেলায় ৩ কোটি লক্ষ ৩৭ হাজার গুণ বেশি।

৫. আমাদের সৌর জগৎ থেকে ৪শ কোটি কি: মি: দূরত্বে আরো একটি সূর্য আছে, যা আমাদের নিকট ছোট একটি আলোকরশ্মি বলে মনে হয়। তার নাম আলফাকেনতুরস। (ALFAGENTAURISA)

৬. আমাদের সৌর জগতের বাহিরে অন্য একটি নাম কালব আকরাব (ATNTARES) তার ব্যাস ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল প্রায়।

গভীরভাবে চিন্তা করুন বাস্তবেই কি আমাদের অনুভূতি হচ্ছে যে, পৃথিবী আমাদের চতুর্পার্শ্বে ঘুরছে? বাহ্যত পৃথিবী পরিপূর্ণভাবে স্থির আছে, আর তার সামান্য কম্পন পৃথিবীবাসীকে তছনছ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ বলা হচ্ছে যে পৃথিবী ঘুরে বলে বিশ্বাস কর?

বাস্তবেই কি সূর্য আমাদের নিকট স্থির বলে মনে হয়? সকল মানুষ স্বচোখে প্রত্যক্ষ করছে যে, সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে আস্তে আস্তে চলতে চলতে পশ্চিমে গিয়ে অস্ত যাচ্ছে।

বাস্তবেই কি সূর্য পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার গুণ বড় বলে মনে হয়। বরং সকল ব্যক্তিই দেখতে পায় যে, সূর্য নয় বা দশ মিটারের একটি আলোকরশ্মি। মানবিক জ্ঞান কি একথা বিশ্বাস করে যে, আমাদের এ সৌর জগতের বাহিরে, কোটি কি: মি: দূরে আরো একটি সূর্য আছে, যা আমাদের এ পৃথিবী ও সূর্যের তুলনায় লক্ষ গুণ বড়। এ সমস্ত কথা শুধু বাস্তব দেখা বিরোধীই নয় বরং বিবেকসম্মতও নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা তা শুধু এ জন্যই বিশ্বাস করি যে, বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে এ সমস্ত তথ্য দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল এই যে, কোন জিনিস বিবেকসম্মত না হওয়ায় তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভুল।

এমনিভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং তার বিস্তারিত অবস্থা মানবিক জ্ঞানসম্মত না হওয়ায় তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণই ভ্রান্তি, ভুলদর্শন, যা শুধু শয়তানী চক্রান্ত মাত্র। নিউটন ও আইনস্টাইনের সূত্রগুলো যদি বুঝে না আসে তা হলে

আমরা তখন শুধু আমাদের স্বল্প জ্ঞান এবং কম বুদ্ধির কথাই স্বীকার করি না বরং উল্টো তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখও হই। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আসা বিষয়গুলো যুক্তিসম্মত না হলে তখন শুধু তা অস্বীকারই করি না বরং উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপও করি। এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার ওপর আমাদের এতটুকু ঈমানও নেই যতটা ঈমান আইনস্টাইন ও নিউটনের গবেষণার ওপর আছে। বাস্তবতা হল এই যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে মানার একমাত্র দলীল হল এই যে, "গায়েবের প্রতি বিশ্বাস" যাকে আল্লাহ কুরআন মাজীদে মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

এটা ঐ কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটি হিদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে তারা দান করে থাকে। (সূরা বাক্বারা ২-৩)

এর স্পষ্ট অর্থ হল এই যে, গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত মজবুত হবে, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি তার বিশ্বাসও তত মজবুত হবে। আর গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত দুর্বল হবে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি তার বিশ্বাসও তত দুর্বল হবে।

অতএব যার বিবেক জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তার উচিত বিবেকের চিন্তা না করে ঈমানের চিন্তা করা। ঈমানদারগণের আমল অত্যন্ত স্পষ্ট। যাদের প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ـ

হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমার স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (সূরা আলে ইমরান-১৯৩)

জান্নাতের সীমারেখা ও জীবন যাপন

আরবি ভাষায় জান্নাত বলা হয় বাগানকে। এর বহুবচন আসে جَنَّاتٌ এবং جَنَّةٌ (বাগানগুলো) এ জান্নাতের পরিসীমা কতটুকু? তার যথাযথ পরিসীমা সুনির্দিষ্ট করে বলা শুধু কষ্টকরই নয় বরং অসম্ভবও বটে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

কেউই জানেনা তার জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ। (সূরা সাজদা : ১৭)

কুরআন হাদীস চর্চা ও গবেষণার পর যা কিছু বুঝা যায় তার সারমর্ম হল এই যে, জান্নাত আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক রাজ্য হবে যা আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যেতে পারে যে, আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় বহুগুণ বেশি প্রশস্ত হবে। জান্নাতের বিশাল আয়তনের কোন ছোট একটি অংশই আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে, তখন সে আরয করবে হে আল্লাহ! এখন তো সব জায়গা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আমার জন্য আর কি বাকি আছে? আল্লাহ বলবেন : যদি তোমাকে পৃথিবীর কোন সর্ববৃহৎ বাদশার রাজত্বের সমান স্থান দেয়া হয় তাতে কি তুমি খুশি হবে? তখন বান্দা বলবে, হ্যাঁ হে আল্লাহ! কেন হব না? আল্লাহ তখন বলবেন, যাও জান্নাতে তোমার জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজ্যের সমান এবং এর চেয়ে অধিক আরো দশ গুণ স্থান দেয়া হল। (মুসলিম)

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীকে এতটুকু স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে এত স্থান বাকি থেকে যাবে যে, তা পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন। (মুসলিম)

জান্নাতের স্তরসমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তার শত স্তর আছে। আর সকল স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবী সম দূরত্ব রয়েছে। (তিরমিযী)

জান্নাতের ছায়াবান বৃক্ষসমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে, কোন অশ্বারোহী শত বছর পর্যন্ত তার ছায়ায় চলার পরও সে ছায়া শেষ হবে না। (বুখারী)

সূরা দাহারের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, জান্নাতের যেদিকেই তোমরা তাকাও না কেন নি'আমত আর নি'আমতই তোমাদের চোখে পড়বে। আর এক বিশাল রাজ্যের আসবাবপত্র তোমাদের চোখে পড়বে। দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যত ফকীরই হোক না কেন যখন সে তার সৎ আমল নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সে সেখানে এমন অবস্থায় থাকবে, যেন সে বৃহৎ কোন রাজ্যের বাদশা। (তাফহীমুল কুরআন খ : ৬ পৃ. ২০০)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে এ অনুমান করা কষ্টকর নয় যে, জান্নাতের সীমারেখা নির্ধারণ করা তো দূরের কথা এমনকি ঐ প্রসঙ্গে চিন্তা করাও মানুষের জন্য সম্ভব নয়।

জান্নাতে মানুষ কি ধরনের জীবনযাপন করবে? জান্নাতীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ কি হবে? তাদের পারিবারিক জীবন কেমন হবে? তাদের খানা-পিনা, থাকা কেমন হবে, যদিও এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। এরপরও কুরআন ও হাদীস থেকে যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তার আলোকে জান্নাতী জিন্দেগীর কোন কোন অংশের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

১. শারীরিক গুণাগুণ

জান্নাতীদের চেহারা আলোকময় হবে, চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে, মাথার চুল ব্যতীত শরীরের আর কোথাও কোন চুল থাকবে না। এমনকি দাড়ী-গোঁফও থাকবে না, বয়স ৩০-৩৩ বছরের মাঝামাঝি হবে, উচ্চতা মোটামুটি ৯ ফিটের মতো হবে। জান্নাতবাসী সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র থাকবে, এমনকি থুথু এবং নাকের পানিও আসবে না। ঘাম হবে কিন্তু তা মেশক আম্বরের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত থাকবে। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা আরাম-আয়েশ ও হাসি-খুশি থাকবে। কারো কোন চিন্তা, ব্যথা, বিরক্ত ও ক্লান্তিবোধ থাকবে না। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা সুস্থ থাকবে। তারা কখনো অসুস্থ, বৃদ্ধ ও তাদের মৃত্যু হবে না। জান্নাতী মহিলাদের যে গুণাবলির কথা কুরআনে বারবার এসেছে তা হল এই যে, জান্নাতের রমণী লজ্জাশীল হবে, দৃষ্টি নিম্নমুখী থাকবে। সৌন্দর্যে তারা মুক্তা ও প্রবালকেও হার মানায়। নবী ﷺ বলেন : জান্নাতী রমণীগণ যদি ক্ষণিকের জন্যও পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করে তাহলে পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুকে আলোকময় করে তুলবে এবং পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যত খালি জায়গা আছে তা সুগন্ধিময় করে তুলবে। (বুখারী)

২. পারিবারিক জীবন

জান্নাতে কোন ব্যক্তি একাকী থাকবে না। প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, আর এ দু স্ত্রী আদম সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। (ইবনে কাসীর)

পৃথিবীর এ মহিলাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করবেন। আর তখন তাদেরকে ঐ সৌন্দর্য প্রদান করবেন যা জান্নাতে বিদ্যমান হুরদেরকে দেয়া হয়েছে। এ নারীদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে কোন জ্বিন ও ইনসান স্পর্শও করে নি। তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী ও লাজুক, পর্দাশীল, অত্যন্ত স্বামী ভক্ত হবে। জান্নাতীরা তাদের সুযোগ মতো স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে ঘন শীতল ছায়ায় প্রবাহমান নদীর তীরে সোনা-চান্দি ও মুক্তার নির্মিত আসনসমূহে বসে আনন্দময় গল্পে মেতে উঠবে। খানাপিনার জন্য মহিলাদের কষ্ট করতে হবে না। বরং তারা যা কিছু চাইবে মুক্তার ন্যায় সুন্দর ও বুদ্ধিমান খাদেম তা তাদের সামনে সাথে সাথে উপস্থিত করবে। একই খান্দানের নিকট আত্মীয়গণ যেমন : পিতামাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী ইত্যাদি যদি জান্নাতে স্তরের দিক থেকে একে অপর থেকে দূরবর্তীতে থাকে তবে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দিবেন। সুবহানাল্লাহী ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।)

৩. খানা-পিনা

জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতবাসীগণকে সর্বপ্রথম মাছের কলিজা দিয়ে আপ্যায়ন করানো হবে। এরপর গরুর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করানো হবে। আর পানীয় হিসেবে প্রথমে দেয়া হবে, 'সালসাবীল' নামক ঝর্ণার পানি। যা আদার স্বাদ মিশ্রিত হবে। সর্বপ্রকার সুস্বাদু ফল যেমন আঙ্গুর, আনার, খেজুর, কলা, ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। এরপরও আরো থাকবে সর্বপ্রকার সুস্বাদু ও সুগন্ধিময় পানীয়, যেমন : দুধ, মধু, কাউসারের পানি, আদা বা কর্পূরের স্বাদ মিশ্রিত পানি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল জান্নাতীদের সম্মানার্থে সোনা, চান্দি ও কাঁচের তৈরি পাত্রগুলো সরবরাহ করা হবে। খানা-পিনার স্বাদ কখনো নষ্ট হবে না। বরং সর্বক্ষণই তারা নতুন নতুন খানা-পিনা থেকে কোন প্রকার গন্ধ, ঝাল, আলসত, ঠাণ্ডা বা খারাপ নেশাদার হবে না।

জান্নাতী নিজে যদি কোন গাছের ফল খেতে চায় তাহলে স্বয়ং ঐ ফল তার হাতের নাগালে চলে আসবে। কোন পাখির গোশত খেতে চাইলে তখনই প্রস্তুত করে তার সামনে উল্লেখ করা হবে। জান্নাতের এ সমস্ত নি'আমত চিরস্থায়ী হবে। তাতে কখনো কোন কমতি দেখা দিবে না। আর কখনো শেষও হবে না। না তা কোন বিশেষ মৌসুমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আরো বড় বিষয় হল এই যে, এ নি'আমতগুলো পাওয়ার জন্য জান্নাতীকে কারো কাছ থেকে কোন অনুমতি নিতে হবে না। যে জান্নাতী যখনই চাইবে যে পরিমাণে চাইবে স্বাধীনভাবে সে তা হাসিল করতে পারবে।

আর আল্লাহর এ বাণীরও এ অর্থই–

لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ -

জান্নাতের নি'আমতের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না, আর না তা নিষিদ্ধ হবে। (সূরা ওয়াকেয়া-৩৩)

৪. বসবাস

জান্নাতে সকল দম্পতির জন্য পৃথক ও প্রশস্ত বাড়ি থাকবে যার ঘরগুলো নির্মিত সোনা চান্দির ইট এবং উন্নতমানের সুগন্ধি দিয়ে। ঘরের পাথরগুলো হবে মুক্তা ও ইয়াকুতের, আর তার মাটি হবে জাফরানের। (তিরমিযী) সকল জান্নাতীকে তার স্তর অনুযায়ী দু'টি করে প্রশস্ত বাগান দান করা হবে। উভয় বাগান স্বর্ণ নির্মিত হবে, যার প্রতিটি জিনিস স্বর্ণের হবে। সমস্ত আসবাবপত্র স্বর্ণের হবে, গাছ-পালা স্বর্ণের হবে। আসনগুলো স্বর্ণের হবে। প্লেটগুলো স্বর্ণের হবে। এমনকি চিরুণীগুলো স্বর্ণের হবে। সাধারণ নেক্কারগণকেও দুটি প্রশস্ত বাগান প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের বাগান হবে চান্দি নির্মিত অর্থাৎ তার সব কিছু চান্দির হবে।

ঐ বাগানসমূহে সুউচ্চ বালাখানাগুলো থাকবে। সেখানে সবুজ রেশমের কার্পেট মূল্যবান আসনগুলো থাকবে। প্রতিটি ঘর এত প্রশস্ত হবে যে, তার এক একটি খীমার প্রশস্ত হবে ৬০ মাইল। জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে সকল নদীর একটি ছোট শাখা নদী সকল ঘরে প্রবাহমান থাকবে। ঘরের বিভিন্ন স্থানে আঙ্গার ধানিকা থাকবে যার মধ্য থেকে চন্দনের যাদুময় সুঘ্রাণ এসে সমস্ত বাড়ির ফাঁকা জায়গাগুলোকে সুগন্ধিময় করে দিবে। এ ধরনের ঘর, খীমা, নদী, ঘনছায়া সম্পন্ন পরিবেশে জান্নাতীরা জীবন যাপন করবে।

৫. পোশাক

জান্নাতীদেরকে বর্তমান রেশমের চেয়ে কয়েকগুণ মূল্যবান রেশম দেয়া হবে। যার ব্যবহার থেকে পৃথিবীতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। রেশম ব্যতীত আরো বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান চাক-চিক্যমান পোশাক, যার মধ্যে সুন্দুস, ইস্তেবরাক ও ইতলাস। (বিভিন্ন প্রকার রেশমের নাম) উল্লেখ হয়েছে। এ সুযোগও থাকবে যে, জান্নাতে মহিলারা ব্যতীত পুরুষরাও সোনা চান্দির অলঙ্কার ব্যবহার করবে। উল্লেখ্য যে, জান্নাতে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথিবীর স্বর্ণের চেয়ে বহুগুণ উন্নত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি একজন জান্নাতী পুরুষ তার অলঙ্কারগুলোসহ পৃথিবীতে উঁকি দেয় তাহলে তার অলঙ্কারের চমক সূর্যের আলোকে এমনভাবে ঢেকে দিবে যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে ঢেকে দেয়। (তিরমিযী)

সোনা-চাঁন্দি ব্যতীত আরো অন্যান্য প্রকার মুক্তা ও প্রবালের অলঙ্কার জান্নাতীদেরকে পরানো হবে। জান্নাতী মহিলাদেরকে এত সুন্দর ও হালকা পোশাক পরানো হবে যে, কোন কোন সময় সতর আবরিত করে পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। (বুখারী)

মহিলাদের সাধারণ পোশাকও এত মূল্যবান হবে যে, মাথার উড়নাও পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান হবে। (বুখারী) জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরানো হবে না। কিন্তু তারা তাদের ইচ্ছেমতো যখন খুশি তখন তা পরিবর্তন করতে পারবে।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ـ

এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, সকল আল্লাহভীরু ও হেফাযতকারীর জন্য। (সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩২)

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি

জান্নাতে উল্লিখিত সমস্ত নি'আমতের চেয়ে সবচেয়ে বড় নি'আমত হবে স্বীয় স্রষ্টা, মালিক, রিযিকদাতার সন্তুষ্টি যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় করা হয়েছে।

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ـ

যারা আল্লাহভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত রয়েছে, নিম্নে স্রোতস্বিনীগুলো প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা-সর্বদা অবস্থান করবে এবং সেখানে পবিত্র সহধর্মিণীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৫)

আরো এরশাদ হয়েছে –

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরগুলো। যেগুলোর (উদ্যান) মধ্যে তারা

অনন্তকাল থাকবে, আরো (ওয়াদা দিয়েছেন) ঐ উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবহিত হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমত। আর এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা। (সূরা তাওবা : ৭২)

সূরা তাওবার আয়াতে আল্লাহ নিজেই সুস্পষ্ট করেছেন যে, জান্নাতের সমস্ত নি'আমতসমূহের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় নি'আমত। উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন : হে জান্নাতীরা! জান্নাতীরা বলবে, হে আমাদের রব! আপনার নিকট আমরা উপস্থিত আছি। আর আপনার অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। আল্লাহ আবার বলবেন : এখন কি তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ? জান্নাতী বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তুমি আমাদেরকে এমন এমন নি'আমত দান করেছ যা তোমার সৃষ্টি জীবের মধ্যে কাউকে দাও নি। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ নি'আমত দিব না, যা এ সমস্ত নি'আমত থেকেও উত্তম? আল্লাহ বলবে : আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করব। আজ থেকে আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। (বুখারী, মুসলিম)

তাদের কতইনা সৌভাগ্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে এবং তাঁর রাগ থেকে মুক্তি পাবে। আর ঐ সমস্ত লোকদের কতইনা দুর্ভাগ্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে আর তাঁর গজবের হকদার হবে।

(আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে স্বীয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করুন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি দিন, আমীন।)

৭. আল্লাহর সাক্ষাৎ

অন্যান্য মাসয়ালা-মাসায়েলের ন্যায় আল্লাহর সাক্ষাৎ এ বিষয়েও মুসলমানরা অতিরিক্ত ও কমতির দিক থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল তো মোরাকাবা ও মোকাশাফার মাধ্যমে দুনিয়াতেই আল্লাহর সাক্ষাতের দাবি করেছে। আবার কোন কোন দল কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল দিচ্ছে–

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.

তাঁকে কোন দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। (সূরা আন'আম : ১০৩)

অনেকে আলোচ্য আয়াতের আলোকে আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে। কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত আক্বীদা এই যে, যে কোনো মানুষের জন্য, চাই সে নবীই হোক না কেন, এ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

কুরআন মাজীদে মূসা (আ)-এর ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তিনি ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বনি ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে সীনা নামক দ্বীপে পৌছলেন তখন আল্লাহ তাকে তূর পাহাড়ে ডাকলেন। আর সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করার পর, তাকে তাওরাত দান করলেন। তখন মূসা (আ) আল্লাহর দিদারের আগ্রহ করল, তাই তিনি আরয করলেন–

رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ـ

হে আমার প্রভু! আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই।

আল্লাহ উত্তরে বললেন : হে মূসা! তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। তবে তুমি সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে, তাহলে তখন তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ের আলোক সম্পাৎ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আর মূসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন তার চেতনা ফিরে আসল, তখন সে বলল– আপনি মহিমাময়, আপনি পবিত্র সত্তা, আমি তওবা করছি। আমিই সর্বপ্রথম (গায়েবের প্রতি) ঈমান আনলাম। (বিস্তারিত দেখুন সূরা আ'রাফ ১৪৩)

এ ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার সম্ভবই না। মে'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনাও এ আক্বীদার কথাই প্রমাণ করে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে মিথ্যুক। (বুখারী ও মুসলিম)

এ দুনিয়ায় যখন নবীগণ আল্লাহকে দেখতে পারে নি, তাহলে উম্মতের কোন ব্যক্তির দাবি করা যে, সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছে তা মিথ্যা ব্যতীত আর কি হতে পারে? আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ـ

নেককারদের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীতও আরো প্রতিদান থাকবে। (সূরা ইউনুস : ২৬)

অলোচ্য আয়াতের তাফসীরে সুহাইব রুমী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করেছেন এবং বলেছেন : যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে তখন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে : হে জান্নাতীরা! আল্লাহ তোমাদের সাথে এক ওয়াদা করেছিলেন, তিনি

আজ তার পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে সে কোন ওয়াদা? আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় দয়ায় আমাদের আমলগুলোকে মিযান ভারী করে দেন নি? আল্লাহ্ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান নি? তখন পর্দা উঠে যাবে এবং জান্নাতবাসী আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। সুহাইব বলেন : আল্লাহর কসম! আল্লাহকে দেখার চেয়ে জান্নাতবাসীদের জন্য আনন্দদায়ক এবং চোখের শান্তিদায়ক আর কিছুই থাকবে না। (মুসলিম)

অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ : ২২-২৩)

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীগণের আল্লাহর দিকে তাকানোর কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম ১৪ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : জান্নাতে তোমরা তোমাদের রবকে এমনভাবে দেখবে যেমনভাবে এ চাঁদকে দেখছ। সেদিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। (বুখারী)

সুতরাং ঐ লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা দাবি করে যে, তারা এ পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখেছে এবং তারাও ধোঁকায় পড়েছে যারা মনে করে যে, কিয়ামতের দিনও আল্লাহকে দেখা যাবে না। সঠিক আক্বীদা হল এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব, তবে অবশ্যই আখিরাতে জান্নাতীরা আল্লাহকে দেখতে পাবে। যা হবে অত্যন্ত বড় নি'আমত যার মাধ্যমে বাকি সমস্ত নি'আমত পূর্ণতা লাভ করবে।

জান্নাতে প্রবেশকারী মানুষ

উল্লিখিত শিরোনামে এ গ্রন্থে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। যেখানে কতিপয় গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি জিনিস স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমত: এ অধ্যায়ে আলোচিত গুণাবলীর উদ্দেশ্যে মোটেও এ নয় যে, এগুলো ব্যতীত আর এমন কোন গুণাবলী নেই যে, যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ অধ্যায়ে আমরা শুধু ঐ সমস্ত হাদীসসমূহ বাছাই করেছি যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে "সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে" এবং "তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে করে কোন সন্দেহ বা অপব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে।

দ্বিতীয়ত : যে সকল গুণাবলীর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন তা থেকে এ অর্থ বুঝা মোটেও ঠিক হবে না যে, যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুণাবলীর কোন একটিতে গুণান্বিত হবে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো একটি অপরটির সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে, একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কোনো ব্যক্তির ইসলামের রুকনসমূহের যতই আমল থাকুক না কেন, সে যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তাহলে তাকে এ কবীরা গুনাহর শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। তবে যদি সে তাওবা করে, আর আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে তাকে ক্ষমা করে দেয়, তা হবে আলাদা বিষয়।

অতএব এ অধ্যায়ের উল্লিখিত হাদীসসমূহের সঠিক অর্থ হবে এই যে, যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর বিশ্বাস হয়ে, ইসলামের রুকনগুলো পালন করার জন্য পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে, মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রকার অলসতা দেখায় না, কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, এমন ব্যক্তির মধ্যে যদি উল্লিখিত গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি বা তার অধিক গুণ থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে না জানা পাপগুলো ক্ষমা করে প্রথমেই তাকে জান্নাতে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, যাদের মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি থাকবে, যদিও সে কোন কবীরা গোনাহর কারণে জাহান্নামে যায়ও শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে তার ঐ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে জাহান্নাম থেকে অবশ্যই বের করে দিবেন। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কোন এক সময় ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে যে একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আর তার অন্তরে শুধু সরিষা পরিমাণ ভালো আছে। (মুসলিম) (এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক ভালো জানেন)

প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত মানুষ

এ গ্রন্থে "জান্নাত থেকে প্রাথমিকভাবে বঞ্চিত থাকা মানুষ" নামক অধ্যায়টি শামিল করা হল, এখানে যে ঐ সমস্ত কবীরা গোনাহর কথা আলোচনা করা হবে, যার কারণে মুসলমান স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রথমে জাহান্নামে যাবে। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ অধ্যায়েও সমস্ত কবীরা গুনাহর কথা আলোচনা করা হয় নি, যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে, বরং শুধু ঐ সমস্ত হাদীসসমূহ বাছাই করা হয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে "ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না" বা "আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করেছেন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যাতে করে কোন কথা বলার বা অপব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে।

এ কথা স্মরণ থাকা দরকার যে, সগীরা গুনাহ্ কোন সৎ কাজের মাধ্যমে (তাওবা ব্যতীতই) আল্লাহ্ স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কবীরা গোনাহ তাওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। আর কবীরা গুনাহ্র শাস্তি হল জাহান্নাম। সকল কবীরা গুনাহের শাস্তিও গুনাহ হিসেবে পৃথক পৃথক। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে কোন কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন টাখনু পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কোন কোন ব্যক্তির কোমর পর্যন্ত স্পর্শ করবে এবং কোন কোন ব্যক্তির গর্দান পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন লোকের সমস্ত শরীরেই আগুন স্পর্শ করবে, তবে সেজদার স্থানটুকু আগুনের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে। (ইবনে মাযাহ)

কবীরা গুনাহ্র শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্ সমস্ত কালিমা পড়া মুসলমানদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

মু'মিনদের একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, জান্নাতে কিছুক্ষণ থাকা তো দূরের কথা বরং তার মাঝে এক পলক থাকাই মানুষকে দুনিয়ার সমস্ত নি'আমত, আরাম-আয়েশের কথা ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তাই সকল মুসলমানের অনুভূতিগতভাবে এ চেষ্টা চালাতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে সে বেঁচে থাকে এবং প্রথমবারে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ জন্য দুটি বিষয় গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার।

প্রথমত : কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা, আর যদি কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবীরা গুনাহ হয়ে যায়, তা হলে দ্রুত আল্লাহর নিকট তাওবা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় মনোভাব রাখা।

দ্বিতীয়ত : অধিক পরিমাণে এমন আমল করা যার ফলে আল্লাহ্ স্বয়ং কবীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। যেমন নবী ﷺ-এর বাণী : "যে ব্যক্তি সকল সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলার পর একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইইন ক্বাদীর বলে আল্লাহ তার সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন যদিও তার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনা তুল্য হয়।" (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমিতু, ওয়াহুয়া হাইয়ুন লাইয়ামুতু, বিয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইঈন কাদীর।

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সমস্ত বাদশাহী, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সর্ব বিষয়ের ওপর শক্তিমান। এ দোয়া পাঠ করবে তার আমলনামায় আল্লাহ্ দশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন এবং দশ লক্ষ গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (তিরমিযী)

দরূদের ফযীলত প্রসঙ্গে নবী ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন। তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাই বেশি বেশি করে সিজদা কর। (অর্থাৎ বেশি বেশি করে নফল সালাত আদায় কর) (ইবনে মাজাহ)

কবীরা গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা এবং নিয়মিত তাওবা করা এবং সগীরা গুনাহ্গুলোকে ক্ষমাকারী আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে বেশি বেশি করে করার পরও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আশা রাখা যে, তিনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং প্রথম সুযোগেই আমাকে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী এবং অত্যন্ত দয়াময়।

একটি বাতিল আক্বীদার অপনোদন

কোন কোন লোক এ বিশ্বাস রাখে যে, বুযুরগানে দ্বীন এবং ওলীগণ যেহেতু আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহ্র প্রিয়, তাই তাদের উপায় বা ওসীলা করা বা তাদের হাতে হাত রাখলে আমরাও তাদের সঙ্গে সরাসরি জান্নাতে চলে যাব। তাদের এ আক্বীদার পক্ষে বড় বড় অফিসারদের উদাহরণ উল্লেখ করে থাকে। যেমন কেউ কেউ কোন মন্ত্রী বা গভর্নরের নিকট যেতে হলে তাকে ঐ মন্ত্রী বা গভর্নরের কোন ঘনিষ্ঠ লোকের সুপারিশ লাগবে। এভাবে আল্লাহর নিকট তার ক্ষমা পেতে হলেও কোন না কোন ওসীলা বা উপায় লাগবেই। কোন কোন বুযুর্গ নিজেরা এ দাবি করে থাকে যে, আমাদের সাথে মিশে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। আর এজন্য ঐ ধরনের দুনিয়াবী উদাহরণগুলো উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন ইঞ্জিনের পিছনের গাড়ির সাথে সংযোজিত ডাব্বাও ঐ স্থানেই পৌঁছবে যেখানে ইঞ্জিন পৌঁছে ইত্যাদি। কোন নবী বা কোন ওলীর বা কোন সৎ লোকের সাথে সুসম্পর্ক থাকাই কি জান্নাতের যাওয়ার জন্য যথেষ্ট? আসুন এ প্রশ্নের উত্তর কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে খুঁজে দেখি।

কুরআন মাজীদে এ কথার প্রতি বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন সমস্ত মানুষ একাকী আল্লাহর নিকট হিসাব দেয়ার জন্য উপস্থিত হবে। কারো

সাথে কোন ধনসম্পদ থাকবে না, না থাকবে কোন সন্তান-সন্ততি, না কোন নবী বা ওলী। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী–

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ـ

সে এ বিষয়ে কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা। (সূরা মারইয়াম : ৮০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ـ

এবং শেষ বিচারের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম : ৯৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

আর তোমরা আমার নিকট এককভাবে এসেছ, যেভাবে প্রথম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবি করতে যে, তাদেরকে তোমাদের কাজে কর্মে (আমার সাথে) শরীক করতে। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।

(সূরা আন'আম : ৯৪)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে তিনটি জিনিস বর্ণনা করেছেন।

১. শেষ বিচারের দিন সমস্ত মানুষ হিসাব দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট একাকী উপস্থিত হবে।

২. শেষ বিচারের দিন বুযুর্গ, ওলী, পীর, ফকীরের ওপর ভরসাকারীদেরকে হেয় করা হবে এ বলে যে দেখ, আজ তারা কোথাও তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

৩. স্বীয় বুযুর্গ, ওলী বা পীরের ভক্তরা তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের বুযুর্গ, ওলী বা পীরের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে না।

এ আক্বীদাকে স্পষ্ট করার জন্য কুরআনে আল্লাহ কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন :

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوْحٍ وَّامْرَأَةَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ ـ

আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ (আ) ও লূত (আ)-এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাকতা করেছিল, ফলে নূহ (আ) ও লূত (আ) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। (সূরা তাহরীম আয়াত-১০)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ এ আক্বীদা স্পষ্ট করেছেন যে, শেষ বিচারের দিন কোন নবীর সাথে সম্পর্ক থাকা বা তার সাথে চলা-ফেরা করাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। রাসূলে মাকবুল ﷺ স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রা)-কে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন যে–

يَا فَاطِمَةُ اِنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : শেষ বিচারের দিন ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে এমন অবস্থায় দেখতে পাবে যে তার মুখ কালো ও আবর্জনাময় হয়ে আছে, ইবরাহীম (আ) বললেন : আমি তোমাকে দুনিয়াতে বলি নি যে, আমার নাফরমানী করবে না? তাঁর পিতা বলবে : ঠিক আছে আজ আর আমি তোমার নাফরমানী করব না। ইবরাহীম আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করবে যে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিল

যে, শেষ বিচারের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা আজ তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ বললেন : আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি। অতপর আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন : ইবরাহীম! দেখ তোমার উভয় পায়ের নিচে কি? ইবরাহীম (আ) তাকিয়ে দেখবেন ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত একটি প্রাণী ফেরেশতাগণ তাকে পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। (বুখারী)

মূলত ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত প্রাণী তা হবে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর। একটি প্রাণীর আকৃতিতে তাকে জাহান্নামে এজন্য নিক্ষেপ করা হবে যাতে তাঁর পিতাকে মানুষের আকৃতিতে দেখে মায়ায় না পড়ে যান। কিন্তু আল্লাহর বিধান স্ব স্থানে স্থির থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সঠিক আক্বীদা, তাওহীদ এবং সৎ আমলের ওপর না থাকবে ততক্ষণ কোন নবী, ওলী বা আল্লাহর নেক বান্দার সাথে সুসম্পর্ক থাকা বা প্রিয় হওয়া, কাউকে না জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে, আর না জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে।

এ সম্পর্কে এখানে দু'টি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি।

প্রথমত : শেষ বিচারের দিন নবী , সৎলোক এবং শহীদগণ সুপারিশ করবে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্তু সে সুপারিশ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুমতিক্রমে হবে কোন নবী, ওলী বা শহীদ স্ব ইচ্ছায় আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার সাহস দেখাতে পারবে না। আর এ সুপারিশও হবে একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য যার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন—

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ .

(আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত কে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? (সূরা বাক্বারা - ২৫৫)

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর ওলী কে? শেষ বিচারের দিন কাকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে, আর কাকে তা দেয়া হবে না, তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। কোন ব্যক্তি এ দাবি করতে পারবে না যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর ওলী তাই সে অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি পাবে। না কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এ দাবি করতে পারবে যে, আমাকে আল্লাহ অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি দিবেন। আমি অমুক অমুকের জন্য সুপারিশ করব। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা আল্লাহর ওলী বলা বাস্তবেই সে আল্লাহর ওলী বা প্রিয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অসম্ভব নয় যে, মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা ওলী মনে করে, তার ওসীলা ধরতে তার কবরে মানত

উল্লেখ করছে, সে ব্যক্তি নিজেই কোন গুনাহর কারণে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোন এক ব্যক্তিকে শহীদ বলা হল, তখন তিনি বললেন : কখনো না গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। (তিরমিযী)

সার কথা হল এই যে, ওলী ও বুযুর্গদের ওসীলা ধরে বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে জান্নাতে চলে যাওয়ার আক্বীদা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্তি এবং শয়তানের চক্রান্ত। যে ব্যক্তি আসলেই জান্নাত কামনা করে তার উচিত একনিষ্ঠভাবে তাওহীদ ও সঠিক আক্বীদা অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ

অতএব যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহ্ফ : ১১০)

আর জান্নাতে যাওয়ার সঠিক রাস্তা এটাই।

১. জান্নাতের অস্তিত্বের প্রমাণ

১. রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন রামাযানের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। (মুসলিম)

২. কবরে জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয়।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهٗ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যা তার ঠিকানা তার সামনে উল্লেখ করা হয়, যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে (তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়) আর যদি জাহান্নামী হয় (তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়। (বুখারী)

৩. রাসূল কারীম ﷺ জান্নাতে ওমর (রা)-এর ঠিকানা দেখে এসেছেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَانَائِمٌ رَاَيْتُنِيْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّاُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهٗ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম, তখন তিনি বললেন : আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ করে আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম? আমি একটি দালানের পাশে এক নারীকে ওজু করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ দালানটি কার ? তারা বলল : এটা ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর। আমি তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা চিন্তা করলাম। তাই আমি ফিরে গেলাম। ওমর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার ওপর আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব? (বুখারী)

জান্নাত মোট আটটি। স্তর হিসেবে পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে জান্নাতগুলো হচ্ছে–

১. জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)
২. দারুল মাক্বাম (دَارُ الْمَقَامِ)
৩. জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الْمَاوٰى)
৪. দারুল ক্বারার (دَارُ الْقَرَارِ)
৫. দারুস সালাম (دَارُ السَّلَامِ)
৬. জান্নাতুল আদন (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

৭. দারুন নাঈম (دَارُ النَّعِيْمِ)
৮. দারুল খুলদ (دَارُ الْخُلْدِ)
এগুলোর মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত।

১. জান্নাতুল ফিরদাউস

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً۔

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১৮-সূরা আল-কাহাফ : ১০৭)

২. দারুল মাক্বাম

اَلَّذِيْنَ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ج لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ.

যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসাবাসের স্বায়ী আবাস দিয়েছেন তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৫–সূরা ফাতির-৩৫)

৩. জান্নাতুল মাওয়া

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلاً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২-সুরা সাজদাহ : ১৯)

৪. দারুল ক্বারার

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔

হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু, এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (৪০-সুরা মু'মিন : ৩৯)

৫. দারুস সালাম

لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (৬-সূরা আনয়াম : ১২৭)

৬. জান্নাতুল আদন

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানাদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জনের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ তারা সেগুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জনে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি আর একটি হলো মহাসাফল্য (৯–সূরা তাওবা : ৭২)

৭. দারুন নাঈম

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ

যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৫–সুরা মায়েদা : ৬৫)

৮. দারুল খুলদ

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ـ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ـ

বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে? সেটাই হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান।

(২৫–সূরা ফুরক্বান : ১৫)

২. আল কুরআনের আলোকে জান্নাত

১. ঈমান গ্রহণের পর সৎ আমলকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের ফলগুলো নাম ও আকৃতির দিক থেকে ইহজগতের ফলের অনুরূপ হবে। জান্নাতী নারীগণ বাহ্যিক ত্রুটি যেমন (হায়েয, নেফাস) এবং অভ্যন্তরীণ ত্রুটি যেমন : (ক্রোধ, হিংসা) ইত্যাদি থেকে পবিত্র থাকবে একং জান্নাতের জীবন হবে চিরস্থায়ী।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

(আর হে নবী!) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজগুলো করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরগুলো প্রবাহমান থাকবে। যখনই তার খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল ঐ ফল যা ইতোপূর্বে আমরা (দুনিয়ায়) প্রাপ্ত হয়েছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী নারীগণ থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাক্বারা-২৫)

২. জান্নাতীগণ শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ وَّلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবরিত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। (সূরা ইউনুস-২৬)

৩. মু'মিনদের মধ্য থেকে যাদের অন্তরে পরস্পরের ব্যাপারে কোন প্রকার হিংসা বা অপছন্দনীয়তা থাকবে জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা মিটিয়ে দেবেন।

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

তাদের অন্তরে যে দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, আমরা কখনো পথ পেতাম না। যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের দূত আমাদের নিকট সত্য কথা নিয়ে এসেছিল, আওয়াজ আসবে : এটি জান্নাত, তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা আ'রাফ-৪৩)

৪. জান্নাতে জান্নাতীরা কখনো ক্ষুধা এবং পিপাসা অনুভব করবে না, জান্নাত না অধিক ঠাণ্ডা না অধিক গরম বরং নাতিশীতোষ্ণ থাকবে।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى، وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ـ

তোমাকে এই প্রদান করা হলো যে, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। আর তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রের কষ্টও পাবে না। (সূরা ত্বা-হা-১১৮, ১১৯)

৫. একই বংশের নেককার লোকেরা যেমন : বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তান, ইত্যাদি জান্নাতে একই স্থানে অবস্থান করবে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۤئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ـ

তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের নিকট আগমন করবে সকল দরজা দিয়ে আর বলবে তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম ঘর কতইনা চমৎকার। (সূরা রা'দ-২৩, ২৪)

৬. জান্নাতীদের জান্নাতে কোন প্রকার কষ্ট করতে হবে না।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ -

যে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (সূরা হিজর আয়াত - ৪৮)

৭. জান্নাতে জান্নাতীদের সাথে যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে, জান্নাতের সেবকরা জান্নাতী লোকদের জন্য সাদা রংয়ের সুমিষ্ট মদের পানপাত্র সামনে পেশ করবে। জান্নাতী মদ নেশামুক্ত হবে, পাখার নিচে লুক্কায়িত সুরক্ষিত ডিমের চেয়ে নরম ও আনতনয়না তরুণী জান্নাতীদেরকে পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হবে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ، فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ -

তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। (আরো রয়েছে) নি'আমতের বাগানগুলো। (তারা) মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। তাদেরকে ঘুরে-ফিরে পরিবেশন করানো হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। সুশুভ্র যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই। আর তারা তা পান করে মাতালও হবে না। তাদের নিকট থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীগণ। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (সূরা সাফফাত-৪১-৪৯)

৮. জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে আদনে এমন বাগানগুলো থাকবে যার দরজাগুলো তাদের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে। জান্নাতীরা চোখের পলকের মধ্যে যথেষ্ট ফল-মূল, পানীয় পান করবে, আর তা সাথে সাথেই হজম হয়ে

যাবে। জান্নাতী তরুণীগণ খুব সুন্দর, লাজুক ও সুন্দর চোখবিশিষ্ট তারা তাদের স্বামীদের সমবয়স্কা হবে।

কখনো জান্নাতের নি'আমতগুলো কমবেও না এবং শেষও হবে না।

وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ، جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ، مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ، هٰذَا مَاتُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ -

মুত্তাকীনদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, তাদের জন্য তাদের দরজা খোলা রয়েছে, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। তাদের পাশে থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ। তোমাদেরকে এরই ওয়াদা দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (সূরা সোয়াদ-৪৯-৫৪)

৯. জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের সতী স্ত্রীদেরকে নিয়ে আনন্দময় জীবন যাপন করবে। জান্নাতে দম্পতীদের সামনে সোনার থালে নানা প্রজাতির খাবার পরিবেশন করা হবে এবং সোনার পানপাত্রে বিভিন্ন প্রকার পানীয় উল্লেখ করা হবে। জান্নাতে চক্ষু ও অন্তর জুড়ানোর মতো যাবতীয় ব্যবস্থাপনা থাকবে। জান্নাতী লোকদের সম্মানের ও উৎসাহের জন্য বলা হবে যে, তোমাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ তোমাদেরকে এ নি'আমত পরিপূর্ণ জান্নাত দান করা হল।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَّفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ

তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে সানন্দে প্রবেশ কর। তাদের নিকট পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র। আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং

নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মফল। তথায় তোমাদের জন্য প্রচুর ফল-মূল। তা থেকে তোমরা আহার করবে। (সূরা যুখরুফ-৭০-৭৩)

১০. জান্নাতে কোন প্রকার দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ, চিন্তা থাকবে না। জান্নাতীদের পোশাক পাতলা ও পুরু রেশমের তৈরি হবে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় চোখসম্পন্ন তরুণীর সাথে তাদের মিলন হবে। জান্নাতে মৃত্যু আসবে না বরং চিরস্থায়ী জীবন যাপন করবে। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীরা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে গমন করা সম্ভব নয়। জান্নাতে প্রবেশ করাই মূল সফলতা ও কামিয়াবী।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ، فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ، يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ، كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ، يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ، لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

নিশ্চয়ই তাকওয়াবান ব্যক্তিরা নিরাপদ স্থানে থাকবে, উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে, তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী পোশাক। তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা স্ত্রী দিব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (সূরা দোখান-৫১-৫৭)

১১. জান্নাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি, দুধ, মধু ও মদ ইত্যাদির ঝর্ণা থাকবে, যা থেকে জান্নাতীরা পান করবে। জান্নাতের ঝর্ণা এবং পানীয়সমূহের রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবে। জান্নাতীদেরকে আল্লাহ যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দিবেন।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ اَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ـ

তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গকে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা নিম্নরূপ : সেখানে রয়েছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে রকমারী ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।

(সূরা মুহাম্মদ-১৫)

১২. নেক সুসন্তানদেরকে তাদের আদর্শ বাপ-দাদার সাথে জান্নাতে একত্রিত করা হবে। যদি জান্নাতে পরস্পরের স্তরের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে তাহলে নিম্নস্তরের লোকদেরকে আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে উভয়কে উচ্চস্তরে মিলিত করবেন। যাতে জান্নাতে তারা সকলে একে অপরকে দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ـ

যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। সকল ব্যক্তি তার স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

(সূরা তূর-২১)

১৩. জান্নাতীদেরকে সুস্বাদু ফলের পাশাপাশি তাদের রুচিসম্মত গোশতও পরিবেশন করা হবে। জান্নাতীরা খানা-পিনার সময় অন্তরঙ্গভাবে আলোচনায় লিপ্ত হবে। জান্নাতীদের সেবকরা এত সুন্দর হবে যেন তারা সংরক্ষিত প্রবাল মুক্তা।

وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ، يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لاَّ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَاْثِيْمٌ، وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ـ

আমি তাদেরকে প্রদান করব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে, সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দিবে, যাতে অসার বকাবকি নেই এবং অপরাধমূলক কাজও নেই। সুরক্ষিত মোতি সদৃশ বালকেরা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। (সূরা তূর-২২-২৪)

১৪. জান্নাতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য দুটি করে বাগান থাকবে, যা নি'আমতের দিক থেকে সাধারণ ঈমানদারদের বাগানের তুলনায় উত্তম হবে। উভয় বাগানে দুটি করে ঝর্ণা থাকবে, আরো থাকবে নানা রকম সুস্বাদু ফল ও রেশমী আসনগুলো। জান্নাতীদের স্ত্রীগণ যথেষ্ট লাজুক, পবিত্র, হীরা ও মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর হবে। তারা কেবলমাত্র তাদের স্বামীর সেবায় নিমগ্ন থাকবে। জান্নাতীদের স্ত্রীগণকে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। আর এরপর তাদেরকে আর কোন জ্বিন ও ইনসানের স্পর্শ তাদের স্পর্শ করেনি। (একমাত্র তাদের জান্নাতী স্বামীই তাদেরকে উপভোগ করবে)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا
اَفْنَانٍ....، فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ....، فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ
زَوْجَانِ ....، مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى
الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ....، فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ
قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ....، كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ.... ـ

যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি বাগান। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা পল্লব বিশিষ্ট। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'য়ামতকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে সকল ফল বিভিন্ন রকমের হবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? তারা যেখানে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। অতএব তোমরা

তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? সেখানে থাকবে আয়তনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব যাদেরকে কখনো ব্যবহার করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সাদৃশ তরুণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৪৬-৫৯)

১৫. সাধারণ ঈমানদারদেরকেও দুটি করে উদ্যান দেয়া হবে তবে তা বিশেষ বান্দাদের বাগানের তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ হবে। তাদের বাগানসমূহে ঝর্ণা ও সুস্বাদু ফল-মূল থাকবে। সতী. পবিত্র, সুন্দর ও আকর্ষণীয় চোখবিশিষ্টা হুরেরা তাদের স্ত্রী হবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে আর কেউ স্পর্শ করে নি।

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ، فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُدْهَامَّتَانِ ...، فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ....، فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ....، فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ....، حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ....، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ....، مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ....، تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

এ দুটি ছাড়াও আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? কালোমত ঘন সবুজ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? সেখানে থাকবে সচ্চরিত্র সুন্দরী তরুণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানকারী হুরগণ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? তারা সবুজ আসনে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন

কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। (সূরা আর রহমান-৬২-৭৮)

১৬. সারাজীবন মনের হারাম কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে সংরক্ষণকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী জান্নাতে যাবে। জান্নাতে না অধিক গরম হবে না অধিক শীতল বরং নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর আবহাওয়া বিরাজ করবে। জান্নাতের সেবক জান্নাতীগণকে চাঁদী ও স্ফটিক নির্মিত পান পাত্রে পান পরিবেশন করবে। জান্নাতের ফলগুলো এত নাগালের মধ্যে থাকবে যে, জান্নাতী চাইলে দাঁড়িয়ে, শয়ন করে বা বসে গ্রহণ করবে পারবে। সালসাবীল নামক জান্নাতের ঝর্ণা থেকে এমন মদ প্রবাহিত হবে যার মধ্যে আদার স্বাদ মিশ্রিত থাকবে। সকল জান্নাতীর উদ্যানগুলো এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ন্যায় দৃশ্যমান হবে। জান্নাতীদেরকে চাঁদীর কংকন পড়ানো হবে।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا، مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا، قَوَارِيْرَاْ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا، وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا، عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا، وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا، وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا، اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ـ

এবং তাদের ধৈর্যের প্রতিদান তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে গরম ও ঠাণ্ডা অনুভব করবে না। তার বৃক্ষছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলমূলগুলো তাদের আয়ত্বাধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং

স্ফটিকের মতো পান পাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে– পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে আদা মিশ্রিত পান পাত্রে। এটা জান্নাত স্থিত সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা। তাদের পাশে ঘোরাফেরা করবে চির বালকগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি মুক্তা। আপনি যখন সেখানে দেখবেন তখন নি'আমতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে পাতলা সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন শরাবান তাহুরা। এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করবে। (সূরা দাহর-১২-২২)

১৭. উজ্জ্বল চেহারা, সর্বপ্রকার অসার কথাবার্তামুক্ত পরিবেশ, প্রবাহমান ঝর্ণা, সুউচ্চ আসন, সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট, এসবই জান্নাতের নি'আমত যা থেকে জান্নাতীরা উপকৃত হবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ، لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، لَّاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً، فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ، وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ، وَّنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ -

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন সজীব হবে। তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সু-উচ্চ জান্নাতে। সেখানে শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। সেখানে থাকবে সুউচ্চ সুসজ্জিত আসন ও সংরক্ষিত পান পাত্র, আর সারি সারি গালিচা ও বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (সূরা গাশিয়া ৮-১৬)

১৮. জান্নাতে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ থাকবে। আরো থাকবে, কাঁদি কাঁদি কলা ও ঘন এবং দীর্ঘ ছায়া। প্রবাহমান পানির ঝর্ণা ও আনন্দ উপভোগের স্থান। জান্নাতী ব্যক্তিদের দুনিয়ার সতী স্ত্রীদেরকে আল্লাহ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে। কুমারী, স্বামীর সমবয়স্কা ও প্রাণভরে স্বামী ভক্তিপূর্ণ।

وَاَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ، فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ، وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ، وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ، وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ، وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ، لَّا

مَقْطُوْعَةٍ وَّلاَ مَمْنُوْعَةٍ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ، اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا، عُرُبًا اَتْرَابًا لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ـ

যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কণ্টকহীন বড়ই বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায়। আর দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহমান ঝর্ণায় ও প্রচুর ফলমূলের মাঝে। যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। আরো থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী নারীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান দিকের ব্যক্তিদের জন্য।

(সূরা ওকেয়া ২৭-৩৮)

১৯. জান্নাতে কাফুর নামক ঝর্ণা থেকে এমন শরাব প্রবাহিত হবে যে, যাতে কাফুরের স্বাদ থাকবে এবং তা জান্নাতীদেরকে পান করানো হবে। জান্নাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড জান্নাতীদের ইচ্ছা অনুযায়ী চোখের পলকে সুসম্পন্ন হয়ে যাবে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا، عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ـ

নিশ্চয়ই নেককারগণ পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানীয়। এটা একটি ঝর্ণা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা একে প্রবাহিত করবে। (সূরা দাহার ৫-৬)

৩. জান্নাতের মাহাত্ম্য

১. জান্নাতের নি'আমত এবং তার বৈশিষ্ট্য হুবহু বর্ণনা করা ও পৃথিবীতে তা মানুষকে বুঝানো তো দূরের কথা এমনকি তার কল্পনাও অসম্ভব।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ (رضـ) يَقُوْلُ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّةَ حَتّٰى اِنْتَهٰى ثُمَّ قَالَ فِيْ اٰخِرِ حَدِيْثِهٖ فِيْهَا مَالاَعَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ

الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلَا
تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

সাহাল বিন সা'দ আস্ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কোন এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে তিনি জান্নাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে ছিলেন এবং যথেষ্ট গুণাবলীর কথা আলোচনা করলেন। এরপর শেষে বললেন : তাতে রয়েছে এমন জিনিস যা কোনো দিন কোনো চক্ষু দেখে নি, কোনো কান কোনো দিন এ ব্যাপারে কোন কিছু শ্রবণ করেনি। মানুষের অন্তরেও এ বিষয়ে কোনো দিন কোন চিন্তা নি। অতপর পাঠ করলেন : "তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক থাকে। আর তাদের পালনকর্তাকে আহবান করে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। কেউ অবগত নয় তার কৃতকর্মের নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (সূরা আস্‌সাজদা-১৭) (মুসলিম, কিতাব বাদউল খালক, বাবা মা জায়া ফি সিফাতিল জান্নাহ)

২. জান্নাতে লাঠি পরিমাণ স্থানও পৃথিবী ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
مَوْضَعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

সাহাল বিন সা'দ আস্‌সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি লাঠির সমপরিমাণ স্থান দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। (বুখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্নাহ)

৩. জান্নাতে যদি মৃত্যু থাকত তাহলে জান্নাতীরা জান্নাতের নি'আমতগুলো দেখে আনন্দে মৃত্যুবরণ করত।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ
بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ
يَنْظُرُوْنَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَّاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا
مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ ـ

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচারের দিন মৃত্যুকে সাদা কালো রং বিশিষ্ট বকরীর ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উপস্থিত করে, যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য স্বচক্ষে নিজেরা দেখবে। যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হতো তাহলে জান্নাতীরা আনন্দে মৃত্যুবরণ করত। আর যদি দুঃখে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হতো তাহলে জাহান্নামীরা দুঃখে মৃত্যুবরণ করত। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল জান্নাত। বাব মা যায়া ফী খুলুদি আহলিল জান্নাহ– ২/২০৭৩)

৪. জান্নাতীগণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا ـ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা) হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব ইছমু মান কাতালা মুয়াহিদান)

৫. জান্নাতের সব কিছু দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম এবং উন্নত হবে। শুধু নামের দিক থেকে এক জাতীয় হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى الْجَنَّةِ شَيْئٌ يُشْبِهُ مَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ الْاَسْمَاءَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের কোন জিনিস শুধু নাম ব্যতীত, দুনিয়ার কোন জিনিসের অনুরূপ নয়। (আবু নুআইম, আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা হাদীস নং ২১৮৮)

৬. জীবনব্যাপী দুঃখে-কষ্টে অতিক্রমকারী ব্যক্তি জান্নাতে এক পলক চোখ পড়ামাত্র ইহজগতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে যাবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةً

ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فَيُقَالُ لَهٗ يٰابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُوْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ رَبِّ مَا مَرَّبِىْ مِنْ بُوسَ قَطُّ وَلاَ رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে জাহান্নামীদের মধ্যে থেকে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে যে, ইহজগতে অত্যন্ত আরাম-আয়েশের সাথে জীবন যাপন করেছে। অতঃপর তাকে সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্নামে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, হে আদম সন্তান! তুমি কি পৃথিবীতে কোন সুখ শান্তি দেখেছ? তুমি কি কোন নি'আমত ভোগ করেছ? সে বলবে : হে আমার রব! তোমার কসম কখনো না।

অতঃপর জান্নাতীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে যে পৃথিবীতে জীবনব্যাপী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। অতঃপর তাকে সাময়িক সময়ের জন্য জান্নাতে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন দুঃখ-কষ্ট দেখেছ? তোমার জীবনে কি কোন দুঃখ-কষ্ট এসেছিল? সে বলবে : হে আমার রব! তোমার কসম কখনোও আসে নি। আমি কখনো কোন দুঃখে-কষ্টে জীবন যাপন করি নি। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব ফিল কুফ্ফার)

৭. জান্নাতের নি'আমত এবং মর্যাদা দর্শনের পর জান্নাতীদের আকাঙ্ক্ষা।

عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَلٰى شَيْئٍ اِلاَّ عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا ـ

মু'আজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতীরা কোন জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে না, তবে শুধু ঐ সময়ের জন্য যে সময়টি তারা (দুনিয়াতে) আল্লাহর স্মরণে খরচ করেনি। (ত্বাবারানি)

৪. জান্নাতের প্রশস্ততা

১. জান্নাতের সর্বনিম্ন আনুমানিক প্রশস্ততার পরিমাণ পৃথিবী এবং সমস্ত আকাশের সমপরিমাণ, আর সর্বোচ্চ প্রশস্ততার কোন পরিমাণ নেই। (তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন)

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমিন, যা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ ভীরুদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান-১৩৩)

২. জান্নাত দেখার পরই সঠিকভাবে বুঝা যাবে যে জান্নাত কত বিশাল এবং তাঁর নি'আমত কত বেশি।

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ـ

আপনি যখন দেখবেন, তখন নি'আমতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (সূরা দাহার-২০)

৩. সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে ইহজগতের চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ وَخُرُوْجًا مِّنَ النَّارِ رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ـ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِىْ تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ

أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّيْ عَلٰى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ .

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি, তার অবস্থা হবে এই যে, সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাকে বলা হবে চল, যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে পূর্ব থেকেই সকল মানুষ জান্নাতে স্ব স্ব স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলে? সে বলবে হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে চাও, সে চাইবে তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরো দেয়া হল ইহজগতের চেয়ে আরো দশগুণ বেশি। তখন সে বলবে আল্লাহ! তুমি বাদশা হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ? হাদীস বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এমনকি তাঁর দাঁত দেখা গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাকে বলা হবে নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তবে আমি যা করতে চাই তাতে আমি সর্বশক্তিমান। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশ্‌শাফায়া)

নোট : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির জবাব শুনে এজন্য হেসেছেন যে, আল্লাহর ক্ষমতা প্রসঙ্গে বান্দাদের ধারণা এত অল্প যে, আল্লাহর নির্দেশকে অসম্ভব মনে করে, তা সে ঠাট্টা বলে সম্বোধন করেছে।

৪. জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তিকে ইহজগতের তুলনায় দশগুণ স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে অনেক জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। যা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ নতুন সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করবেন।

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَبْقٰى مِنَ الْجَنَّةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَبْقٰى ثُمَّ يُنْشِئُ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ .

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতে যতটুকু স্থান আল্লাহ চাইবেন ততটুকু স্থান অবশিষ্ট থেকে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তার ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য এক সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করবেন। (মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, সিফাত বাবু জাহান্নাম)

৫. জান্নাতের দরজা

১. জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতাগণ জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দিবেন এবং দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করবে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ـ

যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা খোলা দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছবে এবং জান্নাতের দ্বার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা যুমার-৭৩)

২. সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِيْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ؟ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ! فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ لَا اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শেষ বিচারের দিন আমি (সর্বপ্রথম) জান্নাতের দরজার সামনে আসব এবং তা খুলতে বলব, দ্বার রক্ষী (ফেরেশতা) বলবে কে তুমি? আমি বলব : মুহাম্মদ, তখন সে বলবে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আর কারো জন্য দরজা না খুলতে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশ্‌শাফায়া)

আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচারের দিন সবচেয়ে বেশি উম্মত আমার হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলার জন্য নক (খটখট করব) করব। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশ্‌শাফায়া)

৩. জান্নাতের দরজা আটটি।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِى الْجَنَّةِ
ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ ـ

সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে যার মধ্যে একটির নাম হলো- রাইয়্যান, একমাত্র রোযাদারগণই এর মধ্যদিয়ে প্রবেশ করবে। (বোখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব মা যায়া ফি সিফাতিল জান্না)

৪. জান্নাতের অন্যান্য দরজাগুলোর নাম হল 'বাবুস্‌সালাহ' 'বাবুল জিহাদ' 'বাবুল সাদাকা'।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ فِى الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ
مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ
دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ
الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ
اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا عَلَى الَّذِىْ يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ
الْاَبْوَابِ كُلِّهَا مِنْ ضَرُوْرَةٍ هَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا؟
قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া জিনিস ব্যয় করেছে (যেমন : দু'টি ঘোড়া, দুটি তলোয়ার) তাকে জান্নাতে এ বলে আহবান করা হবে যে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি যা ব্যয় করেছে। তা উত্তম। আর যে ব্যক্তি সালাতী ছিল তাকে বাবুস্ সালাহ দিয়ে

আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদী ছিল তাকে বাবুল জিহাদ দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করত তাকে বাবুস সাদাকা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদার ছিল তাকে বাবুর্ রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। (এ কথা শুনে) আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ব্যক্তিকে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো দিয়ে আহ্বান করার প্রয়োজন হবে কি? আর এমনকি কেউ আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো দিয়ে ডাকা হবে? রাসূলে কারীম ﷺ বললেন : হ্যাঁ। আর আমি আশা করছি তুমিই হবে ঐ ব্যক্তি। (নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মান আনফাকা যাওযাইনি ফী সাবীলিল্লাহ্)

৫. জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা প্রায় বার তেরশ কি: মি: সমান। কোনো ধরনের হিসাব-নিকাশ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশকারীদের দরজার নাম "বাবু আইমান"।

(হে আল্লাহ! তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) فِىْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ ... فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُوَ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذَالِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَا بَيْنَ الْمَصْرَعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجْرٍ اَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبَصْرٰى ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, শাফায়াতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে ... আল্লাহ তায়ালা বলবেন : হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আইমান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও যাদের কোন হিসেব নিকেশ নেই। আর তারা অন্য ব্যক্তিদের সাথেও শরীক আছে যারা জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ : তারা যদি অন্য কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তা হলে তাও তারা করতে পারবে) কসম ঐ সত্তার যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! জান্নাতের দু'টি চৌকাঠের মাঝের দূরত্ব হলো মক্কা ও

হিজর (বাহরাইনের একটি শহরের নাম) এর দূরত্বের সমান বা তিনি বলেছেন, মক্কা ও বসরার দূরত্বের সমান। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশ্‌শাফায়া)

নোট : মক্কা ও হিজরের মাঝের দূরত্ব হল ১১৬০ কি:মি:। আর মক্কা ও বসরার মাঝের দূরত্ব হল ১২৫০ কি: মি:।

৬. কোনো ধরনের হিসেব ছাড়া সত্তর হাজার লোক এক সাথে আইমান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ কেউ সামনে পিছনে হবে না।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُ مِاَةَ اَلْفٍ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ـ

সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বা সাত লক্ষ লোক বর্ণনাকারী আবু হাজেম সঠিকভাবে জানে না যে রাসূল ﷺ কোন সংখ্যাটির কথা বলেছেন। তারা একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে। (অর্থাৎ : তারা সকলেই এক সাথে একবারে জান্নাতে প্রবেশ করবে) ঐ জান্নাতীদের মুখমণ্ডল ১৪ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব আদ্দালীল আলা দুখুলি ত্বাওয়ায়েফিল মুসলিমীন আল জান্নাহ বিগাইরি হিসাব)

নোট : মুসলিমের বর্ণনায় অন্য এক হাদীসের সত্তর হাজারের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এর সঠিক সংখ্যা প্রসঙ্গে একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন)

৭. উত্তমরূপে ওজু করার পর কালেমা শাহাদাত পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোনো দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ اَوْ يُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ ـ

ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে এরপর এ দুয়া করে,

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, সে তখন যেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারা, বাব যিকরিল মুস্তাহাব আকিবাল উযূ)

৮. নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী, রমযানে সিয়াম সাধনাকারিণী, সতী, স্বীয় স্বামীর আনুগত্যশীল নারী জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّتِ الْمَرْاَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا اُدْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَا شِئْتَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাযথভাবে আদায় করে, রমযানে রোযা রাখে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে, শেষ বিচারের দিন তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। (ইবনে হিব্বান, আলবানীর সম্পাদিত সহীহ আল জামে' আস্সাগীর, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৩)

৯. তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনো একটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهٗ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ اِلاَّ تَلَقُوْهُ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যে মুসলমান ব্যক্তির তিনজন নাবালেগ সন্তান মৃত্যুবরণ করল (আর সে তাতে সবর করল) সে জান্নাতের আট দরজাতেই তাদের সাক্ষাৎ পাবে এবং এর যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়েই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জানায়েয, বাব মাযায়া ফী সাওয়াবি মান অসীবা লিওয়ালেদিহি- ১/১৩০৩)

১০. সোম ও বৃহস্পতিবার দিন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اَنْظُرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا .

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহর সাথে শিরক করে নি। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার জন্য কোন ভাইয়ের সাথে হিংসা রাখে। (তাদের উভয়ের প্রসঙ্গে) ফেরেশতাকে বলা হয় যে, তাদের জন্য অপেক্ষা কর যাতে তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে যায়। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়া সিলা, বাব সাহানা)

১১. রমযানে পূর্ণ মাসব্যাপী জান্নাতের আট দরজা খোলা থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ .

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রমযান আসে তখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ (শিকল দিয়ে বেধে রাখা) করা হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, আল লু'লু' ওয়াল মারজান, প্রথম খণ্ড হাদীস নং ৬৫২)

৬. জান্নাতের স্তরগুলো

১. জান্নাতের উন্নত স্থানগুলো জান্নাতীদের স্তর অনুযায়ী উঁচু-নীচু হয়।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَعْدَ اللّٰهِ لاَ يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ـ

কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ, এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা যুমার, আয়াত ২০)

২. জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্তর 'ওসীলা' যার মালিক হবেন আমাদের প্রিয় নবী ﷺ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَسْئَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ؟ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ، لاَ يَنَالُهَا اِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'ওসীলার' দোয়া করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওসীলা কি? তিনি বললেন : জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্তর, যা শুধু এক ব্যক্তিই অর্জন করবে, আর আমি আশা করছি সে ব্যক্তি আমিই হব। (আহমদ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৫৮৮)

৩. জান্নাতে শত স্তর রয়েছে আর সকল স্তরের মাঝে এত দূরত্ব যেমন আকাশ ও যমিনের মাঝে দূরত্ব। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের নাম 'ফেরদাউস'। যা থেকে জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত। সকল মু'মিনের জন্য আবশ্যক যে সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফেরদাউস পাওয়ার আশায় দোয়া করবে। ফেরদাউসের ওপরে আল্লাহর আরশ।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَّا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ،

وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا تَفْجُرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةِ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ، فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ـ

ওবাদা বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে শত স্তর আছে, সকল স্তরের মাঝে দূরত্ব হল আকাশ ও যমিনের দূরত্বের সমান। ফেরদাউস তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহমান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য দোয়া করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করব। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জান্না– ২/৬০৫৬)

৪. জান্নাতের নিচের স্তরের অবস্থানকারীরা উপরের স্তরের জান্নাতীদেরকে দেখে মনে করবে এ যেন দূরবর্তী কোনো তারকা।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ...... وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী ব্যক্তিরা তাদের উপরস্থ জান্নাতীদেরকে দেখে মনে করবে যে দূরবর্তী আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তের কোন তারকা ঝকমক করছে। এত দূরত্ব হবে জান্নাতীদের পরস্পরের স্তরের পার্থক্যের কারণে। সাহাবাগণ বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ঐ উচ্চস্তরে নবীগণ ব্যতীত আর কে পৌছতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কেন নয়, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! তারা ঐ সমস্ত লোক হবে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

৫. জান্নাতে শতস্তর রয়েছে, আর সকল স্তরের মধ্যে রয়েছে শত বছরের রাস্তার দূরত্ব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে শত স্তর রয়েছে। আর সকল স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো শত বছরের। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জান্না–২/২০৫)

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারীর ঘর জান্নাতে পূর্ব প্রান্ত বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত উজ্জ্বল তারকার ন্যায় মনে হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُتَحَابِّيْنَ فِى اللّٰهِ لَتَرٰى غُرَفُهُمْ فِى الْجَنَّةِ كَالْكَوَاكِبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ اَوِ الْغَرْبِيِّ فَيُقَالُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ فَيُقَالُ هٰؤُلاَءِ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে মহব্বতকারীর ঘর জান্নাতে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন পূর্ব প্রান্তে বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত কোন তারকা। লোকেরা জিজ্ঞেস করবে এ কে? তাদেরকে বলা হবে এরা হল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে পরস্পর মহব্বতকারী। (আহমদ, কিতাবু আহলিল জান্না, বাব মানাযিলুল মুতাহাব্বিনা ফীল্লাহি তা'আলা)

৭. জান্নাতের দালানগুলো

১. জান্নাতের দালানগুলো সর্বপ্রকার ছোট-বড় নাপাকী এবং ময়লা আবর্জনা থেকে পুতঃপবিত্র থাকবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন জান্নাতের। যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে অবস্থান করবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবা-৭২)

২. জান্নাতের দালানসমূহে সমস্ত প্লেটগুলো হবে সোনা-চাঁদির। জান্নাতীদের দালানসমূহে সর্বদা চন্দন কাঠ জ্বলতে থাকবে, যার ফলে তাদের দালানগুলো সুঘ্রাণযুক্ত হবে। জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আম্বরের ঘ্রাণ আসবে। জান্নাতে থুথু, নাকের পানি, পায়খানা পেশাব হবে না। সমস্ত জান্নাতী কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হবে। কেউ কারো প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না। জান্নাতীরা সকল শ্বাস-প্রশ্বাসে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَيَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلاَيَتَمَخِطُوْنَ وَلاَ يَتْغَوْطُوْنَ، اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ، اَمْشَاطُهُمْ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الاَوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَتَبَغُضَ، قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ بُكْرَةً وَ عَشِيًّا۔

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী দলটির মুখমণ্ডল হবে ১৪ তারিখের চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তাদের থুথু আসবে না আর না আসবে নাকের পানি। তাদের পায়খানা পেসাবও হবে না। তাদের প্লেটগুলো থাকবে স্বর্ণের, চিরুণীও হবে স্বর্ণের, তাদের আংটি থেকে চন্দনের সুগন্ধি আসবে। জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আম্বরের সুগন্ধি আসবে। সকল জান্নাতীর এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের কারণে তাদের পায়ের গোছার গোশতের ভিতর দিয়ে হাড্ডির মজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতীদের পরস্পরের মাঝে কোন মতভেদ থাকবে না। না তাদের মাঝে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে। বরং তারা সমমনা হয়ে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করবে। (বুখারী)

৩. জান্নাতের দালানগুলো সোনা চাঁদির ইট দিয়ে নির্মিত হবে। জান্নাতের নুড়ি পাথর হবে মোতি ও ইয়াকুতের, আর মাটি হবে জাফরানের। জান্নাতে মৃত্যু হবে না, জান্নাতী চিরকাল জীবিত থাকবে। জান্নাতে বার্ধক্যও আসবে না বরং জান্নাতী চিরকাল যুবক থাকবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّا خُلِقَ خَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ لِبْنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَلِبْنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ، وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَّدْخُلُهَا يَنْعَمُ لاَيَبْاسُ وَيَخْلُدُ لاَيَمُوْتُ وَلاَتَبْلٰى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَغْنِىْ ثِيَابُهُمْ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সৃষ্টিকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পানি দিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : জান্নাত কি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন : একটি ইট চাঁদি এবং আরেকটি ইট স্বর্ণের। তার সিমেন্ট সুগন্ধিযুক্ত মেশক আম্বর। তার কংকর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে আনন্দে ও সুখে জীবন যাপন করবে, কোনো কষ্ট তার দৃষ্টিগোচর হবে না। চিরকাল জীবিত থাকবে মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না। (তিরমিযী, আবওয়া সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না ওয়া নায়ীমিহা–২/২০৫০)

৪. জান্নাতু আদন আল্লাহ্ নিজ হাতে তৈরি করেছেন : জান্নাতু আদনের দালানগুলো এক ইট হবে সাদা মোতির অন্য ইট হবে কালো মোতির, এক ইট হবে লাল ইয়াকুতের আরেক ইট হবে সবুজ পান্নার। তার মাটি হবে মেশকের, তার কংকর হবে মুক্তার আর ঘাস হবে জাফরানের।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، خَلَقَ اللّٰهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهٖ لِبْنٌ مِّنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَلِبْنَةٌ مِّنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ وَلِبْنَةٌ مِّنْ

زَبَرْجَدَةٍ .... ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত আল্লাহ স্বীয় হস্তে নির্মাণ করেছেন। যার একটি ইট সাদা মোতি, আরেকটি লাল ইয়াকুতের, আর অপরটি সবুজ পান্নার। তার মাটি মেশকের, তার কংকরগুলো মুক্তার, আর ঘাসসমূহ জাফরানের। জান্নাত নির্মাণের পর আল্লাহ জান্নাতকে জিজ্ঞেস করল কিছু বল : জান্নাত বলল মু'মিন লোকেরা মুক্তি পেয়েছে। অতঃপর আল্লাহ এরশাদ করেন : আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম! কোন বখীল তোমার মাঝে প্রবেশ করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন : যে ব্যক্তি কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর-৯) (ইবনু আবুদ্দুনিয়া, আননেহায়া লিইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড হাদীস নং ৩৫২)

নোট : উল্লিখিত হাদীসে কৃপণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা যাকাত প্রদান করে না।

৫. জান্নাতের কোন কোন দালানে স্বর্ণের বাগান থাকবে, যার প্রত্যেকটি জিনিস স্বর্ণের হবে। আবার কোন কোন দালানে চাঁদির বাগান থাকবে যার প্রত্যেকটি জিনিস চাঁদির হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি বাগান হবে চাঁদির, যার পাত্র এবং সব কিছুই হবে চাঁদির। দুটি বাগান হবে স্বর্ণের, যার পাত্র এবং সব কিছুই হবে স্বর্ণের। মানুষের জন্য জান্নাতে আদনে আল্লাহকে দেখার বিষয়ে কোনো বাধা থাকবে না, তবে একমাত্র তাঁর মহানুভবতার চাদর, যা তাঁর মুখমণ্ডলের ওপর থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রু'ইয়াতুল মুমিনীন ফীল জান্না রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)

৬. জান্নাতের দালানগুলো সাদা মোতির নির্মিত, যাতে বড় বড় গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) فِىْ حَدِيْثِ الْاِسْرَاءِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে মে'রাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সাদা মোতির নির্মিত গম্বুজ রয়েছে, আর তার মাটি হল মেশক আম্বরের। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসরা বিরাসূলুল্লাহ ﷺ ইলাস্‌সামাওয়াত)

৮. জান্নাতের তাঁবুসমূহ

১. সকল জান্নাতীর দালানে তাঁবু থাকবে যেখানে হুরগণ অবস্থান করবে।

حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ، فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৭২-৭৩)

২. জান্নাতের প্রতিটি তাঁবু ৬০ মাইল প্রশস্ত হবে। ভিতরে খুব সুন্দর মোতি খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। ঐ তাঁবুগুলোতে জান্নাতীদের স্ত্রীরা থাকবে যারা সর্বদাই তাদের (স্বামীদের) আগমনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِّنْ لُؤْلُؤَةٍ مُّجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِّنْهُ اَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ـ

আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে মোতি খচিত একটি তাঁবু থাকবে, যার প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল, ঐ তাঁবুর সকল কর্ণারে অবস্থান করবে ঈমানদারদের স্ত্রীরা। যাদেরকে অন্য দালানে অবস্থানরত ব্যক্তিরা দূরত্ব এবং প্রশস্ততার কারণে দেখতে পাবে না। মু'মিন ব্যক্তি এ স্ত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

৯. জান্নাতের বাজার

১. সকল জুমার দিন জান্নাতে বাজার বসবে। বাজারে জুমার দিন অংশগ্রহণকারী জান্নাতীদের সৌন্দর্য পূর্ব থেকে বেশি হবে। নারীরা শুক্রবারের বাজারে উপস্থিত হবে না কিন্তু ঘরে বসে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিবেন।

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَاْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ .ـــ.لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً .

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে, যেখানে প্রত্যেক শুক্রবারে জান্নাতীরা উপস্থিত হবে। উত্তর দিক থেকে একটি বাতাস এসে যখন জান্নাতীদের দেহ ও কাপড়ে লাগবে তখন তা তাদের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দেবে। যখন তারা সেখান থেকে তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন তখন (এসে দেখবে যে) তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্যও আগের চেয়ে বেড়েছে, স্ত্রীরা স্বামীদেরকে বলবে যে আল্লাহর কসম! আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, জান্নাতীরা বলবে : আল্লাহর কসম আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের সৌন্দর্যও বেড়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

১০. জান্নাতের বৃক্ষসমূহ

১. জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলের গাছ থাকবে, তবে খেজুর, আনার, আঙ্গুরের গাছ বেশি পরিমাণে থাকবে (এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)।

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ، فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৬৮, ৬৯)

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا، حَدَاۤئِقَ وَاَعْنَابًا۔

নিশ্চয়ই মুত্তাকীনদের জন্যই সফলতা (সুশোভিত) উদ্যানসমূহ ও বিভিন্ন রকমের আঙ্গুর। (সূরা নাবা-৩১, ৩২)

২. কলা ও বড়ই জান্নাতের গাছ, কাঁটাবিহীন হবে, জান্নাতে গাছ-গুলোর ছায়া অনেক লম্বা হবে।

وَاَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ، فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ، وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ، وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ، وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ـ

আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। তারা থাকবে (এক উদ্যানে) সেখানে আছে কন্টকবিহীন কূল গাছ। কাঁদি ভরা কলা গাছ। সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল। (সূরা ওয়াকিআ'হ-২৭-৩২)

৩. জান্নাতের গাছসমূহ এত সবুজ হবে যে, তাদের রং সবুজ কালো মিশ্রিত হবে, জান্নাতের গাছসমূহ সর্বদা শস্য-শ্যামল থাকবে।

مُدْهَامَّتَانِ، فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

ঘন সবুজ এ বাগান দুটি, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৬৪, ৬৫)

৪. জান্নাতের গাছগুলোর শাখাসমূহ শস্য শ্যামল, লম্বা ও ঘন হবে।

ذَوَاتَا اَفْنَانٍ، فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

উভয়টিই বহুশাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান-৪৮, ৪৯)

৫. জান্নাতের একটি গাছের ছায়া এত লম্বা হবে যে, উষ্ট্রারোহী একাধারে শত বছর চলার পরও ঐ ছায়া শেষ হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ، وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বছর চলার পরও শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না। যদি চাও তাহলে পাঠ কর (সূরা আর

রহমানের আয়াত) "দীর্ঘ ছায়া" জান্নাতে কোন ব্যক্তির ধনুক রাখার সমান জায়গা ইহজগতের সব কিছু থেকে উত্তম, যার মাঝে সূর্য উদিত হয় ও অস্তমিত হয়"। (বুখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না)

৬. জান্নাতের সকল গাছের মূল স্বর্ণের হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلاَّ سَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতের প্রতিটি গাছের মূল হবে স্বর্ণের। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফা আশজারিল জান্না)

৭. কতিপয় খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে, আর তার শাখার মূলগুলো হবে লাল স্বর্ণের।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوْعُهَا زَمُرُدٌ اَخْضَرَ وَكَرْبُهَا ذَهَبٌ اَحْمَرَ وَسَعْفُهَا كِسْوَةٌ لاَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا مَقْطَعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ وَثَمَرُهَا اَمْثَالُ الْقِلاَلِ اَوِ الدِّلاَءُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জান্নাতের খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে, আর তার শাখার মূলগুলো হবে লাল স্বর্ণের। আর তা দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরি করা হবে। ঐ খেজুর মটকা বা বালতির মতো হবে যা দুধ থেকেও সাদা. মধু থেকেও মিষ্টি, মাখন থেকেও নরম, মোটেও শক্ত হবে না। (শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব সিফাতিল জান্না ওয়া আহলিহা)

৮. যে তাসবির সওয়াব জান্নাতে চারটি উত্তমগাছ রোপণতুল্য।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهٖ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ يَااَبَاهُرَيْرَةَ مَا الَّذِيْ تَغْرِسُ؟ قُلْتُ غِرَاسًالِىْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هٰذَا؟ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ يَغْرِسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি গাছ রোপণ করছিলেন, এমন সময় তার পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ অতিক্রম করছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে আবু হুরাইরা! তুমি কি রোপণ করছ? তিনি বললেন : আমার জন্য একটি গাছ লাগাচ্ছি। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম গাছ রোপণের কথা বলব না? সে বলল হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, এই প্রত্যেকটি শব্দের বিনিময়ে তোমাদের জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপণ করা হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, বাব ফযলিত্তাসবিহ- ২/৩০২৯)

৯. যে তাসবির সওয়াব জান্নাতে খেজুর গাছ রোপণের পরিমাণ।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হয়। (তিরমিযী)

১০. তুবা জান্নাতের একটি গাছের নাম, যার ছায়া শত বছরের রাস্তার সমান। তুবা গাছের ফলের শীষ দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরি করা হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُوْبٰى شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ مَسِيْرَتُهَا مِائَةُ عَامٍ ثِيَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ تُخْرَجُ مِنْ اَكْمَامِهَا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুবা জান্নাতের একটি গাছের নাম, যার ছায়া হবে শত বছরের চলার পথের সমান। জান্নাতীদের পোশাক তার শীষ দিয়ে তৈরি করা হবে। (আহমদ, আলবানী রচিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা। ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১৯৫৮)

১১. জান্নাতের ফলসমূহ

(মহান আল্লাহর নিকট এ কামনা করি যেন তিনি স্বীয় দয়ায় ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা খাওয়ান)

১. জান্নাতের ফল জান্নাতীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। জান্নাতে মৌসুমী প্রত্যেক ফল সর্বদাই থাকবে। জান্নাতের ফল ভোগ করার জন্য কারো নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে না। জান্নাতের ফলের মজুদ কখনো শেষ হবে না। জান্নাতের ফল কখনো নষ্ট হবে না। কলা ও বড়ই জান্নাতের ফল।

وَاَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ، فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ، وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ، وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ـ

আর যারা ডান দিকের দল তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে (এক উদ্যানে) সেখানে আছে কণ্টকাহীন কূল গাছ। কাঁদি ভরা কলা গাছ। সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল। (সূরা ওয়াকিয়াহ-২৭-৩২)

الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ـ

যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, আর কাফেরদের কর্মফল অগ্নি। (সূরা রা'দ-৩৫)

২. জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীর পছন্দ মতো সর্বপ্রকার ফলমূল মজুদ থাকবে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ، وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ، كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে। তাদের রুচিসম্মত ফলমূলের প্রাচুর্যের মাঝে। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। অতএব আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা মুরসালাত: ৪১-৪৪)

৩. জান্নাতের ফল সর্বদা জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে, দাঁড়িয়ে, বসে, চলাফেরা করা অবস্থায়, যখন খুশি তখনই তা তারা ভক্ষণ করতে পারবে।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً ـ

সন্নিহিত গাছছায়া তাদের ওপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। (সূরা দাহার- ১৪)

৪. জান্নাতের খেজুর মটকা বা বালতির মতো হবে যা দুধ থেকেও সাদা, মধু থেকেও মিষ্টি, মাখন থেকেও নরম। জান্নাতের ফলের শীষ এত বড় হবে যে, তা যদি পৃথিবীতে আসত তাহলে সাহাবাগণ শেষ বিচার পর্যন্ত তা খতম করতে পারত না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) فِىْ حَدِيْثِ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَاَيْنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتَ الدُّنْيَا ـ

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে সূর্যগ্রহণের সালাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা আপনাকে (সালাতের সময়) দেখলাম যেন আপনি কোন কিছু নিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আবার থেমে গেলেন। তিনি বললেন : আমি জান্নাত দেখছিলাম আর তার একটি শীষ নিতে চাইলাম, কিন্তু যদি আমি তা নিতাম তা হলে তোমরা যতদিন দুনিয়ায় থাকতে ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে। (মুসলিম, কিতাব সালাতিন খুসুফ)

৫. জান্নাতের একটি শীষ যদি পৃথিবীতে আসত তাহলে আকাশ ও যমিনের সমস্ত মাখলুক তা খেয়ে শেষ করতে পারত না।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةَ وَمَا فِيْهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قَطْفًا مِّنَ الْعِنَبِ فَتَنَاوَلْتُ بِهِ فَحِيْلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ وَلَوْ اَتَيْتُكُمْ بِهِ لَاَكَلَ مِنْهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ يَنْقُصُوْنَهُ ـ مَا

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সামনে জান্নাত ও তাতে বিদ্যমান সমস্ত নি'আমত উপস্থাপন করা হল, ফল-মূল, সবুজ সজীব জিনিসসমূহ। আমি তোমাদের জন্য ওখান থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা নিতে চাইলাম, কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেয়া হল, যদি ঐ থোকাটি তোমাদের জন্য নিয়ে আসতাম তা হলে আকাশ ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টি জীব যদি তা খেত তাহলে তা খেয়ে শেষ করতে পারত না। (আহমদ, আন নেহায়া লিইবনে কাসীর, ২/৩৬৭)

নোট : জান্নাতের নি'আমত সম্পর্কে বর্ণিত এ সমস্ত হাদীস অনন্তর মুসলমানদের জন্য কোন আশ্চর্য বিষয় নয়। যারা গত ১৫-২০ বছর থেকে জমজম কূপকে প্রবাহিত হতে দেখে আসছে, যা থেকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হচ্ছে, রমযান ও হজ্জ এর সময় সমস্ত মানুষ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব চোখে তা অবলোকন করে, লোকেরা শুধু আত্মতৃপ্তির সাথে তা পান করে তাই নয়, বরং স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তনকালে বাধাহীনভাবে যার যত খুশি সে তত পরিমাণ নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপরও পানির মধ্যে কখনো কোন কমতি হচ্ছে না বা শেষও হচ্ছে না। আর শেষ বিচার পর্যন্ত এ পানি এভাবেই ব্যবহৃত হতে থাকবে। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।)

৬. আঞ্জীর জান্নাতী ফল জান্নাতের সমস্ত ফল আটিবিহীন হবে।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ طَبَقٌ مِّنْ تِيْنٍ فَقَالَ كُلُوْا، وَاَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ لَوْقُلْتُ اِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ قُلْتُ هٰذِهٖ لِاَنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلاَعَجَمٍ، فَكُلُوْا مِنْهَا فَاِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيْرُ وَتَنْفَعُ مِنَ النَّقْرَسِ -

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে এক প্লেট আঞ্জীর হাদীয়া দেয়া হল, তিনি বললেন : খাও, তিনি নিজেও তা থেকে খেলেন, আর বললেন : যদি আমি কোন ফল সম্পর্কে বলি যে, এটা জান্নাত থেকে আগত ফল, তাহলে এ সে ফল, কেননা জান্নাতের ফল আটিবিহীন হবে। অতএব খাও, আঞ্জীর অর্শ্বরোগের ওষুধ, আর তা গ্রন্থির ব্যথা দূর করে। (ইবনে কায়্যিম তাঁর তিব্বুন্নববীতে তা উল্লেখ করেছেন, তিব্বুন নব্বুবী, পৃষ্ঠা ৩১৮)

৭. জান্নাতী যখন কোন গাছের ফল পাড়বে তখন সাথে সাথে ওখানে আরেকটি নতুন ফল হয়ে যাবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا نَزَعَ ثَمَرَةً مِّنَ الْجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَهَا اُخْرٰى

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোন ব্যক্তি জান্নাতের কোন ফল পাড়বে তখন তার স্থলে অন্য একটি ফল হয়ে যাবে। (ত্ববারানী, মাজমাউজ্জাওয়ায়িদ– ১০/৪১৪)

১২. জান্নাতের নদীসমূহ

১. জান্নাতে সুস্বাদু পানি, সুস্বাদু দুধ, সুমিষ্টি শরাব এবং স্বচ্ছ মধুর নদী প্রবাহিত হবে। জান্নাতের নদীসমূহের পানীর রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى -

মুত্তাকীনদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, এতে আছে নির্মল পানির দুধের নদী, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য শরাবের নদী, আছে পরিশোধিত মধুর নদী। (সূরা মোহাম্মদ-১৫)

২. সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল জান্নাতের নদী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِّنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল জান্নাতের নদী। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

৩. কাওসার জান্নাতের নদী যার পানি দুধ থেকেও সাদা এবং মধু থেকেও অধিক মিষ্টি হবে কাওসার আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেয়া উপঢৌকন।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ اَعْطَانِيْهِ اللّٰهُ يَعْنِيْ فِى الْجَنَّةِ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ فِيْهِ طَيْرٌ اَعْنَاقُهَا كَاَعْنَاقِ الْجَزُرِ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ هٰذِهِ النَّاعِمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَتُهَا اَنْعَمُ مِنْهَا .

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেসিত হলেন কাউসার কি? তিনি উত্তরে বললেন : এ হল একটি নদী যা আমাকে আমার আল্লাহ জান্নাতে দিবেন। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা হবে, মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে এবং সেখানে এমন পাখি থাকবে যাদের গর্দান হবে উটের ন্যায়। ওমর (রা) বলেছেন : ঐ পাখিরা খুব আনন্দে আছে। রাসূলুল্লাহ বললেন, ঐ পাখিগুলোকে ভক্ষণকারী আরো আনন্দে আছে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত তইরিল জান্না)

৪. জান্নাতীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো জান্নাতের নদীসমূহ থেকে ছোট ছোট নদী বের করে তাদের অট্টালিকাসমূহে নিয়ে যেতে পারবে।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسَلِ وَبَحْرُ اللَّبَنِ وَبَحْرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُ .

হাকীম বিন মোয়াবিয়া তার পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : জান্নাতে পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নদী থাকবে। অতঃপর ঐ সমস্ত নদী থেকে আরো ছোট ছোট নদী বের করা হবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাবমাযায়া ফী সিফাত আনহারিল জান্না)

৫. জান্নাতের একটি নদীর নাম হায়াত, যার পানি জাহান্নাম থেকে বেরকৃতদের শরীরে দেয়া হবে, ফলে তারা দ্বিতীয়বার চারা গাছের ন্যায় সজিব হবে।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللّٰهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ اَلْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ رَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ اَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا مَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيَاةِ اَوِ الْحَيَاءِ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ اِلٰى جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءُ مَا تَوِيَةً ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ স্বীয় দয়ায় যাকে খুশি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (অতঃপর দীর্ঘদিন পর বলবেন) দেখ যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন তারা এমন অবস্থায় বের হবে যে তাদের শরীর কয়লার ন্যায় জ্বলে গেছে, তখন তাদেরকে হায়াত বা হায়া নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন বন্যার আবর্জনার মাঝে চারাগাছ সজীব হয়ে ওঠে। তোমরা কি কখনো দেখ নি যে কেমন হলুদ রং বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুসশাফায়া)

১৩. জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ

১. জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম "সালসাবীল" যা থেকে আদা মিশ্রিত স্বাদ আসবে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا، وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً، عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً ـ

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে, রূপালী স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

সেখানে পান করতে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণা যার নাম "সালসাবীল"। (সূরা দাহর : ১৫-১৮)

২. জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম কাফুর, যা পানে জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ـ

সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এমন একটি প্রস্রবণের যা আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (সূরা দাহার : ৫-৬)

৩. জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম "তাসনীম" যা স্বচ্ছ পানি একমাত্র আল্লাহর বিশেষ বান্দাদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে। সৎকর্মশীল (যাদের স্তর বিশেষ বান্দাদের চেয়ে একটু নীচু হবে। তাদেরকে উত্তম পানীয়ের সাথে তাসনীমের পানি মিশ্রণ করে দেয়া হবে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ، تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ، يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَّفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ، وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ، عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ـ

পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দৃপ্তি দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহরমুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা থেকে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর, আর থাকে যদি কারো কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা, তবে তারা এরই কামনা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। এটা একটি প্রস্রবণ যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে। (সূরা মোতাফ্ফিফীন : ২২-২৮)

৪. কোন কোন ঝর্ণা থেকে সাদা উজ্জ্বল সুস্বাদু পানীয় প্রবাহিত হবে।

أُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ، فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ، لاَفِيْهَا غَوْلٌ وَلاَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ -

তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক, ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে, তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাবপূর্ণ পাত্র। শুভ্র উজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না, আর তারা তাতে মাতালও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত : ৪১-৪৭)

৫. কোন কোন ঝর্ণা ফোয়ারার ন্যায় উদ্বেলিত হবে।

فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর্ রহমান : ৬৬-৬৭)

৬. জান্নাতীদের আত্মা ও চক্ষু তৃপ্তির জন্য সর্বদা পানির ঝর্ণা ও জলপ্রপাতও জান্নাতে থাকবে।

فِيْهَاعَيْنٌ جَارِيَةٌ -

সেখানে আছে প্রবাহমান ঝর্ণাসমূহ। (সূরা গাশিয়া : ১২)

وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ، وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ -

সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি। (সূরা ওয়াকিয়া : ৩০-৩১)

৭. উল্লিখিত ঝর্ণাসমূহ ব্যতীত জান্নাতীদের আরামের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের আরো ঝর্ণা থাকবে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ، فِيْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ -

মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। (সূরা দুখান : ৫১-৫২)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلاَلٍ وَّعُيُوْنٍ، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ـ

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে। তাদের রুচিসম্মত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (সূরা মোরসালাত : ৪১-৪২)

১৪. কাওসার নদী

(আল্লাহ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে তা থেকে পানি পান করান)

১. কাওসার জান্নাতের নদী যা আল্লাহ শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেবেন। কাওসার নদী জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উন্নত নদী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهْرٍ حَافِتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَاِذَا طِيْنُهُ اَوْطِيْبُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ ـ

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : (মেরাজের সময়) আমি জান্নাত দেখতে ছিলাম, সেখানে আমি একটি নদী দেখতে পেলাম যার উভয় তীরে মোতি খচিত গম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : জিবরাঈল এগুলো কি? সে বলল : এ হল কাওসার যা আপনাকে আপনার প্রভু দিয়েছেন। আর তার মাটি বা সুগন্ধি মেশক আম্বরের ন্যায়। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব ফিলহাওয)

২. কাওসার নদীর উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত, তার কংকরসমূহ মোতি ও ইয়াকুতের। আর মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافِتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَّمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ تُرْبَتُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ ـ

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কাওসার জান্নাতের একটি নদী, যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত, তার পানি ইয়াকুত ও মোতির ওপর প্রবাহমান। তার মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময়, তার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা। (তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীর বাব তাফসীর সূরাতুল কাওসার)

১৫. হাউজে কাওসার

১. হাউজে কাওসারের পানি পান করানোর দায়িত্ব স্বয়ং রাসূল ﷺ পালন করবেন। ইয়ামেনবাসীদের সম্মানে রাসূল ﷺ অন্যদেরকে হাউজে কাওসার থেকে দূর করে দিবেন। হাউজে কাওসারের প্রশস্ততা মদীনা এবং আম্মানের দূরত্বের সমান। (প্রায় এক হাজার কি: মি:) হাউজে কাওসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَبِعُقْرِ حَوْضِىْ اَذُوْدُ النَّاسَ لِاَهْلِ الْاَيْمَنِ اَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتّٰى يَرْفُضَ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِمْ فَقَالَ مِنْ مَقَامِىْ اِلٰى عَمَّانَ وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهٖ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَغِيْثُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ اَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْاٰخَرُ مِنْ وَرَقٍ -

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাউজে কাওসারের পার্শ্বে আমি ইয়ামানবাসীদের সম্মানে অন্য লোকদেরকে স্বীয় লাঠি দিয়ে দূর করে দিব। এমনকি পানি ইয়ামানবাসীদের প্রতি প্রবাহিত হতে থাকবে আর তারা তা পানে তৃপ্তি লাভ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে হাউজের প্রশস্ততা কতটুকু? তিনি বললেন : মদীনা থেকে ওমানের দূরত্বের সমান। এরপর হাউজের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তা কেমন হবে? তিনি বললেন : দুধের চেয়েও অধিক সাদা, মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি, এরপর তিনি বললেন, আমার হাউজে জান্নাত থেকে দু'টি নালা প্রবাহিত হবে, তার একটি হবে স্বর্ণের, অপরটি হবে রূপার। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী ﷺ)

নোট : আম্মান জর্ডানের রাজধানী, যা মদীনা থেকে এক হাজার কি: মি: দূরে। অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাউজে কাওসারের চতুর্পার্শ্বে সমান সমান। নবী ﷺ বলেন : "হাউজের প্রশস্ততা তার দৈর্ঘ্যের সমান।" (তিরমিযী)

২. হাউজে কাওসারের কিনারায় সোনা চাঁদির গ্লাস থাকবে যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَرٰى فِيْهِ اَبَارِيْقَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ السَّمَاءِ .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাউজে কাওসারের পাড়ে তোমরা আকাশের তারকার সমান সংখ্যক গ্লাস দেখতে পাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী ﷺ)

৩. শেষ বিচারের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর হাউজে কাওসারের পার্শ্বে রাখা হবে। তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ .

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝে যে স্থানটি আছে তা জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর (শেষ বিচারের দিন) আমার হাউজের পার্শ্বে রাখা হবে। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী ﷺ)

৪. যে ব্যক্তি হাউজে কাওসারের পানি পান করবে তার আর কখনো পানির পিপাসা হবে না

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَاَذْرَحَ فِيْهِ اَبَارِيْقَ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَاْ بَعْدَهَا اَبَدًا .

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে তোমাদের সামনে একটি হাউজ থাকবে, যার একটি কংকর যারবা থেকে আজরার (সিরিয়ার দুটি শহরের নাম) মাঝের দূরত্বের সমান হবে। যার পার্শ্বে আকাশের তারকা সংখ্যক গ্লাস রাখা হবে। যে ব্যক্তি ওখান থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী ﷺ)

৫. হাউজে কাওসারের পানি সর্বপ্রথম পান করবে গরীব মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীরা)।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُؤُوْسًا ، الدُّنُسُ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَيُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ .

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : আমার হাউজে সর্বপ্রথম আগমনকারী হবে গরীব মুহাজিরগণ। এলোকেশি, ময়লা পোশাক পরিধানকারী, সুখী সমৃদ্ধশালী মহিলাদেরকে বিবাহ করতে অক্ষম ব্যক্তিবর্গ। যাদের জন্য আমীর-ওমরাদের দরজা উন্মুক্ত থাকে না। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাবা মাযায়া ফী সিফাতিল হাউজ– ২/১৯৮৯)

৬. শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক নবীকে হাউজ দেয়া হবে যা থেকে তাঁর উম্মতরা পানি করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউজে আগন্তুকদের সংখ্যা অন্যান্য নবীগণের উম্মতদের তুলনায় অধিক হবে।

عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَاِنَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةٍ وَاِنِّىْ اَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً .

সামুরা বিন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাউজ থাকবে, আর প্রত্যেক নবী পরস্পরের সাথে গৌরব করবে যে, কার হাউজে পানি পানকারীর সংখ্যা বেশি। আমি আশা করছি যে আমার হাউজে আগন্তুকদের সংখ্যা বেশি হবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাবা মাযায়া ফী সিফাতিল হাউজ– ২/১৯৮৯)

৭. হাউজে কাওসারের পাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতদের সামনে উপস্থিত থাকবেন। বেদ'আতীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউজ থেকে দূরে থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى

الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوْنِيْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ
أَصْحَابِيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَاتَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ـ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন আমি হাউজে কাওসারের পাশে তোমাদের আগে থাকব। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সেখানে আসবে, অতঃপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, আমি বলব : হে আমার প্রভু! এরা তো আমার উম্মত। বলা হবে যে আপনি জানেন না যে, আপনার পরে তারা কি কি বিদ'আত চালু করেছে। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব ফীল হাউজ)

৮. কাফেররা হাউজে কাওসারের নিকট এসে পানি পান করতে চাইবে কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতদেরকে ওজুর কারণে উজ্জ্বল হাত ও কপাল দেখে চিনতে পারবেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ
اِنِّيْ لَاَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْاِبِلَ الْغَرِيْبَةَ حَوْضَهٗ
قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ
مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ ـ

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি হাউজ থেকে অমুসলিমদেরকে এমনভাবে দূর করে দিব, যেমন উটের মালিকরা তাদের পাল থেকে অন্য মালিকের উটকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমরা আমার নিকট আসবে এমতাবস্থায় যে, অজুর কারণে তোমাদের হাত, পা, কপাল ইত্যাদি চমকাতে থাকবে। এ গুণ তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের হবে না। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, বাব ফীল হাউজ– ২/৩৪৭১)

১৬. জান্নাতীদের খাবার ও পানীয়

১. জান্নাতীদের প্রথম খানা হবে মাছ, পরবর্তী খাবার হবে গরুর গোশত। জান্নাতীদের সর্বপ্রথম পানীয় হবে সালসাবীল নামক কূপের পানি।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ حِبْرٌ مِّنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ اَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمْ فِى الظُّلْمَةِ دُوْنَ الْجَسْرِ قَالَ مَنْ اَوَّلُ النَّاسِ اِجَازَةً قَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَ الْيَهُوْدِىُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّوْنِ قَالَ فَمَا غِذَائُهُمْ عَلٰى اَثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِىْ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ اَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنٍ فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ .... الخ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দাঁড়িয়েছিলাম, ইতোমধ্যে ইহুদীদের পাদ্রীদের মধ্য থেকে একজন পাদ্রী আসল এবং জিজ্ঞেস করল যে, যেদিন আকাশ ও যমিন প্রথম পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন পুলসিরাতের নিকটবর্তী এক অন্ধকার স্থানে। অতঃপর ইয়াহুদী আলেম জিজ্ঞেস করল সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত পার হবে? তিনি বললেন : গরীব মুহাজিরগণ। (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীরা) ঐ ইয়াহুদী পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করল, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে কি খাবার পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মাছের কলিজা, ইয়াহুদী জিজ্ঞেস করল এরপর কি পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এরপর জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে পালিত গরুর গোশত পরিবেশন করা হবে। এরপর ইয়াহুদী জিজ্ঞেস করল খাওয়ার পর পানীয় কি পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সালসাবীল নামক ঝর্ণার পানি। ইয়াহুদী পাদ্রী বলল : তুমি সত্য বলেছ। (মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ, বায়ান মনিউর রজুলি ওয়াল মারয়া)

২. আমাদের বর্তমান এ পৃথিবী জান্নাতীদের রুটি হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَاهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهٖ كَمَا يَتَكَفَا اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهٗ فِي السَّفَرِ نُزُوْلاً لِاَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : শেষ বিচারের দিন এ পৃথিবী একটি রুটির ন্যায় হবে, আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হস্তে তা এমনভাবে উলট-পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফররত অবস্থায় তার রুটিকে উলট-পালট করে। আর ঐ রুটি দিয়ে জান্নাতীদের মেহমানদারী করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম, মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতান, বাবুল হাশর, ফসলুল আউয়্যাল)

৩. জান্নাতে সাদা উজ্জ্বল পানীয়ও জান্নাতীদের সম্মানার্থে মজুদ থাকবে। জান্নাতের শরাব পান করার পর কোন প্রকার মাতলামী ভাব দেখা দিবে না।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ـ

তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পান পাত্র। সুশুভ্র যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার (মাতলামির) উপাদান নেই। আর তারা তা পান করে মাতালও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত : ৫৪-৫৮)

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا، قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ـ

তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পান পাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে (সূরা দাহার : ১৫-১৬)

৪. তীব্র গতিসম্পন্ন ঝর্ণার পানি দ্বারাও জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ـ

সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। (সূরা গাশিয়া : ১২)

৫. জান্নাতের শরাব পানে জান্নাতীদের মাথায় কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। জান্নাতীদের পছন্দনীয় ফল তাদের রুচি অনুযায়ী তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। পছন্দনীয় পাখির গোশতও তাদের জন্য বিদ্যমান থাকবে।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ، بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ، لاَيُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُوْنَ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ -

তাদের নিকট ঘোরা-ফেরা করবে চির কিশোরেরা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরা পূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না আর তাদের পছন্দমতো ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে। (সূরা ওয়াক্বিয়া : ১৭-২১)

৬. সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীদের খাবার পরিবেশনের ধারাবাহিকতা চালু থাকবে।

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا-

এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা থাকবে। (সূরা মারইয়াম : ৬২)

৭. জান্নাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশ লোকের খাবারের শক্তি দেয়া হবে।

عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطٰى قُوَّةَ مِاَةَ رَجُلٍ فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ حَاجَةُ اَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيْضُ مِنْ جِلْدِهٖ فَاِذَا بَطْنُهٗ قَدْ ضَمُرَ -

যায়েদ বিন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : জান্নাতীদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে খানা-পিনা, যৌন শক্তি, স্বামী-স্ত্রীর মিলন (ইত্যাদির ব্যাপারে) একশত লোকের সমপরিমাণ শক্তি দেয়া হবে। তাদের পায়খানা প্রস্রাবের অবস্থা হবে এই যে, তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হবে ফলে তাদের পেট আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। (ত্বাবারানী)

৮. জান্নাতীদের খানা-পিনা, সোনা-চাঁদি এবং সাদা চমকদার কাঁচের পাত্রে পরিবেশন করা হবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَّفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

তাদের নিকট পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র। আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ এটা তোমাদের কর্মের ফল। তথায় তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফলমূল তা থেকে তোমরা আহার করবে। (সূরা যুখরুফ : ৭১-৭৩)

১৭. জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

১. জান্নাতীরা পাতলা ও মোটা সবুজ রেশমের কাপড় পরিধান করবে। জান্নাতীরা হাতে সোনার অলংকার ব্যবহার করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَانُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا، اُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ـ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে। আর তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে, এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। কি চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (সূরা কাহাফ : ৩০-৩১)

২. খাঁটি রেশমী কাপড়ের পোশাক, খাঁটি স্বর্ণের অলংকার, খাঁটি মোতির অলংকার এবং মোতি মিশ্রিত স্বর্ণের অলংকারও জান্নাতীরা ব্যবহার করবে।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ -

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ, কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। আর তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (সূরা হজ্জ : ২৩)

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ -

তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে, তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা ফাতির : ৩৩)

৩. মোটা ও পাতলা রেশম ব্যতীত সুন্দুস এবং ইস্তেবরাক নামক রেশমও জান্নাতীরা ব্যবহার করবে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ، فِىْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ، يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ، كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ، يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ، لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে, উদ্যানরাজি ও নির্ঝরণিসমূহে, তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র। মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে

এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা স্ত্রী দিব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। তাদেরকে সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত। আর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (সূরা দোখান : ৫১-৫৭)

৪. জান্নাতীরা চাঁদির অলংকারও ব্যবহার করবে।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَّسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ـ

তাদের নিকট ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যে বিক্ষিপ্ত মণি মুক্তা, আপনি যখন সেখানে দেখবেন তখন নি'আমতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম। আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন। আর তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শারাবান ত্বাহুরা'। (সূরা দাহার : ১৯-২১)

৫. জান্নাতীরা উন্নতমানের রেশমের রুমাল ব্যবহার করবে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِّنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا ـ

বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটি রেশমী কাপড় আনা হল, লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং পাতলা অবলোকনে আশ্চর্য বোধ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জান্নাতে সা'দ বিন মোয়াজের রুমাল এর চেয়েও উন্নতমানের। (বুখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না)

৬. অজুর পানি যেখানে যেখানে পৌঁছে ওখান পর্যন্ত জান্নাতীদেরকে অলংকার পরানো হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحُلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : মোমেনকে ঐ পর্যন্ত অলংকার পরানো হবে যে পর্যন্ত অজুর পানি পৌঁছে। (মুসলিম, কিতাবুত্তাহারা বাবু ইস্তেহবাব ইতালাতুল গোররা)

৭. জান্নাতীদের ব্যবহার করা অলংকারের যেকোন একটির চমকের সামনে সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যাবে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ مَا يَقِلُّ ظَفَرٌ مِّمَّافِى الْجَنَّةِ بَدَاَ لَتَزَخْرَفَتْ لَهٗ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَاَ اَسَاوِرَهٗ لَطَمَسَ ضَوْؤُ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ.

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : জান্নাতের জিনিসসমূহের মধ্য থেকে নখ বরাবর কোন জিনিস যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহলে আকাশ ও যমিনের মাঝে যা কিছু আছে তাকে আলোকময় করে তুলবে। আর যদি একজন জান্নাতী পুরুষ তার অলংকারসহ পৃথিবীতে উঁকি দেয়, তা হলে সূর্যের আলো এমনভাবে আড়াল হয়ে যাবে যেভাবে সূর্যের আলো তারকার আলোকে আড়াল করে দেয়। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল জান্না। বাব মাযায়া ফি সিফাতি আহলিল জান্না-২/২০৬১)

৮. জান্নাতীদের অলংকারের মধ্যে ব্যবহৃত একটি মোতি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ থেকে মূল্যবান।

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِىْ كَرِبَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُلَهٗ فِىْ اَوَّلِ دَفْعِهٖ وَيَرٰى مَقْعَدَهٗ

مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةِ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهٖ ـ

মেকদাদ বিন মা'দী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি ফযিলত রয়েছে–

১. শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ। ২. কবরের আযাব থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হয়। ৩. শেষ বিচারের দিন দুশ্চিন্তা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে। ৪. তার মাথায় সম্মানের এমন এক তাজ রাখা হবে যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার মাঝে বিদ্যমান প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে মূল্যবান হবে। ৫. জান্নাতে ৭২ জন হুরেইনের সাথে তার বিয়ে হবে। ৬. আর সে তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করবে। (তিরমিযী, সহীহ্ জামে' তিরমিযী, আলবানী, দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস নং ১৩৫৮)

১৮. জান্নাতীদের বৈঠক ও আসনসমূহ

১. জান্নাতীরা দূর্লভ ও মূল্যবান রেশমী বিছানায় হেলান দিয়ে স্বীয় বাগান ও ঘরে বসবে।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ ۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَّجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৫৪-৫৫)

২. জান্নাতীরা সামনা সামনি রাখা খুব সুন্দর খাটে বসবে।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে, আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিব। (সূরা তূর : ২০)

৩. জান্নাতীরা সামনা সামনি রাখা খাটে বসে চাহিদা মত পানাহারে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে।

أُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ، فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ، فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِيْنٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ، لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ـ

তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রুযী। ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। নেয়ামতের উদ্যানসমূহ। মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন, তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পান পাত্র। সু শুভ্র যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই। আর তারা তা পান করে মাতালও হবে না।

(সূরা সাফ্‌ফাত : ৪১-৪৭)

৪. সোনা, চাঁদি ও জাওহারের মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি আসনসমূহে পরস্পরের সামনে বসে জান্নাতীরা সূরা পাত্র পানের আগ্রহ প্রকাশ করবে।

أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ، فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ، وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ، بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ـ

অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারা নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে, তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের পাশে ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরেরা পান পাত্র কুঁজা ও খাটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্ত হবে না।

(সূরা ওয়াক্বিয়া : ১০-১৯)

৫. জান্নাতীদের বসার আসন দুর্লভ সবুজ রং ও কার্পেট দ্বারা নির্মিত হবে।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৫৪-৫৫)

৬. কোন কোন আসন উঁচু থাকবে যা মখমল ও নরম কার্পেটের তৈরি। খুব সুন্দর বিছানা ও মূল্যবান বালিশ সজ্জিত থাকবে জান্নাতীরা যেখানে খুশি সেখানে তাদের বৈঠকখানা স্থাপন করতে পারবে।

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ، وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ، وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ، وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ـ

সেখানে থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পান পাত্র। সারি সারি গালিচা আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (সূরা গাশিয়া : ১৩-১৬)

৭. জান্নাতীরা ঘন ছায়াময় স্থানে মসনদ স্থাপন করে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে আনন্দময় আলাপচারিতায় মেতে উঠবে।

اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ، هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلَالٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ ـ

এ দিন জান্নাতীরা আনন্দে ব্যস্ত থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (সূরা ইয়াসীন : ৫৫-৫৬)

১৯. জান্নাতীদের সেবক

১. জান্নাতীদের সেবকরা সর্বদা কিশোর বয়সী হবে। জান্নাতীদের সেবক সর্বদা মোতির ন্যায় সুন্দর ও মনপুত দৃশ্যমান হবে। জান্নাতীদের সেবক এত চৌকশ হবে যে, চলতে ফিরতে এমন মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মোতি।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ـ

এবং তাদের নিকট ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (সূরা দাহার : ১৯)

২. জান্নাতীদের সেবক ধুলাবালিমুক্ত মোতির ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকবে।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ

এবং সুরক্ষিত মোতি সদৃশ কিশোরেরা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (সূরা তূর : ২৪)

৩. মোশরেকদের নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণকারী কিছু বাচ্চা জান্নাতীদের সেবক হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذُنُوْبٌ يُعَاقَبُوْنَ بِهَا فَيَدْخُلُوْنَ النَّارَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حَسَنَةٌ يُجَارِفُوْنَ بِهَا فَيَكُوْنُوْنَ مِنْ مُلُوْكِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمْ خُدَّامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, মোশরেকদের (নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণকারী) বাচ্চাদের সম্পর্কে, যে তাদের কোন পাপ নেই, যে কারণে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে বা এমন কোন সওয়াবও নেই যার ওসীলায় তারা জান্নাতের বাদশা হবে। তাহলে তাদের কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন : তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে। (আবু নুয়াইম ও আবু ইয়ালা, আলবানী সংকলিত সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ১৪৬৮)

৪. জান্নাতী মহিলারা সর্বপ্রকার প্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (হায়েয, নেফাস ইত্যাদি) এবং অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (রাগ, হিংসা ইত্যাদি) মুক্ত হবে।

وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

তথায় তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা এবং তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। (সূরা বাক্বারা : ২৫)

৫. জান্নাতে প্রবেশকারী মহিলাদেরকে আল্লাহ নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং তারা কুমারী অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে, জান্নাতী মহিলা তার স্বামীর সাথে মিলন হওয়ার পরও চিরকাল কুমারী থাকবে, তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে এবং তারা স্বামীপ্রেমী হবে।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتْرَابًا، لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ـ

নিশ্চয় আমি জান্নাতী রমণীদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, অতপর তাদেরকে করেছি চির কুমারী, কামিনী ও সমবয়স্কা ডান দিকের লোকদের জন্য।

(সূরা ওয়াক্বিয়া : ৩৫-৩৮)

৬. জান্নাতী মহিলারা সৌন্দর্য এবং চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে অতুলনীয় হবে।

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ, অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নি'আমতকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৭০-৭১)

৭. জান্নাতীরা জান্নাতের আনন্দের পূর্ণতা লাভ হবে রমণীদের সাথে মিলনের মাধ্যমে।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ـ

তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা যুখরুফ : ৭০)

৮. ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশকারী নারীরা মর্যাদার দিক থেকে হূরদের তুলনায় অধিক মর্যদাবান হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخْبِرْنِيْ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمِ الْحُوْرُ الْعِيْنُ؟ قَالَ بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَفَضْلِ الظِّهَارِ عَلَى الْبِطَانَةِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَاذَا؟ قَالَ بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِ هِنَّ، وَعِبَادَةِ هِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! বলুন, পৃথিবীর নারীরা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা? তিনি বললেন : বরং পৃথিবীর নারীরা হুরদের চেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাহিরের দিকটি ভিতরের দিকের চেয়ে উত্তম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এটা কেন? তিনি বললেন : তাদের সালাত রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের কারণে যা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। (ত্বাবারানী, মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, ৪১৭-৪১৮ পৃষ্ঠা)

৯. জান্নাতের নারীরা যদি একবার দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জায়গা আলোকময় হয়ে যাবে। জান্নাতের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমস্ত নি'আমত থেকে মূল্যবান।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَائَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পথে বের হওয়া, পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছু থেকে উত্তম। যদি জান্নাতী রমণীদের মধ্য থেকে কোন রমণী পৃথিবীতে উঁকি দিত, তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু আলোক উজ্জ্বল হয়ে যেত। আর সমস্ত জায়গাকে সুগন্ধিতে ভরে দিত, জান্নাতের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমস্ত নি'আমত থেকে মূল্যবান। (বুখারী, মিশকাতুল মাসাবিহ, বাব সিফাতিল জান্না ওয়া আহলিহা, আল ফাসলুল আওয়াল)

১০. জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীর বিয়ে আদম সন্তানদের থেকে দু'জন মহিলার সাথে হবে। জান্নাতী মহিলারা একই সাথে সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করে সজ্জিত হবে, যা এত উন্নতমানের হবে যে, এর ভিতর দিয়ে তাদের শরীর দেখা যাবে। মহিলারা এত সুন্দর হবে যে, তাদের শরীরের ভিতরের হাড্ডির মজ্জা বাহির থেকে দেখা যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلٰى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ

الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلٰى مِثْلِ اَحْسَنَ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلٰى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশের আলোকময় কোন তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর জোড়া করে কাপড় পরিধান করে থাকবে। আর ঐ কাপড় এত পাতলা হবে যে এর মধ্যদিয়ে পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্না– ২/২০৫৭)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকেরা পরস্পরে ফখর করতে ছিল বা বলছিল যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে না মহিলার সংখ্যা। আবু হুরাইরা (রা) বললেন : আবুল কাসেম ﷺ কি বলেন নি যে, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশে আলোকময় কোন তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। এদের পায়ের গোছার হাড্ডির মধ্যদিয়ে তাদের পায়ের গুচ্ছের মজ্জা দেখা যাবে।(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাত নায়ীমিহা)

১১. জান্নাতে প্রবেশকারী রমণীরা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদেরকে গ্রহণ করবে। তবে এর জন্য শর্ত হল এই যে, স্বামীকেও জান্নাতী হতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অন্য কোন জান্নাতীর সাথে বিয়ে দিবেন।

যে মহিলাদের পৃথিবীতে একাধিক স্বামী ছিল ঐ রমণীদেরকে তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদের মধ্য থেকে কোন একজনকে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْاَةُ مِنَّا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْاَرْبَعَةَ فَتَمُوْتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُوْنَ مَعَهَا مَنْ يَّكُوْنُ زَوْجُهَا؟ قَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ اِنَّهَا تُخَيَّرُ

فَتَخْتَارُ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ ؟ إِنَّ هٰذَا كَانَ أَحْسَنُهُمْ مَعِىْ خُلُقًا فِىْ دَارِ الدُّنْيَا فَزَوِّجْنِيْهِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের মধ্য থেকে কোন কোন মহিলা পৃথিবীতে একাধিক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, মৃত্যুর পর যদি ঐ মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করে এবং তার সব স্বামীরাও যদি জান্নাতে প্রবেশ করে তাহলে এদে মধ্য কোন ব্যক্তি তার স্বামী হবে। নবী ﷺ বললেন : হে উম্মে সালামা! ঐ মহিলা তার স্বামীদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে বাছাই করবে। আর সে নিঃসন্দেহে উত্তম চরিত্রের অধিকারী স্বামীকেই বেছে নিবে। মহিলা আল্লাহর নিকট আরয করবে যে, হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালো চরিত্র নিয়ে আমার সাথে চলেছে, অতএব তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিন। হে উম্মে সালামা! উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের মধ্যে উত্তম। (ত্বাবারানী, আন নিহায়া লি ইবনে কাসীর, ফিল ফিতন ওয়াল মালাহেম, ২য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

২০. হুরেইন

১. জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের ন্যায় হুরেইনও একটি নিয়ামত হবে। কোন কোন হুরেইন ইয়াকুত ও মুক্তার ন্যায় লাল হবে। অতুলনীয় সুন্দরের সাথে সাথে হুরেইনরা সতিত্ব ও লজ্জাশীলতায়ও তারা নিজেরা নিজেদের তুলনা হবে। মানব হুরদেরকে ইতোপূর্বে অন্য কোন মানুষ স্পর্শ করে নি, জ্বিন হুরদেরকেও ইতোপূর্বে অন্য কোন জ্বিন স্পর্শ করে নি।

فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

তথায় থাকবে আয়তনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ! অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৫৬-৫৯)

নোট : উল্লেখ্য, মোমেন ও সৎ মানুষের ন্যায় মোমেন ও সৎ জ্বিনেরাও জান্নাতে যাবে। ওখানে যেমন মানব পুরুষের জন্য মানব নারী ও মানব হুর থাকবে তেমনি পুরুষ জ্বিনের জন্যও নারী জ্বিন হুর থাকবে। অর্থাৎ মানুষের জন্য তার সমজাতীয় এবং জ্বিনের জন্যও তার সমজাতীয় জোড়া থাকবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)

২. হুরেরা এতটা লজ্জাশীল হবে যে, স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্য কারো দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। হুরেরা ডিমের ভিতর লুক্কায়িত পাতলা চামড়ার চেয়েও অধিক নরম হবে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ـ

তাদের নিকট থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীগণ যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (সূরা সাফ্‌ফাত : ৪৮-৪৯)

৩. জান্নাতের হুরেরা সুন্দর লাজুক চক্ষু বিশিষ্ট, মোতির ন্যায় সাদা এবং স্বচ্ছতা ও রং এত নিখুঁত হবে যেন সংরক্ষিত স্বর্ণালংকার।

وَحُورٌ عِينٌ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ

সেখানে থাকবে আয়তনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, তারা যা কিছু করত তার পুরস্কারস্বরূপ। (সূরা ওয়াক্বিয়া : ২২-২৪)

৪. হুরদের সাথে জান্নাতী পুরুষদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিয়ে হবে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْـئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ ـ

তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পাহানার কর। তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিব। (সূরা তূর : ১৯-২০)

৫. হুরেরা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। সুন্দর মোতির তাঁবুতে রমণীগণ অবস্থান করবে, যেখানে জান্নাতী পুরুষদের সাথে তাদের সাক্ষাত লাভ হবে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ـ

তাদের নিকট থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ! তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। (সূরা সোয়াদ : ৫২-৫৩)

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِى الْخِيَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রহমান : ৭০-৭১)

৬. জান্নাতে স্বীয় স্বামীদেরকে আনন্দদানে হুরদের সঙ্গীত।

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْحُوْرَ الْعِيْنَ لَتُغَنِّيْنَ فِى الْجَنَّةِ يَقُلْنَ نَحْنُ الْحُوْرُ الْحِسَانُ خَبِئْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতে আকর্ষণীয় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা সঙ্গীত পরিবেশন করবে এ বলে :

আমরা সুন্দর এবং সতী ও সৎচরিত্রের অধিকারিণী হুর, আমরা আমাদের স্বামীদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিলাম। (ত্বাবারানী, আলবানী সংকলিত সহীহ জামে আসসাগীর, হাদীস নং ১৫৯৮)

৭. ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের হুরদেরকে আল্লাহ বাছাই করে রেখেছেন।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُؤْذِيَ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَاخِيْلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا ـ

মু'য়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন মহিলা তার স্বামীকে কোন কষ্ট দেয়, তখন আয়তনয়না হুরদের মধ্য থেকে মোমেনের স্ত্রী বলবে যে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, তাকে কষ্ট দিও না, সে অল্প দিনের জন্য তোমার নিকট আছে অতি শীঘ্র সে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে আসবে। (ইবনে মাযাহ, আলবানী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৬৩৭)

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِىْ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتِ ؟ قَالَتْ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক কিশোরী আমাকে অভ্যর্থনা জানাল আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার? সে বলল যে, আমি যায়েদ বিন হারেসার। (ইবনে আসাকের, সহীহ্ আল জামে' আসসগীর, আলবানী, হাদীস নং ৩৩৬১)

২১. জান্নাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

১. জান্নাতে জান্নাতীদের আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে অবস্থান করবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার আবাস। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবা : ৭২)

২. জান্নাতীদেরকে আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সন্তুষ্টির কথা তাদেরকে জানাবেন এবং তাদের সাথে কথা বলবেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ ! فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَالَنَا لَانَرْضٰى يَارَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، فَيَقُوْلُ : اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ : يَارَبِّ اَيُّ شَىْءٍ

أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ؟ فَيَقُوْلُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ জান্নাতীদেরকে বলবেন : হে জান্নাতীরা! তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু ! আমরা তোমার সামনে হাজির, সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আল্লাহ বলবে, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না। তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তোমার সৃষ্টির অন্য কাউকে তা দাও নি। আল্লাহ বলবে, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিব না? জান্নাতীরা বলবে, হে আল্লাহ! এর চেয়ে উত্তম আর কি আছে? আল্লাহ বলবেন : আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। এখন থেকে আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়ীমিহা)

৩. আল্লাহর দীদারের সময় জান্নাতীদের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল থাকবে।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ

সে দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা ক্বিয়ামাহ : ২২-২৩)

৪. জান্নাতে জান্নাতীরা এত স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখবে যেমন ১৪ তারিখের চাঁদকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اِنَّ نَاسًا قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلْ تَضَارُّوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هَلْ تَضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালখকে দেখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ১৪ তারিখের চাঁদ দেখতে কি

তোমাদের কোন সমস্যা হয়? তারা বলল : না, হে আল্লাহর রাসূল। স্বচ্ছ আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? তারা বলল : না। তখন তিনি বললেন : তোমরা এভাবেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) وَهُوَ يَقُوْلُ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ ذَا الْقَمَرِ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ .

জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি ১২ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : অতি শীঘ্রই কোন বাধা ব্যতীত তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। যেমন এ চাঁদকে বিনা বাধায় দেখতে পাচ্ছ। (মুসলিম, কিতাবুল মাসজিদ, ওয়া মাওয়াজিয়িস্‌সালা, বাবা সালাতস্‌সুবহি ওয়াল আসর)

عَنْ صُهَيْبٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا لَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّيْنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِّنَ النَّظْرِ اِلٰى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى .

সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ বলবেন : তোমাদের কি আরো কোন দাবি আছে? তারা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমাদের চেহারাকে আলোকিত করেন নি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি? (এরপর আমরা আর কি দাবি করতে পারি!) এরপর হঠাৎ করে আল্লাহ ও জান্নাতীদের মাঝের পর্দা উঠে যাবে, আর তখন জান্নাতীরা তাদের রবকে সরাসরি দেখবে আর তাদের এ দেখা জান্নাতের সমস্ত নি'আমত থেকে উত্তম হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)

৫. ইহজগতে আল্লাহর দিদার সম্ভব নয়।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ نُوْرٌ اِنِّىْ اَرَاهُ ـ

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি উত্তরে বললেন : তিনি তো নূর আমি তা কি করে দেখব? (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আয্‌যা ওয়া জাল্লা "ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান ওখরা")

عَـنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَـالَ مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى قَالَ رَاٰى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি বা সে দেখেছে ঐ ব্যাপারে। (অর্থাৎ) তিনি জিবরীল (আ)-কে দেখেছেন, তিনি দেখলেন যে, তার ছয় শত পাখা আছে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা "ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান ওখরা")

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى قَالَ رَاٰى جِبْـرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই হে (মুহাম্মদ) তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি (মুহাম্মদ) জিবরীল (আ)-কে দেখেছেন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা "ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান ওখরা)

৬. শেষ বিচারের দিন আল্লাহর দিদার লাভের দুয়া।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسَرٍ (رضى) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْا فِى الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْـرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْـرًا لِّىْ، وَاَسْئَلُكَ خَشْيَـتَكَ فِى

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرٍّ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ۔

আম্মার বিন ইয়াসের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে এ দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টির ওপর তোমার ক্ষমতার উসীলায় তোমার নিকট দোয়া করছি যে, তুমি আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ! আমি দৃশ্য ও অদৃশ্যে তোমাকে ভয় করার তাওফিক লাভের জন্য দোয়া করছি, রাগ ও সন্তুষ্ট উভয় অবস্থায়ই তোমার জন্য একনিষ্ঠ থাকার তাওফিক কামনা করছি। তোমার নিকট এমন নি'আমত কামনা করছি যা কখনো শেষ হবে না। এমন চক্ষু তৃপ্তি কামনা করছি যা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। তোমার সকল ফায়সালার সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক কামনা করছি। মৃত্যুর পর আরামদায়ক জীবন কামনা করছি। আর তোমার চেহারা দেখার স্বাদ আস্বাদনের তাওফিক কামনা করছি। তোমার দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছি। আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন অপারগতা থেকে যা আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর। আর তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন ফেতনা থেকে যা পথভ্রষ্ট করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। আর আমাদেরকে সরল সঠিক পথের পথিকদের অনুসারী কর। (নাসায়ী, কিতাবুসসালা বাব আজ্জিকর বা'দাসসালা)

২২. জান্নাতীদের গুণাবলী

১. জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ

هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে : আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনো পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল আমাদের নিকট সত্য কথা নিয়ে এসেছিল। জান্নাত থেকে একটি আওয়াজ আসবে, তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা আ'রাফ : ৪৩)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (সূরা যুমার : ৭৪)

২. জান্নাতে জান্নাতীদের প্রার্থনা হবে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা" আর তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাতে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলবে। আর প্রত্যেক কথার শেষে "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" পাঠ করবে–

دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

তথায় তাদের প্রার্থনা হল পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ! আর শুভেচ্ছা হল সালাম, আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এ বলে। (সূরা ইউনুস : ১০)

৩. জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতাগণ তাদের জন্য বরকত ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করবে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ـ

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে– তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা যুমার-৭৩)

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট আগমন করবে, বলবে তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা রা'দ- ২৩, ২৪)

৪. স্বয়ং আল্লাহও জান্নাতীদেরকে সালাম দিবেন।

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ۔

করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (সূরা ইয়াসীন-৫৮)

৫. সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের মুখমণ্ডল ১৪ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলটির মুখমণ্ডল আকাশের উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে। জান্নাতে কোন ব্যক্তি অবিবাহিত থাকবে না, প্রত্যেকের কমপক্ষে দু'জন করে সহধর্মিণী থাকবে। জান্নাতীদের মুখমণ্ডল সর্বদা সতেজ ও হাসি-খুশি থাকবে। জান্নাতীরা চিরকাল সুস্থ থাকবে কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। জান্নাতীরা চিরকাল যুবক থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না। তারা চিরকাল জীবিত থাকবে মৃত্যু তাদেরকে কখনো গ্রাস করবে না এবং তারা জান্নাতীরা সর্বদা আনন্দের মাঝে থাকবে কখনো চিন্তিত ও বিচলিত হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَاتَسْقَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا، وَاِنَّكُمْ اَنْ تُشَبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبَاسُوْا اَبَدًا، فَذَالِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : (কিয়ামতের দিন) এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। সর্বদা যৌবনকাল নিয়ে থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা আনন্দে মেতে থাকবে কখনো চিন্তিত হবে না। আর আল্লাহর বাণীরও এ অর্থই "এ সেই জান্নাত যার উত্তরসূরি তোমাদেরকে করা হয়েছে, ঐ আমলের উসীলায় যা তোমরা করছিলে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلاَ يَبْاَسُ لاَتَبْلٰى ثِيَابُهٗ وَلاَ يُفْنٰى شَبَابُهٗ ـ

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে চিরকাল আনন্দে মেতে থাকবে, কখনো চিন্তিত হবে না। তাদের পোশাকও পুরাতন হবে না। না যৌবন শেষ হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা)

৬. জান্নাতীদের পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন দেখা দিবে না, তাদের খানাপিনা ঘাম ও ঢেঁকুরের মাধ্যমে সব হজম হয়ে যাবে। জান্নাতীরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ন্যায় প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَتَمَخَّطُوْنَ وَلاَ يَبُوْلُوْنَ وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ ـ

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা পানাহার করবে কিন্তু থুথু ফেলবে না এবং পায়খানা পেশাবও করবে না। না নাকে পানি আসবে। সাহাবাগণ আরয করল, তাহলে তাদের খাবার কোথায় যাবে? তিনি উত্তরে বললেন : ঢেঁকুর ও ঘামের মাধ্যমে তা হজম হবে। জান্নাতীরা এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করবে যেমন তারা শ্বাস গ্রহণ করে। (মুসলিম, আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, হাদীস নং ৩৬৭)

৭. জান্নাতীরা ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اَلنَّوْمُ اَخُو الْمَوْتِ وَلَايَنَامُ اَهْلُ الْجَنَّةِ ـ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘুম মৃত্যুর ভাই, তাই জান্নাতীদের ঘুম হবে না। (আবু নুআইম, আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, হাদীস নং ৩৬৭)

৮. সমস্ত জান্নাতীদের কাঁধ হবে ষাট হাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ

بَعْدَهٗ حَتَّى الْاٰنَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হবে, (প্রথম মানুষ ষাট হাত ছিল) পরবর্তীতে তারা খাট হতে লাগল শেষ পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা)

৯. জান্নাতীদের চেহারায় দাড়ি-গোঁফ থাকবে না, জান্নাতীদের চোখ অলৌকিকভাবে লাজুক হবে। জান্নাতীদের বয়স ৩০-৩৩ বছরের মাঝামাঝি হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ

الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ اَوْثَلَاثٍ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً ـ

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারায় কোন দাড়ি-গোঁফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ৩০-৩৩ এর মাঝামাঝি। (তিরমিযী, সিফাত আবওয়াবিল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিন্নি আহলিল জান্না– ২/২০৬৪)

১০. জান্নাতীরা যা কামনা করবে তা সাথে সাথেই পূর্ণ হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ اِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ فِىْ سَاعَةٍ وَّاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِىْ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে যদি সন্তান কামনা করে তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব হয়ে যাবে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুয্যুহদ, বাব সিফাতুল জান্না– ২/৩৫০০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اِنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ؟ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اَحَبُّ اَنْ اَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفُ نَبَاتَهُ وَاسْتَوَاهُ وَاسْتَحْصَادَهُ فَكَانَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى دُوْنَكَ يَابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لَايُشْبِعُكَ شَيْئٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ وَاللّٰهِ لَاتَجِدُهُ اِلاَّ قُرَيْشًا اَوْ اَنْصَارِيًا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ وَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ الزَّرْعِ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একদা তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন আর তাঁর পাশে একজন গ্রাম্য লোক বসা ছিল, তিনি বললেন : জান্নাতীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার প্রভুর নিকট কৃষি কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি যা চাচ্ছ তা কি তোমার নিকট নেই? জান্নাতী বলবে, কেন সবই আছে, কিন্তু কৃষি কাজ আমার পছন্দনীয়, তাই আমি তা করতে চাই। তখন ঐ ব্যক্তি জমিনে বীজ বপন করবে, মুহূর্তের মধ্যেই তা ফলে আসবে এবং কাটার উপযুক্ত হয়ে যাবে। বরং পাহাড় সমান ফসল হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম সন্তান! এখন খুশি হও, তোমার পেট কোন কিছুতেই ভরবে না। গ্রাম্য লোকটি বলল : আল্লাহর কসম! এ লোকটি অবশ্যই কোরাইশ বা আনসারদের মধ্য থেকে হবে, কেননা তারাই কৃষিকাজ করে,

আমরা কখনো কৃষি কাজ করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে মুচকি হাসলেন। (বুখারী, কিতাবুল মাযরায়া)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَصِلُ اِلٰى نِسَائِنَا فِى الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِى الْيَوْمِ اِلٰى مِائَةِ عَذْرَاءَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করব? তিনি বললেন : এক ব্যক্তি প্রতিদিন একশ কুমারী নারীর নিকট গমন করবে। (আবু নু'আইম, আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, ১ম খণ্ড হাদীস নং ১০৮৭)

১১. আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাতী ও জাহান্নামীর হার হাজারে মাত্র একজন জান্নাতে প্রবেশ করবে, বাকি ৯৯৯ জন যাবে জাহান্নামে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ، قَالَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ) قَالَ فَاشْتَدَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيْنَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ اَلْفًا وَّمِنْكُمْ رَجُلٌ ـ

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ বলবেন, হে আদম! আদম (আ.) বলবে : হে আল্লাহ! আমি তোমার আনুগত্যে উপস্থিত, আর সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতেই, তখন আল্লাহ বলবেন : সৃষ্টির মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। আদম বলবে : জাহান্নামীদের সংখ্যা কত? আল্লাহ বলবেন : এক হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন। নবী

করীম ﷺ বলেন : এটা ঐ সময় যখন বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, আর গর্ভধারিণীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে, আর তুমি লোকদেরকে দেখে বেহুঁশ বলে মনে করবে, অথচ তারা বেহুঁশ নয়, বরং আল্লাহর আযাব এত কঠিন হবে যে, লোকেরা হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন : একথা শুনে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেল, আর বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাহলে আমাদের মধ্যে এমন সৌভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : আশান্বিত হও। ইয়া'জুজ মা'জুজের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, ৯৯৯ জন তাদের মধ্য থেকে হবে আর অবশিষ্ট একজন তোমাদের মধ্য থেকে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কাউনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না)

জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ হবে সমস্ত নবীদের উম্মত।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةَ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ ـ

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতীদের একশ বিশটি কাতার হবে, যার মধ্যে আশি কাতার হবে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত। আর বাকি চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মত। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায় কাম সফ আহলিল জান্না–২/২০৬৫)

১২. জান্নাতীদের অর্ধেক সংখ্যক হবে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ مَا الْمُسْلِمُوْنَ فِى الْكُفَّارِ اِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَسْوَدَ اَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَبْيَضَ ـ

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কি এতে খুশি নও যে, জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের মধ্য থেকে হবে? একথা শুনে আমরা আনন্দে আল্লাহু আকবার বললাম। অতপর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি এতে খুশি নও যে, জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে? আমরা আনন্দে আবারো আল্লাহু আকবার বললাম। আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আশা করছি যে, জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে, আর এর কারণ এই যে, কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমন যেমন কাল চুল বিশিষ্ট এক শরীরে একটি সাদা চুল, বা সাদা চুল বিশিষ্ট শরীরে একটি কাল চুল। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কাওনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না)

নোট- : প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ হবে বলেছেন আর পরবর্তী হাদীসে বলেছেন অর্ধেক, মূলত উভয় হাদীসের মাধ্যমে জান্নাতে উম্মতে মুহম্মাদীর সংখ্যাধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য। (আল্লাহ্ ই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে।

১৩. প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো এক হাজার করে (অর্থাৎ ৪৯ লক্ষ) লোক মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তিন লুফ পূর্ণ (যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ ই ভালো জানেন) মানুষ ও উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ اَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ ،مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّىْ ـ

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার প্রতিপালক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে ও শাস্তিহীনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আর এ প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক জান্নাতে যাবে। এর সাথে আরো আল্লাহ্র তিন লুফপূর্ণ লোক জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাবা মাযয়া ফিশশাফায়া– ২/১৯৮৪)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَيَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَلاَيَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكْشَةُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَنْ تَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ ـ

ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সৌভাগ্যবানরা কারা? তিনি বললেন : তারা ঐ সমস্ত লোক যারা কোন দিন (অসুস্থতার কারণে) কোন চিকিৎসা বা ঝাড় ফুঁকের বা ছেঁক দেয়ার ব্যবস্থা করে নি। বরং তারা শুধু তাদের রবের ওপর ভরসা করে থাকে। উক্বাশা (রা) বললেন : হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য দোয়া করুন আমিও যেন তাদের একজন হতে পারি। নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি তাদের একজন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব দলীল আলা দুখুল ত্বয়েফা মিনাল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّهِيْطُ وَالنَّبِىُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ اِذْ رُفِعَ لِىْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ اِنَّهُمْ اُمَّتِىْ فَقِيْلَ لِىْ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ الْاٰخَرِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيْ هٰذِهٖ اُمَّتُكَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমার সামনে বিভিন্ন নবীর উম্মতদেরকে পেশ করা হল, কোন কোন নবী এমন ছিল যাদের সাথে দশজন লোকও ছিল না। আবার কোন কোন নবীর সাথে এক বা দুজন লোক ছিল, আবার কোন কোন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। এমতাবস্থায় আমার সামনে এক বিশাল জনসমুদ্র আসল, আমি ভাবলাম, তারা আমার উম্মত, কিন্তু আমাকে বলা হল যে এ হল মূসা (আ) এবং তাঁর উম্মত। আমাকে বলা হল আপনি আকাশের এক দিকে লক্ষ্য করুন, আমি দেখতে পেলাম

সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। অতঃপর আমাকে বলা হল আপনি আকাশের অন্য দিকে লক্ষ্য করুন, আমি দেখলাম সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। তখন আমাকে বলা হল– এরা হল আপনার উম্মত। যাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে এবং শাস্তিহীনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব দলীল আলা দুখুল ত্বয়েফা মিনাল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব)

২৩. জান্নাতে প্রবেশকারী আমলসমূহ কঠিন

১. জান্নাত কঠিন এবং মানুষের মন তিক্তকারী আমল দ্বারা আবৃত রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِبْرِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُّ لاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَجَاءَهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهِ قَالَ وَعِزَّتِكَ لاَيَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا فَاَمَرَبِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَانْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُّ لاَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَاِذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خُفْتُ اَنْ لاَيَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ اِلَى النَّارِ فَانْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُّ لاَهْلِهَا فِيْهَا فَاِذَا هِىَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ اِلَيْهِ، فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَاَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَيَنْجُوَمِنْهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন জিবরীল (আ)-কে জান্নাতের দিকে পাঠালেন এবং বললেন : জান্নাত এবং জান্নাতীদের জন্য যে নেয়ামত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। জিবরীল (আ) এসে তা দেখলেন এবং জান্নাত ও জান্নাতীদের জন্য যে নেয়ামত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে

তা দেখল। এরপর আল্লাহর নিকট আসল এবং বলল তোমার ইয্যতের কসম! যেই এর কথা শুনবে সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে জান্নাতকে কষ্টকর আমলসমূহ দিয়ে ঢেকে দাও। এরপর আল্লাহ্ জিবরীল (আ)-কে দ্বিতীয় বার নির্দেশ দিলেন তুমি আবার জান্নাতে যাও এবং জান্নাতীদের জন্য আমি যে নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। জিবরীল যখন গেল তখন জান্নাত কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢাকা ছিল, তখন সে আল্লাহ্র নিকট ফিরে এসে বলল : তোমার ইয্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন জাহান্নামের দিকে যাও এবং জাহান্নামীদের জন্য আমি যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো যে, কিভাবে তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে।

জিবরীল সব কিছু দেখে ফিরে এসে বলল : তোমার ইয্যতের কসম! এমন কোন লোক হবে না যে তার সম্পর্কে শোনবে অথচ সেখানে সে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, জাহান্নামকে মনের কামনা দিয়ে ঢেকে দাও। আল্লাহ্ জিবরীলকে দ্বিতীয়বার বললেন : তুমি আবার যাও, তখন জিবরীল দ্বিতীয় বার গেল এবং সব কিছু দেখে এসে বলল : তোমার ইয্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে, এখন এখান থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্তি পাবে না, সবাই সেখানে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল জান্না, মাযায়া ফি আন্নাল জান্না হুফফাত বিল মাকারিহ্– ২/২০৭৫)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাত কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে, আর জাহান্নাম মনের কামনা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়িমিহা)

২. জান্নাত পেতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنِ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ভয় করেছে সে পালিয়েছে, আর যে পালিয়েছে সে লক্ষস্থলে পৌঁছেছে। জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান। জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান, আর জেনে রেখ আল্লাহর সম্পদ হল জান্নাত। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা– ২/১৯৯৩)

৩. নি'আমতে ভরপুর জান্নাত অন্বেষণকারী পৃথিবীতে কখনো নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (رض) رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে কখনো ঘুমাতে দেখি নি। আর জান্নাত অন্বেষণকারীকেও কখনো ঘুমাতে দেখি নি। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুন ন্নার, বাব ইন্না লিন্নারি নফসাইন– ২/২০৯৭)

৪. পরকালে মর্যাদা ও পুরস্কৃত হওয়ার আমলসমূহ পার্থিব দিক থেকে তিক্ত।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْاٰخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الْاٰخِرَةِ ـ

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : পৃথিবীর মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা। পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা। (আহমদ ও হাকেম, সহীহ আলজামে' আসসাগীর লি আলবানী, ৩য় খণ্ড হাদীস নং ৩১৫০)

মু'মিনের জন্য দুনিয়া বন্দিখানা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : পৃথিবী মু'মিনের জন্য বন্দিখানার ন্যায় আর কাফেরের জন্য জান্নাতের ন্যায়"। (মুসলিম, কিতাবুয্যুহদ)

২৪. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِيْتُ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ؟ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ! فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ لَا اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচারের দিন আমি (সর্বপ্রথম) জান্নাতের দরজার সামনে আসব এবং তা খুলতে বলব, দ্বার রক্ষী (ফেরেশতা) বলবে কে তুমি? আমি বলব : মুহাম্মদ, তখন সে বলবে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আর কারো জন্য দরজা না খুলতে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশশাফায়া)

আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচারের দিন সবচেয়ে বেশি উম্মত আমার হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলার জন্য নক (খটখট) করব। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশশাফায়া)

২. আবু বকর ও ওমর (রা) ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ طَلَعَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، يَا عَلِىُّ لَاتُخْبِرْهُمَا ـ

আলী বিন আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আবু বকর ও ওমর (রা) চলে আসল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সরদার হবে, চাই তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী রাসূলগণ ব্যতীত। হে আলী! তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিও না। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু বকর সিদ্দীক- ৩/২৮৯৭)

৩. হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সরদার হবে যারা যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতী যুবকদের সরদার হবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ আল হাসান ওয়াল হুসাইন)

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে 'আশারা মুবাশ্‌শারা' বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান বিন আওফ জান্নাতী, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান বিন আওফ- ৩/২৯৪৬)

৫. খাদীজা (রা)-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতে একটি গৃহের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ بَشَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজা (রা)-কে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল, খাদীজা)

৬. আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ زَوْجَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاَنْتِ زَوْجَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হবে? আয়েশা বলল, কেন নয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী। (হাকেম, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং ১১৪২)

৭. তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকেও নবী কারীম ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। বেলাল (রা)-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَاَيْتُ امْرَاَةَ اَبِيْ طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِيْ فَاِذَا بِلَالٌ.

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হল, আমি আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে সেখানে দেখতে পেলাম, অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোন মানুষের চলার আওয়াজ পেলাম, হঠাৎ দেখলাম বেলাল (রা)-কে। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল উম্মে সুলাইম)

৮. তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রা)-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنِ الزُّبَيْرِ (رضـ) قَالَ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ نَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجِبَ طَلْحَةُ ـ

যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই জোড়া পোশাক পরিধান করেছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে ছিলেন কিন্তু তিনি তাতে চড়তে পারছিলেন না। তখন তিনি তালহা (রা)-কে তাঁর নিচে বসালেন এবং তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাতে চড়লেন। যুবায়ের বলেন এ সময় আমি নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব আবু মুহাম্মদ তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ– ৩/২৯৩৯)

৯. বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীরা জান্নাতী।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বদরের যুদ্ধে এবং হুদাবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী কোন লোক জাহান্নামী হবে না। (আহমদ, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং ২১৬০)

নোট : হুদাবিয়ার সন্ধি ৬ হি: যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়, সাহাবাগণ হুদায়বিয়ার ময়দানে একটি গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে হাত রেখে তাঁর আনুগত্যে জীবন দেয়ার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করে। আর ঐ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবাকে আসহাবুসশাজারা বলা হয়।

১০. মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী খাদিজা, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে।

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা, খাদিজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া। (তাবরানী, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং ১৪৩৪)

১১. যায়েদ বিন আমর (রা) জান্নাতী।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَاَيْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ دَرَجَتَيْنِ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের দুটি স্তর দেখতে পেলাম। (ইবনে আসাকের, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং ১৪০৬)

১২. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রা) জান্নাতী

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا جَابِرُ اَلاَ اُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَبِيْكَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ اُعْطِيْكَ قَالَ يَارَبِّ تُحْيِيْنِىْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّىْ اِنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ قَالَ يَارَبِّ فَابْلِغْ مِنْ وَّرَائِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আবদুল্লাহ বিন হারাম (রা) শহীদ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে জাবের! আমি কি তোমাকে ঐ কথা বলব না, যা আল্লাহ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন? আমি বললাম : কেন নয়? তিনি বললেন : আল্লাহ কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে কোন পর্দা ব্যতীত কথা বলেছেন এবং ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি যা চাওয়ার তা চাও, আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বলছে, হে আমর রব! আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত কর, যাতে আমি তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি।

আল্লাহ বললেন : আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বলল : হে আমার রব! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দাও যে, (আমি দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম) তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পালনকর্তার নিকট রিযিক প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান- ১৬৯) (ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা লি আলবানী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২২৫৮)

১৩. আম্মার বিন ইয়াসার এবং সালমান ফারেসী (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ اِلٰى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ (رضـ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত, আলী, আম্মার, সালমান (রা)। (হাকেম, সহীহ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ১৫৯৪)

১৪. জাফর বিন আবু তালেব এবং হামজা (রা) জান্নাতী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَاِذَا جَعْفَرُ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَاِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلٰى سَرِيْرٍ ـ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, জাফর

ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামজা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। (ত্বাবারানী, সহীহ্ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৫৮)

১৫. যায়েদ বিন হারেসা (রা) জান্নাতী।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِىْ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ؟ قَالَتْ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ـ

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করতেই আমাকে এক যুবতী স্বাগতম জানাল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য? সে বলল : যায়েদ বিন হারেসার জন্য। (ইবনে আসাকের, সহীহ্ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৬১)

১৬. গুমাইসা বিনতে মিলহান (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَىَّ فَقُلْتُ مَاهٰذِهِ الْخَشْفَةُ فَقِيْلَ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتِ مِلْحَانَ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সামনে কারো চলার আওয়াজ পেলাম। আমি (জিবরীলকে) জিজ্ঞেস করলাম এ কিসের আওয়াজ? আমাকে বলা হল যে এটা গুমাইসা বিনতে মিলহানের চলার আওয়াজ। (আহমদ, সহীহ্ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৬৩)

নোট : উল্লেখ্য যে, গুমাইসা বিনতে মিলহানের শ্বশুর ও ছেলে ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল, আর তাই হারাম বিন মিলহান বি'রে মাউনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিল। আর সে নিজে কুবরুস দ্বীপে আক্রমণ করে প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর ঐ সফরেই তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন।

১৭. হারেসা বিন নো'মান (রা) জান্নাতী।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا حَارِثَةُ بْنُ نُعْمَانَ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে ক্বেরাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে? ফেরেশতা উত্তরে বলল : হারেসা বিন নো'মান। একথা শুনে তিনি বললেন : এটিই নেকীর প্রতিদান এটিই নেকীর প্রতিদান। (হাকেম, সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৬৬)

১৮. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْلَمُ اَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَقَالَ الْمُهٰجِرُوْنَ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُوْنَ فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ اَوَقَدْ حُوْسِبْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ بِاَىِّ شَىْءٍ نُحَاسَبُ؟ وَاِنَّمَا كَانَتْ اَسْيَافُنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى مِتْنَا عَلٰى ذَالِكَ؟ قَالَ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيَقِيْلُوْنَ فِيْهِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ ـ

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা কি জান যে, আমার উম্মতের মধ্যে কোন দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? আমি বললাম : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন : মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীরা শেষ বিচারের দিন জান্নাতের দরজায় আসতেই তাদের জন্য দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দারওয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের হিসাব নিকাশ হয়ে গেছে? তখন তারা বলবে কিসের হিসাব? আমাদের তরবারী আল্লাহর পথে আমাদের কাঁধে ছিল আর ঐ অবস্থায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তখন জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে, আর তারা অন্যদের জান্নাতে প্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে সেখানে প্রবেশ করে আনন্দ করতে থাকবে। (হাকেম, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং ৮৫২)

১৯. ইবনে দাহদাহ (রা) জান্নাতী।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِبْنِ دَحْدَاحٍ ثُمَّ اُتِىَ بِفَرَسٍ عُرْىٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهٖ

وَنَحْنُ نَتْبَعُهُ نَسْعٰى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَمْ مِنْ عَذْقٍ مُعَلَّقٍ اَوْ مُدْلٰى فِى الْجَنَّةِ لِاِبْنِ الدَّحْدَاحِ ـ

জাবের বিন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে দাহদার জানাযার সালাত পড়ানোর পর তাঁর পাশে উন্মুক্ত পিঠ বিশিষ্ট একটি ঘোড়া আনা হল, এক ব্যক্তি তা ধরল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি তখন ভয়ে ভীত হয়ে বলতে লাগল, আমরা আপনার পিছনে পিছনে চলতে ছিলাম। হঠাৎ লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল যে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইবনে দাহদার জন্য জান্নাতে কত ফল ঝুলছে। (মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাব রকুবুল মুসাল্লি আলা আল জানাযা ইয়া ইনসারাফা)

২০. উম্মুল মু'মেনীন হাফসা (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِبْرِيْلُ رَاجِعْ حَفْصَةَ فَاِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَاِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জিবরীল আমাকে বলেছে যে, আপনি হাফসা (রা) থেকে প্রত্যাবর্তন করুন, কেননা সে অধিক রোযাদার ও অধিক নফল সালাত আদায়কারী এবং সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী। (হাকেম, সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৪৭২৭)

২৫. জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের গুণাবলী

১. নরম দিল, খোশ মেজাজ, সর্বদা আল্লাহ ভীতু কারো কোন ক্ষতিকারী নয় এমন ধৈর্যশীল ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ مِثْلَ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখির অন্তরের ন্যায়। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা)

২. জান্নাতে গরীব-মিসকীন, ফকীর পরমুখাপেক্ষী দুর্বল লোকদের সংখ্যাধিক্য।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا بَلٰى قَالَ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٌ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَاُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ـ

হারেসা বিন ওহাব (রা) নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের গুণাবলীর কথা বলব না? সাহাবাগণ বলল : হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন : প্রত্যেক দুর্বল, লোক চোখে হেয়, কিন্তু সে যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম করে তাহলে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের কথা বলব না? তারা বলল, বলুন। তিনি বললেন : প্রত্যেক ঝগড়াকারী, দুশ্চরিত্র, অহংকারী ব্যক্তি। (মুসলিম)

৩. নরম দিল, ভদ্র, খোশ মেজাজ ও প্রত্যেক ভালো ব্যক্তি যাকে চিনে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ النَّاسِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নরম অন্তর ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম। (আহমেদ)

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّاْبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে ঐ সব লোক ব্যতীত

যারা জান্নাতে যেতে চায় না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কে জান্নাতে যেতে চায় না? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানী করে সে জাহান্নামী। (বুখারী, কিতাবুল ইতে'সাম বিল কিতাবি ওয়াস্সুন্ন। বাব ইকতেদা বি সুনানি রাসূলিল্লাহ)

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি প্রতিদিন বার রাক'আত সালাত (ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত, জোহরের পূর্বে চার রাকআত, পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত সুন্নাত) আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضـ) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ اِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রী, উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরজ ব্যতীত বার রাক'আত নফল সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (মুসলিম, কিতাব সালাতুল মুসাফেরীন, বাব ফযলু সুনানিরত্মাতিবা)

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْنِيْنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رِحْمِكَ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ بِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলেন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন : আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। সালাত কায়েম

কর, যাকাত আদায় কর, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে যা করতে বলা হল যদি সে এর ওপর আমল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ানুল ঈমান আল্লাযী ইয়াদখুলুল জান্নাহ)

৭. চরিত্রবান, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক পরিমাণে নফল রোযা আদায়কারী ও অন্যকে খাদ্য দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ اِلَيْهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ؟ قَالَ هِىَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ـ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছু দেখা যাবে, আবার বাহির থেকে ভিতরের সব কিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ঘর কার জন্য? তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তির জন্য যে ভালো কথা বলে, অন্যকে আহার করায়, অধিক পরিমাণে নফল রোযা রাখে, আর যখন লোকেরা আরামে নিদ্রারত থাকে তখন উঠে সালাত আদায় করে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত গুরাফিল জান্না– ২/২০৫১)

৮. ন্যায়পরায়ণ বাদশা, অপরের প্রতি অনুগ্রহকারী, নরম অন্তর, কারো নিকট কোন কিছু চায় না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ خُطْبَتِهِ وَاَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْسُلْطَانٍ مُقْسِطٍ مُتَصَدِّقٍ وَمُوَافِقٍ رَجُلٍ رَحِيْمٍ رَقِيْقِ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٍ مُتَعَفِّفٍ ذُوْعِيَالٍ ـ

ইয়াজ বিন হিমার মাজাসেয়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ

বাদশা, সত্যবাদী, নেক আমলকারী, আর ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে দয়া করে। ঐ ব্যক্তি যে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং বিনা প্রয়োজনে কারো নিকট কোন কিছু চায় না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা, বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার)

৯. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনায় আনন্দ অনুভবকারী, ইসলামকে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় দ্বীন হিসেবে বিশ্বাসকারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ

رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلاَمِ دِیْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ ۔

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার– ১/১৩৫৩)

১০. দুই বা দুয়ের অধিক কন্যাকে সুশিক্ষা দানকারী এবং বালেগা হওয়ার পর তাদেরকে সুপাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ

جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ ۔

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, শেষ বিচারের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এক সাথে উপস্থিত হব, একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন (যে এভাবে)। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলল ইহসান ইলালবানাত)

১১. ওজুর পর দুই রাক'আত নফল সালাত (তাহিয়্যাতুল ওজু) রীতিমত আদায়কারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلاَلٍ صَلاَةَ

الْغَدَاةِ يَابِلاَلُ حَدِّثْنِیْ بِاَرْجٰی عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِی الاِسْلاَمِ

مَنْفَعَةً فَاِنِّیْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَیَّ فِی الْجَنَّةِ قَالَ

بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِى الْاِسْلَامِ اَرْجٰى عِنْدِىْ مَنْفَعَةً مِنْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا تَامًّا فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ফজরের সালাতের পর বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার এমন কি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পেয়েছি। বেলাল (রা) বলল : আমি এর চেয়ে অধিক কোন আমল তো দেখছি না যে, দিনে বা রাতে যখনই আমি ওজু করি তখনই যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন ততটুকু নফল সালাত আমি আদায় করি। (বুখারী ও মুসলিম, মুখতাসার সহীহ মুসলিম লি আলবানী, হাদীস নং ১৬৮২)

১১. যথাযথ সালাতী ও স্বামীর অনুগত স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّتِ الْمَرْاَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا اُدْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে শেষ বিচারের দিন তাকে বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। (ইবনে হিব্বান, সহীহ আল জামে আসসাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আলবানী, ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৭৩)

১৩. আম্বিয়া, শহীদ, ঈমানদারদের নবজাতক শিশু মৃত্যুবরণকারী এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান (অন্ধকার যুগে যা করা হতো) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ حَسْنَا بِنْتِ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَنْ فِى الْجَنَّةِ؟ قَالَ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَلِيْدُ فِى الْجَنَّةِ ـ

হাসনা বিনতে মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আমার চাচা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, কোন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : নবীরা জান্নাতী, শহীদরা জান্নাতী, (মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু জান্নাতী, (অন্ধকার যুগে)) জীবন্ত প্রোথিত শিশু জান্নাতী।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি ফজলিশশুহাদা– ২/২২০০)

১৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ۔

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছে যতক্ষণ কোন উটের দুধ দোহন করতে সময় লাগে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (তিরমিযী, আবওয়াব ফজলুল জিহাদ, বাবা মা যায়া ফিল মুজাহিদ ওয়াল মুকাতিব, ওয়ান্নাকেহ– ২/১৩৫৩)

১৫. মুত্তাকী এবং চরিত্রবান জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ قَالَ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ ۔

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমলের কারণে সর্বাধিক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) ও উত্তম চরিত্র। (তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক)

১৬. ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهٖ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ۔

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইয়াতীমের লালন-পালনকারী, চাই ইয়াতীম তার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় ও আমি জান্নাতে এ দু' আঙ্গুলের ন্যায় এ বলে তিনি তাঁর দু' আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকব। ইমাম মালেক (র) শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইশারা করে দেখিয়েছেন। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ, বাব ফজলুল ইহসান ইলা আল আরমিলা ওয়াল মিসকীন ওয়াল ইয়াতীম)

১৭. যার হাজ্জ কবুল হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয়, পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফ্ফারা আর কবুল হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। (বোখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ওমরা, বাব ওজুবুল ওমরা ওয়া ফজলুহা)

১৮. মসজিদ নির্মাণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ ـ

ওসমান বিন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবেন। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ, বাব ফজলু বিনায়িল মাসজিদ)

১৯. লজ্জাস্থান ও জিহ্বা সংরক্ষণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার দাড়ি ও গোঁফের মধ্যবর্তীস্থান (মুখ এবং উভয় পায়ের

মধ্যবর্তী স্থান (লজ্জাস্থান) সংরক্ষণের জিম্মা গ্রহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মা গ্রহণ করব। (বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব হিফজুল লিসান)

২০. প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فُلاَنَةٌ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنَةٌ تُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ وَتُصَدِّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلاَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ওমুক নারী দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, নবী কারীম ﷺ বললেন : সে জাহান্নামী। অতঃপর সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যে, অন্য এক নারী শুধু ফরয সালাত আদায় করে, আর পনিরের এক টুকরা করে তা দান করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন : সে জান্নাতী। (আহমদ, তামামুল মিন্না বিবায়ানিল খিসাল আল মুওজিবা বিল জান্না, হাদীস নং ১৩৬)

২১. আল্লাহর নিরানব্বই নাম মুখস্তকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا اَوْ مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম, আললু'লু ওয়াল মারজান। ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৭১৪)

২২. কুরআনের হেফাজতকারী জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اِقْرَاْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَءُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ اٰيَةٍ دَرَجَةً حَتّٰى يَقْرَءَ اٰخِرَ شَىْءٍ مَعَهُ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কুরআন সংরক্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে তখন তাকে বলা হবে কুরআন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে একেক স্তর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত (মুখস্তকৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, আবওয়াবুজজিকর, বাব সাওয়াবুল কুরআন– ২/৩০৪৭)

২৩. বেশি বেশি সালাম বিনিময়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে মানবমণ্ডলী! সালাম বিনিময় কর, মানুষকে আহার করাও, যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, অনুচ্ছেদ নং ১০/২০১৯)

২৪. রুগী দেখাশোনাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِىْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রুগীর দেখাশোনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে থাকে। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলু ইয়াদাতির মারিজ)

২৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দুআ, বাব ফযলুল ইজতিমা' আলা তিলাওয়াতিল কুরআন)

২৬. সকাল-সন্ধ্যা সাইয়েদুল ইস্তেগফার পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىْ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

সাদ্দাদ বিন আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাইয়েদুল ইস্তেগফার হল "আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, খালাকতানী, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা, ওয়া ওয়দিকা মাস্তাতা'তু আউজুবিকা মিন সাররি মা সানা'তু, আবুউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, আবুও বিজানবি, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুজুনুবা ইল্লা আন্তা।

হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা, আর আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহসমূহ স্বীকার করছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি ব্যতীত গুনাহ্ মাফকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি একীনসহ এ দুয়া দিনের বেলায় পাঠ করে, আর সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতী, আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা একীনসহ এ দোয়া পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সেও জান্নাতী। (বোখারী, মুখতাসার সহী বুখারী লি যুবাইদী, হাদীস নং ২০৭০)

২৭. যার চোখ অন্ধ হয়ে যায় আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আল্লাহ্ বলেন : আমি যখন আমার কোন প্রিয় বান্দাকে তার দুটি প্রিয় অঙ্গ (চোখ দ্বারা) পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। (বোখারী, কিতাবুল মারাজ, বাব ফজলু মান জাহাবা বাসারুহু)

২৮. পিতা-মাতার সেবাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاَيْهِمَا

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, যে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের কোন একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তাকদীম বিররুল ওয়ালিদাইন আলা তাতাউ' বিসসালা)

২৯. মুসলমানদের কোন কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّجَرَةَ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে ছিল, তখন এক ব্যক্তি এসে তা কেটে দিল, এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করল। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফজলু ইযালাতিল আযা মিনাত্তারীক)

৩০. রোগে ধৈর্যধারণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ لِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) اَلاَ اُرِيْكَ اِمْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ، قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةَ، وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتِ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيْكَ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ تَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ لاَّ اَتَكَشَّفَ فَدَعَالَهَا ـ

আতা বিন রাবাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী রমণী দেখাব না? আমি বললাম, কেন নয়, তিনি এক মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : গতকাল যে মহিলাটি নবী কারীম ﷺ এর নিকট এসে বলল যে, আমি মিরগী রুগী, আর এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, তাই আপনি কি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করেন? তিনি বললেন : যদি তুমি চাও তাহলে ধারণ কর আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাকে সুস্থ করবে। আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য দোয়া করি, তিনি তোমাকে সুস্থ্ করে দিবেন। তখন ঐ নারী বলল : আমি ধৈর্য ধারণ করব, কিন্তু সাথে এ আবেদনও করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমার সতর না খুলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। (বোখারী, কিতাবুল মারজা, বাব ফজলু মান ইয়ুসরাউ মিনাররিহ)

৩১. নবী, শহীদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং স্বীয় স্বামীর ভক্ত, অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ট সহ্যকারী এবং স্বামীর নির্যাতনে ধৈর্যধারণকারিণী ও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ اَخَاهُ فِىْ نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِى اللّٰهِ فِى الْجَنَّةِ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِّنْ

اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ، اَلْعَـوْدُ الَّتِـىْ اِذَا ظُلِمَتْ قَـالَتْ هٰـذِهٖ يَدِىْ فِىْ يَدِكَ، لاَ اَذُوْقُ غُمْضًا حَتّٰى تَرْضٰى ـ

কা'ব বিন আজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলব না? নবী, শহীদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী, (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করাব না? স্বীয় স্বামী ভক্ত, অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্যধারণকারী, ঐ সতী নারী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে, আমার হাত তোমার হাতে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ করব না যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ত্বাবা[illegible]ী, আল জামে'আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ২৬০১)

৩২. শরীয়তে হালালকৃত বিষয়গুলোকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয়গুলোকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী আমলকারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَصُمْتَ رَمَضَانَ وَاَحْلَلْتَ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتَ الْحَرَامَ وَلَمْ اَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْئًا اَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি ফরজ সালাত আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি শরীয়তে হালালকৃত বিষয়গুলোকে হালাল বলে মনে জানি এবং যাতে হারামকৃত বিষয়গুলোকে হারাম বলে জানি, আর এর চেয়ে অধিক আর কোন কিছু না থাকে তাহলে কি আমি জান্নাত পাব? তিনি বললেন : হ্যাঁ। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আল্লাজি ইয়দখুলুল জান্না)

৩৩. দু'জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةِ الْاَنْصَارِ لاَيَمُوْتُ لاِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْسِبُهٗ اِلَّادَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ اَوْاِثْنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَوْاِثْنَانِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যার দুটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে আর সে তাতে সওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী হয়, তাদের মধ্যে এক নারী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন : দু'জন মৃত্যুবরণ করলেও। (মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলা, বাব ফজলু মান ইয়ামুতু লাহু ওলাদ ফায়াহসাবুহু)

৩৪. প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ اٰیَةَ الْكُرْسِیِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ یَمُوْتَ ـ

আবু উমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোন বাধা নেই। (নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও ত্বাবারানী, সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৭২)

৩৫. "লা- হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা" অধিক পরিমাণে পাঠকারী জান্নাতের অধিকারী।

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰی كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلٰی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের খনি সম্পর্কে অবগত করাব না? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই অবগত করাবেন, তিনি বললেন : লা- হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা (বলা)।

(ইবনে মাজাহ, সুনান মাজালি আল বানী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৩০৮৩)

৩৬. "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" বেশি বেশি পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" (বড়ত্বের অধিকারী আল্লাহ, তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এ দোয়া করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী, সহীহ্ জামে আত্-তিরমিযী, লি আলবানী ৩য় খণ্ড হাদীস নং ২৭৫৭)

৩৭. যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ الْجَنَّةُ ـ

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হল সে জান্নাতী। (নাসায়ী, কিতাব তাহরিমিদ্দাম, বাব মান কাতালা দুনা মালিহি– ৩/৩৮০৮)

৩৮. যে নারী অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ! اِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ اُمَّهُ بِسَرَرِهِ اِلَى الْجَنَّةِ اِذَا احْتَسَبَتْهُ ـ

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চা, তার মায়ের আঙ্গুল ধরে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে এ শর্তে যে ঐ নারী সওয়াবের আশায় তাতে ধৈর্যধারণ করেছিল। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েজ, বাব মাযায়া ফি মান উসীবা বি সাকত– ১/১৩০৫)

৩৯. ন্যায় বিচারকারী বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ فِى الْجَنَّةِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا اَوْقَضٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُمَا فِى النَّارِ ـ

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দু'প্রকারের বিচারক জাহান্নামী হবে, আর এক প্রকার জান্নাতে প্রবেশ করবে, ঐ বিচারক যে সত্যকে বুঝেছে এবং ঐ অনুযায়ী বিচার করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে বিচারক সত্যকে বুঝেছে এবং জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে বিচার করেছে এবং ঐ বিচারক যে, কোন যাচাই-বাছাই ব্যতীত বিচার করেছে সেও জাহান্নামী হবে। (হাকেম, সহীহ আল জামে; আসসাগীর লি আলবানী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৪১৭৪)

৪০. যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইয্যত রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّعْتِقَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার অপমান থেকে তাকে রক্ষা করল তার ব্যাপারে আল্লাহর দায়িত্ব হল যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা। (আহমদ, সহীহ আল জামে' আসসাগীর লি আলবানী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৬১১৬)

৪১. কারো নিকট কখনো হাত পাতে না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّكْفُلُ لِىْ اَنْ لَا يَسْئَلَ النَّاسَ شَيْئًا اَتَكَفَّلُ لَهٗ بِالْجَنَّةِ ـ

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ে জিম্মাদারী দিবে যে, সে কারো নিকট কখনো হাত পাতবে না আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। (আবু দাউদ, কিতাবুযযাকাত, বাব কারাহিয়্যাতুল মাসআলা– ১/১৪৪৬)

৪২. রাগ দমনকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَغْضِبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ ـ

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তুমি রাগ করো না তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। (ত্বাবারানী, সহীহ আল জামে' আসসাগীর লি আলবানী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৭২৫১)

৪৩. আসর ও ফজরের সালাত নিয়মিত জামায়াতের সাথে আদায়কারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু বকর বিন আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দুটি ঠাণ্ডার সময় সালাত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুসসালা, বাব ফজল সালাতিসসুবহি ওয়াল আসর)

৪৪. যে ব্যক্তি নিয়মিত জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে সে জান্নাতী।

عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ـ

উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত (নিয়মিত) আদায় করে তার ওপর আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করেছেন। (তিরমিযী, কিতাবুসসালা বাব- ১/৩১৫)

৪৫. একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামায়াতের সাথে আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আলেম-উলামার সাথে জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হয়, একটি থেকে আর অপরটি মুনাফেকী থেকে। (তিরমিযী, আবওয়াবুসসালা, বাব ফি ফজলি তাকবীরাতুল উলা– ১/২০০)

৪৬. নিম্নোক্ত সাত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে : ১. ন্যায়বিচারক, ২. যৌবনকালে ইবাদতকারী, ৩. মসজিদের সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপনকারী, ৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, ৫. আল্লাহর ভয়ে একান্তে ক্রন্দনকারী, ৬. আল্লাহর ভয়ে সুন্দরী রমণীর সাথে খারাপ প্রলোভনকে ত্যাগকারী, ৭. গোপনে আল্লাহর পথে গমনকারী।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَّشَابٌّ نَشَاَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهٗ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ فَاجْتَمَعَ عَلٰى ذَالِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়ার নিচে ছায়া দিবেন, ১. ন্যায়বিচারক বাদশা, ২. আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন যুবক, ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর একবার মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উদগ্রিব থাকে, ৪. যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একে অপরকে ভালোবাসে এবং এ উদ্দেশ্যে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. ঐ ব্যক্তি যে একা আল্লাহর স্মরণে অশ্রুপ্রবাহিত করে, ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশের নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করল আর সে তার উত্তরে বলল : আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে। (তিরমিযী, কিতাবুযযুহদ, বাব মা-জা-আ ফি হুব্বিল্লাহ– ২/১৯৪৯)

৪৭. অপরকে ক্ষমাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে ।

عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَّهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّنْفُذَنَّ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُزَوِّجُهٗ مِنْهَا مَاشَاءَ ـ

মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম ছিল কিন্তু সে প্রতিশোধ না নিয়ে রাগকে দমন করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টি জীবের সামনে উপস্থিত করে তাকে হুরেইন বাছাই করার স্বাধীনতা দিবেন, তাদের মধ্যে যাকে খুশি তাকে সে বিবাহ করবে। (আহমদ, সহীহ আল জামে; আসসাগীর লি আলবানী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৩৯৪)

৪৮. অহংকার, খিয়ানত ও ঋণ থেকে মুক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِئٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অহংকার, খিয়ানত ও ঋণ থেকে মুক্ত থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুস্‌সাইর, বাব আল গালূল– ২/১২৭৮)

৪৯. আযানের জবাব দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম, তখন বেলাল (রা) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন, যখন সে আযান শেষ করল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসসহ মুয়াজ্জিনের মতো আযানের উত্তরে বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । (নাসায়ী, কিতাবুল আযান, বাব সাওয়াবু জালিকা– ১/৬৫০)

২৬. প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত লোকেরা

১. মিথ্যা কসম করে অন্যের হক নষ্টকারী জান্নাতে যাবে না।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ وَاِنَّ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ ـ

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন ব্যক্তির হক বিনষ্ট করল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন, এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যদিও সাধারণ কোন বিষয় হয়? তিনি বললেন : যদিও কোন ডালের একটি শাখাই হোক না কেন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ওয়ায়ীদ মান ইকতাতায়া হাক্কুমুসলিম বিয়ামীনিহি)

২. হারামপন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না।

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ ـ

আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে লালিত হয়েছে তা জান্নাতে যাবে না। (বায়হাকী, মিশকাতুল মাসাবীহ, লি আলবানী, কিতাবুল বুয়ু, বাব কাসব ওয়া তালাবুল হালাল– ২/২৭৮৭)

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী জান্নাতে যাবে না।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা। (হাকেম, কিতাবুল জামে আসাসগীর লি আলবানী, ৩য় খণ্ড হাদীস নং ৩০৫৮)

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ

মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়েম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির ও ওয়াস সিলা, বাব সিলাতুর রেহেম– ২/১৫৫৯)

৫. স্বীয় অধীনস্থদেরকে প্রতারণাকারী বিচারক জান্নাতে যাবে না।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مَامِنْ وَالٍ يَلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ

মি'কাল বিন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : মুসলমানদের ওপর প্রতিনিধিত্বকারী শাসক, যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, যে সে তার অধীনস্থদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। (বোখারী, কিতাবুল আহকাম বাব মান ইস্তারা রায়িয়্যা ফালাম ইয়ানফা)

৬. উপকার করে খোঁটা দেয়, পিতা-মাতার অবাধ্য সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَمُدْمِنُ خَمْرٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : উপকার করে খোঁটা দেয়, পিতা-মাতার অবাধ্য, সর্বদা মদ্যপান ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। (নাসায়ী, কিতাবুল আসতুর বিহি, বাব আর রুইয়া ফিল মুদমেনীনা ফিল খামর– ৩/৫২৪১)

৭. প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَيَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান তাহরীম ইযা আল জার)

৮. অশ্লীল ভাষী ও বদমেজাজী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ ـ

হারেসা বিন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অশ্লীল ভাষী ও বদমেজাজী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি হুসনিল খুলক– ৩/৪০১৭)

৯. অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব তাহরীমুল কিবর)

১০. চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّابٌ ـ

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল কাত্তাত– ৩/৪০৭৬)

নোট : কোন কোন হাদীসে নাম্মাম শব্দ এসেছে। উভয় শব্দের অর্থ একই।

১১. জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ককারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ـ

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ক করে তার জন্য জান্নাত হারাম। (বোখারী, কিতাবুল ফারায়েজ, বাব মান ইদ্দায়া গাইরা আবিহি)

১২. বিনা কারণে তালাক দাবিকারী নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِّنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ -

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে নারী তার স্বামীর নিকট বিনা কারণে তালাক দাবি করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুত্তালাক, বাব ফি মুখতালিয়াত– ২/৩৫৪৮)

১৩. কালো রংয়ের কলপ ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ যামানায় কিছু ব্যক্তি কবুতরের পায়খানার ন্যায় কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব মাযায়া ফি খিজাবিস্সওদা– ৯২/৩৫৪৮)

২৭. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যাবে না যে সে জান্নাতী

১. নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তিকে বলা যে, সে জান্নাতী এটা নাজায়েয কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তা আল্লাহরই এখতিয়ারে।

عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ امْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ (رضـ) وَهِيَ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّهُ اقْتَسَمَ الْمُهَاجِرُوْنَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَنْزَلْنَاهُ فِي اَبْيَاتِنَا فَوَجَعَ

وَجْعَةً الَّذِىْ تَوَفِّى فِيْهِ فَلَمَّا تُوفِّى وَغُسِلَ وَكُفِنَ فِىْ اَثْوَابِهٖ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهٗ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُّكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَايُفْعَلُ بِىْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّىْ اَحَدًا بَعْدَهٗ اَبَدًا ـ

উম্মুল আলা আনসারী (রা) নবী কারীম ﷺ-এর নিকট যারা বাইয়াত করেছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে আনসারদের মাঝে বন্টন করা হয়েছিল, আমাদের ভাগে ওসমান বিন মাজউন (রা) পড়ে ছিল, আমরা তাকে আমাদের ঘরে উঠালাম, তখন সে অসুস্থ হয়ে ঐ রোগে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, আমি বললাম, হে আবু সায়েব! (ওসমান বিন মাজউন (রা)-এর কুনিয়াত) তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে ইয্যত দিক, তিনি বললেন : উম্মুল আলা তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে ইয্যত দিয়েছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আল্লাহ কাকে ইয্যত দিবেন? তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে ওসমান ইন্তেকাল করেছে, আল্লাহর কসম! আমিও আল্লাহর নিকট তার জন্য কল্যাণ কামনা করছি, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি নিজেও জানিনা যে কিয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হবে? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল! উম্মুল আলা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কারো ব্যাপারে বলিনি যে সে পাপমুক্ত। (বোখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাবুদ্দুখুল আলাল মায়্যিত বা'দাল মাউত ইয়া আদরাজা ফি আকফানিহি)

নোট : ১. নবী কারীম ﷺ যে সব সাহাবাগণের নাম নিয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে জান্নাতী বলা জায়েয আছে।

২. নিজের ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ যে কথা বলেছেন, তা হল আল্লাহর বড়ত্ব, গৌরব, অমুখাপেক্ষিতা ও ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, যার বাহ্যিকতা অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে

না। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন : হ্যাঁ আমিও। তবে হ্যাঁ আমার প্রভু স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে রাখবেন। (মুসলিম)

৩. উল্লেখ্য, উসমান বিন মাজউন (রা) দু'বার হাবশায় হিযরতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। এরপর তৃতীয়বার মদীনায় হিযরতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার তার কপালে চুমু দিয়ে বলছিলেন, যে একাকার হয়ে যায় নি। এরপরও তার ব্যাপারে এক নারী তাকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাধা দিলেন।

২. যুদ্ধের ময়দানে এক ব্যক্তি নিহত হলে সাহাবাগণ তাকে জান্নাতী মনে করতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখনো নয় সে জাহান্নামী।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فُلاَنًا قَدِ اسْتُشْهِدَ قَالَ كَلاَّ قَدْ رَاَيْتُهٗ فِى النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا ـ

ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ওমুক ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেছে, তিনি বললেন : কখনো নয় গনিমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরি করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। (তিরমিযী, আবওয়াবুসসিয়ার, বাব আল গুলু- ৭/১২৭৯)

৩. কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তি চাই সে বড় মুত্তাকী, আলেম, ওলী, পীর, ফকীর, দরবেশই হোক না কেন তাকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা না জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهٗ عَمَلُهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ عَمَلُهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে থাকে, শেষ পর্যায়ে সে আবার জাহান্নামে যাওয়ার আমল শুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। আবার কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে থাকে এরপর শেষ পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার আমল শুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম, কিতাবুল কদর)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِ السَّاعِدِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মানুষের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে পারে, অথচ সে জাহান্নামী হবে, আবার মানুষের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে পারে অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । (মুসলিম, কিতাবুল কদর)

নোট : এমনিতেই তো কবর ও মাজারসমূহে নযর নেয়াজ দেয়া বিভিন্ন জিনিস লটকানো বড় শিরক, এ হাদীসের আলোকে এটি একটি অর্থহীন কাজও বটে। আর তা এজন্য যে, যেকোন মৃত্যু ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না যে সে সেখানে আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে না শাস্তি ভোগ করতেছে।

২৮. জান্নাতে বিগত দিনের স্মরণ

১. পুরাতন সাথীর স্মরণ ও তার সাথে সাক্ষাতের শিক্ষামূলক দৃশ্য।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ، يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ، اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ، قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ، فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ، قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ

لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ، اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ، اِلاَّ مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ، اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ ـ

তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে আমার ছিল এক সাথী, সে বলত তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত যে, আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? সে বলবে তোমরা কি (তাকে) উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে ঝুকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে : আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। আমাদেরতো আর মৃত্যু হবে না। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না। এটা নিশ্চয়ই মহা সাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য কর্মঠদের উচিত কর্ম করা। (সূরা সাফ্ফাত- ৫০-৬১)

২. জান্নাতীরা তাদের আসনে বসে ইহজগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্মরণ করবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ، قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ، فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ اِنَّ كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ـ

তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনি তো কৃপাময় পরম দয়ালু। (সূরা তূর-২৫-২৮)

২৯. আরাফের অধিবাসীগণ

১. জান্নাত জাহান্নামের মাঝে একটি উঁচু স্থানে কিছু ব্যক্তি জীবন যাপন করবে তাদেরকে আ'রাফের অধিবাসী বলা হয়। আ'রাফের অধিবাসীদের পাপ ও সওয়াব বরাবর হবে তাই তারা জান্নাতেও যেতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে যাওয়ার আশাবাদী তারা হবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمَاهُمْ وَنَادَوْا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ـ

এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে, আর আ'রাফে কিছু ব্যক্তি থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। আর জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে কিন্তু তারা তার আকাঙ্ক্ষা করে। (সূরা আরাফ-৪৬)

২. আ'রাফের অধিবাসীরা জাহান্নামীদেরকে দেখে নিম্নোক্ত দোয়া করবে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ـ

পরন্তু যখন জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের সাথী করবে না। (সূরা আ'রাফ-৪৭)

৩. আ'রাফবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের পরিচিত কিছু জাহান্নামীদেরকে শিক্ষণীয় সম্বোধন।

وَنَادٰى اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالاً يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ، اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ـ

আ'রাফবাসীরা কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে, তোমাদের বাহিনী ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে আসল না। (সূরা আ'রাফ-৪৮, ৪৯)

৩০. দু'টি বিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও তার দু'টি বিরোধপূর্ণ প্রতিফল

১. পৃথিবীতে সুখ শান্তি ও নি'আমত পেয়ে আনন্দে বসবাসকারী কাফের পৃথিবীতে ঈমানদারদের সাধারণ জীবন যাপন দেখে হাসত এবং বিদ্রূপ

করত, পরকালে ঈমানদাররা জান্নাতের নি'আমত ও আনন্দে জীবনযাপন করবে এবং কাফেরদের দুরবস্থা দেখে হাসবে এবং তাদেরকে বিদ্রূপ করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ، وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ، وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ، وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ، وَمَا اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ، فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ، عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ۔

যারা অপরাধী তারা মু'মিনদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন মু'মিনদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পরের চোখ টিপে ইশারা করত, তারা যখন তাদের পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরত তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা ঈমানদারদেরকে দেখত তখন বলত নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা ঈমানদারদের তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরিত হয়নি। আজ যারা ঈমানদার তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে, সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, কাফেররা যা করত, তার প্রতিফলন তারা পেয়েছে তো? (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন- ২৬-৩৬)

৩১. ইহজগতে জান্নাতের কতিপয় নি'য়ামত

১. হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) জান্নাতের পাথরসমূহের মধ্যে একটি পাথর।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ۔

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আনিত পাথর, যা দুধ থেকেও সাদা ছিল, কিন্তু মানুষের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব ফযল হাজরিল আসওয়াদ– ১/৬৯৫)

২. আজওয়া খেজুর (এক প্রকার উন্নতমানের খেজুরের নাম) জান্নাতী ফল, মাকামে ইবরাহিম জান্নাতের পাথর যাইতুন জান্নাতের একটি গাছ।

عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ـ

রাফে' বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আজওয়া খেজুর, পাথর (মাকামে ইবরাহিম) এবং (বৃক্ষ) যাইতুন গাছ জান্নাত থেকে আনিত। (হাকেম, তাহকীক মুস্তফা আবদুল কাদের, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত ছাপা ৪/২২৬)

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের একটি অংশ।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَا بَیْنَ بَیْتِیْ وَمِنْبَرِیْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِیْ عَلٰی حَوْضِیْ ـ

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমার হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান, আর আমার মিম্বর আমার হাউজের ওপর। (বোখারী, কিতাবুসসালা ফি মাসজিদি মাক্কা ওয়া মাদীনা)

৪. মেহেন্দী জান্নাতের সুগন্ধিসমূহের মধ্যে একটি সুগন্ধি।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَیِّدُ رَیْحَانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَنَّاءُ ـ

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতীদের জন্য সুঘ্রাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুঘ্রাণ হবে মেহেন্দীর সুঘ্রাণ। (ত্বাবারানী, সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৪২০)

৫. বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণী।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ فَامْسَحُوْا رُغَامَهَا وَصَلُّوْا فِیْ مَرَابِضِهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণী, তার থাকার স্থান থেকে তার প্রস্রাব ও পায়খানা পরিষ্কার কর এবং সেখানে সালাত আদায় কর। (বায়হাকী, সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী, ৩য় খণ্ড হাদীস নং ১১২৮)

৬. বুতহান উপত্যকা জান্নাতের উপত্যকাসমূহের মধ্যে একটি উপত্যকা।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُطْحَانُ عَلٰى بِرْكَةٍ مِّنْ بِرَكِ الْجَنَّةِ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বুতহান জান্নাতের উপত্যকাসমূহের মধ্যে একটি উপত্যকা। (বায্যার, সিলসিলা আহাদীস আসসাহীহা লি আলবানী, ৩য় খণ্ড হাদীস নং ৭৬৯)

৩২. জান্নাত লাভের দোয়াগুলো

১. আল্লাহর নিকট জান্নাত চাওয়ার কতিপয় দোয়া নিম্নরূপ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلَهٗ وَاٰجِلَهٗ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلَهٗ وَاٰجِلَهٗ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعَاذَبِهٖ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهٗ لِىْ خَيْرًا ـ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সর্বপ্রকার ভালো কামনা করছি, তা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী করে হোক, যা আমি জানি বা জানি না, আর তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে, তা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরী করে হোক, যা আমি জানি অথবা জানি না, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রত্যেক ঐ ভালো

কামনা করছি যা তোমার নিকট তোমার বান্দা এবং নবী কারীম মুহাম্মদ ﷺ কামনা করেছে। আর প্রত্যেক ঐ অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার বান্দা এবং নবী কারীম মুহাম্মদ ﷺ আশ্রয় কামনা করেছে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং এমন কথা ও কাজের সুযোগ কামনা করছি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নাম থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা তার নিকটবর্তী করে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আবেদন করছি, তুমি আমাকে যে ফায়সালা করেছ তা যেন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। (সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ, লি আল বানী, ২য় খণ্ড হাদীস নং ৩১০২)

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتُ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا ـ

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এতটা ভয় দান কর যা আমাদের ও আমাদের পাপের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করবে। আর আমাদেরকে এতটুকু অনুগত করার তাওফীক দান কর যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে, আর এতটা একীন দান কর যা পৃথিবীর মুসিবতগুলো সহ্য করা আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে যতদিন জীবিত রাখবে ততদিন তুমি আমাদের কান, চোখ ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান কর।

আর যে ব্যক্তি আমাদের ওপর যুলুম করে তার নিকট থেকে তুমি প্রতিশোধ নাও। আর দুশমনের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ওপর মুসিবত চাপিয়ে দিও না। দুনিয়াকে আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য কর না। আর না দুনিয়াকে আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পরিণত করিও। আর এমন ব্যক্তিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না যে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করবে না। (সহীহ্ জামে আত তিরমিযী, লিল আলবানী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ২৭৩০)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ـ

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট তোমার রহমতের মাধ্যমগুলো এবং তোমার ক্ষমার উপাদানগুলো কামনা করছি, আরো কামনা করছি প্রত্যেক নেকীর অংশ। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জান্নাত লাভের মাধ্যমে সফলতা কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (মোস্তাদরাক হাকিম– ১/৫২৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُحْصِنَ فَرْجِىْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِىْ وَتَغْفِرَلِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ ـ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার স্মরণকে উচ্চ কর এবং আমার বোঝা হালকা কর। আমার আমলগুলোকে সংশোধন কর। আমার আত্মাকে পবিত্র কর। আমার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ কর। আমার অন্তরকে আলোকিত কর। আমার পাপগুলো ক্ষমা কর। আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি। (মোস্তাদরাক হাকিম– ১/৫২০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَسْتَجِيْرُكَ مِنَ النَّارِ ـ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

৩৩. বিবিধ

১. শুধুমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيْلَ وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَاَنَا اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِىْ رَبِّىْ بِرَحْمَتِهِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও। তবে আমার প্রভু আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিবেন। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব লাঁই ইয়াদখুলাল জান্না আহাদুন বি আমালিহি)

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত লাভের জন্য প্রার্থনা করে তার জন্য জান্নাত সুপারিশ করে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহর নিকট জান্নাত লাভের জন্য দোয়া করে তখন জান্নাত তার জন্য বলে, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে তার ব্যাপারে জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত আনহারিল জান্না– ২/২০৭৯)

৩. আল্লাহর পথে হিজরতকারী ফকীর মিসকীনরা ধনীদের চাইতে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গরীব মুহাজিররা (হিজরতকারী) ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুযযুহদ, বাব মাযায়া আন্না ফুকারাইল মুহাজেরিন ইয়াদখুলুনাল জান্না কাবলা আগনিয়া ইহিম– ১৯১৬)

৪. প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা থাকে কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি জাহান্নামে চলে যায় তখন জান্নাতে তার স্থানটুকু জান্নাতীদেরকে দিয়ে দেয়া হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ لَهٗ مَنْزِلاَنِ مَنْزِلٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِى النَّارِ فَاِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ اَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهٗ فَذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জন্য দুটি স্থান নেই। একটি জান্নাতে অপরটি জাহান্নামে, কিন্তু মৃত্যুর পর যখন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে চলে যায় তখন জান্নাতীরা জান্নাতে তার স্থানটির অধিকারী হয়ে যায়। আর আল্লাহর বাণী– أُولَـٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ তারাই হবে ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী। (সূরা মু'মেনীন-১০) (ইবনে মাজাহ, কিতাবুযযুহদ, বাব সিফাতুল জান্না– ২/৩৫০৩)

৫. নবী কারীম ﷺ এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীকে জান্নাতীরা 'জাহান্নামী' বলে ডাকবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ .

ইমরান বিন হুসাইন (রা) নবী কারীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : কিছু ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর সুপারিশক্রমে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, লোকেরা (তখনো) তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকবে। (আবু দাউদ, কিতবুসসুন্না, বাব ফিশশাফায়া– ৩/৩৯৬৬)

নোট : তাদেরকে আঘাত করার জন্য 'জাহান্নামী' বলা হবে না, বরং তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানোর জন্য তাদেরকে এভাবে ডাকা হবে যাতে করে তারা বেশি বেশি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৬. জান্নাতী ব্যক্তির রুহ কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে পৌছে যায়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِىْ شَجَرَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى جَسَدِهٖ يَوْمَ يُبْعَثُ .

আবদুর রহমান বিন কা'ব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মু'মিন ব্যক্তির রূহ মৃত্যুর পর জান্নাতের বৃক্ষসমূহে উড়ে বেড়ায়। ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন মানুষের পুনরুত্থান হবে সেদিন তা তাদের শরীরে ফেরত পাঠানো হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুযযুহদ, বাব জিকরুল কবর– ২/৩৪৪৬)

৭. মু'মিনের সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমতের আশাবাদী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভীতু থাকবে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْاَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَاْمَنْ مِنَ النَّارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কাফের জানত যে আল্লাহর দয়া কত মহান, তাহলে সে জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। আর যদি মু'মিন জানত যে আল্লাহর শাস্তি কত কঠিন তাহলে সে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হতো না। (বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব আর রাযা মায়াল খাওফ)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَرْجُو اللّٰهَ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَيَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ـ

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মৃত্যু শয্যায় শায়িত এক অসুস্থ যুবকের নিকট গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কেমন লাগছে? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আল্লাহর কসম! আমার ভয়ও হচ্ছে আবার আল্লাহর রহমতেরও আশা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ মুহূর্তে যদি কোন অন্তরে ভয় ও আশার সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে আল্লাহ্ তার কামনা অনুযায়ী বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। আর তার ভয় অনুযায়ী তাকে হেফাজত ও নিরাপত্তা দেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সহীহ জামে আত তিরমিযী, লি আলবানী, ১ম খণ্ড হাদীস নং ৭৮৫)

৮. মৃত্যুবরণকারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اِذَا خَلَقَهُمْ اَعْلَمُ بِمَاكَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃত্যুবরণকারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : আল্লাহ ভালো করে জানেন (যে তারা বড় হয়ে কি আমল করত)। (বোখারী, মুখতাসার সহীহ্ আল বুখারী, লি যুবাইদী, হাদীস নং ৬৯৬)

৯. মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে জান্নাতে ইবরাহিম ও সারা (আ) লালন-পালন করবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْفَالُ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ جَبَلٍ فِى الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ اِبْرَاهِيْمُ وَسَارَةُ حَتّٰى يَدْفَعُوْنَهُمْ اِلٰى اٰبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে জান্নাতের একটি পাহাড়ে ইবরাহিম ও সারা (আ) লালন-পালন করতে থাকবেন, এরপর কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের পিতা-মাতার নিকট হস্তান্তর করবে। (ইবনে আসাকের, সিলসিলাতুল আহাদিস আস্ সহীহা লি আলবানী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৪৬৭)

১০. জান্নাত ও তার নি'আমতগুলো আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন। জাহান্নাম ও তার কষ্ট আল্লাহর শাস্তির নিদর্শন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَابَّ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِىْ لاَيَدْخُلُنِىْ اِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسِقْطُهُمْ وَعَجْزُهُمْ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا فَامَّا النَّارُ فَلاَتَمْتَلِىْ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُوْلُ قَطٌّ قَطٌّ فَهُنَالَكِ تَمْتَلِىْ وَيُزْوَاىْ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে আলোচনা করল যে, জাহান্নাম বলল : আমার মাঝে অহংকারী ও অত্যাচারীরা প্রবেশ করবে, জান্নাত বলল : আমার মাঝে শুধু দুর্বল ও অক্ষম লোকেরাই আসবে। তখন আল্লাহ জান্নাতকে বললেন : তুমি আমার রহমত, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাতে তোমার মাধ্যমে দয়া করব। আর জাহান্নামকে বললেন : তুমি আমার শাস্তি আমার বান্দাদের মাঝে যাকে খুশি তাকে তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিব এবং তুমি ভরপুর হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জাহান্নাম তো মানুষের দ্বারা ভরপুর হবে না। তবে আল্লাহ তার মধ্যে স্বীয় পা প্রবেশ করাবেন, তখন সে বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, তখন তা ভরপুর হয়ে যাবে। তার এক অংশ আরেক অংশের সাথে একাকার হয়ে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা)

১১. প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে তার ঠিকানা পৃথিবীতে তার বাসস্থানের চেয়ে বেশি চিনবে। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেককে একে অপরের অধিকার আদায় করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُتَقَاصُوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا نُقُوْا وَهُذِّبُوْا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَاَحَدِهِمْ بِمَسْكَنِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَدَلُّ بِمَنْزِلَةٍ كَانَ فِى الدُّنْيَا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন ঈমানদাররা জাহান্নামের ওপর রাখা ফুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে তখন জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝে এক পুলের ওপর তাদেরকে আটকিয়ে দেয়া হবে, পৃথিবীতে একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছে তখন তার বদলা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে নিবে। (এভাবে) যখন সব ঈমানদার পাক পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে তার ঠিকানাকে পৃথিবীতে তার ঠিকানার চেয়ে বেশি চিনবে। (বোখারী, কিতাবুল মাজালেম, বাব কিসাসুল মাজালেম)

১২. মৃত্যুকে যবাই করার দৃশ্য।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَدْخَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلَ النَّارِ النَّارَ اُتِىَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ وَلِاَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِىْ وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَامَوْتٌ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَامَوْتٌ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন আল্লাহ জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন মৃত্যুকে টেনে আনা হবে এবং একটি দেয়ালের ওপর রাখা হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামীদের মাঝে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! তারা ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে, অতঃপর বলা হবে– হে জাহান্নামবাসী! তারা আনন্দিত হয়ে থাকবে।

তারা সুপারিশের আশা করবে, এরপর জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা কি একে চিন? জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী বলবে, হ্যাঁ আমরা চিনি। এ হল মৃত্যু যা পৃথিবীতে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন তাকে দেয়ালে রেখে জবাই করে দেয়া হবে, এরপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! আজকের পর আর মৃত্যু নেই, চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাক। আর হে জাহান্নামবাসী, আজকের পর আর মৃত্যু নেই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাক। (তিরমিযী)

দ্বিতীয় খণ্ড

জাহান্নামের বর্ণনা

শুরু কথা

হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতি!

একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। চৌদ্দশত বছর পূর্বের কথা। অদৃশ্য থেকে সংবাদ আনয়ন ও বর্ণনাকারীদের এক ব্যক্তি যে তাঁর স্বীয় এলাকার মানুষের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বাসী উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি এ সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি আগুন দেখেছি। জাহান্নামের আগুনের তাপদাহ, প্রজ্জ্বলন, অগ্নিশিখা, দেহ ও আত্মার সাথে মিশে যাওয়ার আগুন! ঐ আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি গরম হবে। আর সেখানে প্রবেশকারীদের জন্য রয়েছে আগুনের পোশাক, আগুনের বিছানা, আগুনের ছাওনী, আগুনের ভারী বেড়ী এবং আগুনের জিঞ্জির, আগুনে উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত কোটি কোটি টন ভারী পাহাড়, হাতুড়ী ও গুর্জ, আগুনে উত্তপ্ত করা আসনসমূহ। আগুনে জন্মগ্রহণকারী উটের সমান বিষাক্ত সাপ। আগুনে জন্মগ্রহণকারী খচ্চরের সমান বিষাক্ত বিচ্ছু। খাবার হিসেবে থাকবে আগুনে জন্মগ্রহণকারী কাটাযুক্ত যাক্কুম বৃক্ষ। আর পান করার জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানি, গন্ধময় বিষাক্ত পুঁজ।

হে মানবমণ্ডলী! অদৃশ্য থেকে সংবাদ আনয়নকারী, স্বচোখে জাহান্নাম অবলোকনকারী বারংবার আহ্বান করছে, একটু মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করো!

أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ ـ

আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করছি।

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ ـ

হে মানবমণ্ডলী! এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক। (বোখারী ও মুসলিম)

বুদ্ধিমান ও চতুর লোকেরা একা একা বা দু'জন বা তার অধিক এক সাথে বসে চিন্তা কর যে, সংবাদ আনয়নকারীর সংবাদ সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, তাহলে মিথ্যার পরিণাম সংবাদদাতা ভোগ করবে, তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

আর সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে?

হে জাহান্নামকে অস্বীকারকারীরা!

হে জাহান্নামের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীরা!

হে জাহান্নাম সম্পর্কে সন্দিহানরা!

হে জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও গাফেল ব্যক্তিরা।

যখন জাহান্নামের ঐ আগুন চোখের সামনে উত্তপ্ত হতে থাকবে, আর আহ্বানকারী বলতে থাকবে–

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۔

দেখ এ হলো ঐ জাহান্নাম যাকে তোমরা অস্বীকার করছিলে। (সূরা তূর-১৪)

তাহলে শোন!

তোমরা কি জবাব দিবে? তোমরা কোথায় পলায়ন করবে?

কোথাও আশ্রয় পাবে? কোন সাহায্যকারীকে আহ্বান করবে?

কোন বিপদ দূরকারীকে নিয়ে আসবে? না ঐ উত্তপ্ত প্রজ্জলিত জাহান্নামে প্রবেশ করাকে মেনে নিবে?

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۔

সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত-১৫)

১. জাহান্নামের আগুন

জাহান্নামের সবচেয়ে বেশি শাস্তি আগুনেরই হবে, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি গরম হবে। (মুসলিম)

কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো স্থানে তাকে "বড় আগুন" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা আ'লা-১২)

আবার কোথাও "আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা হুমাযা-৫)

আবার কোথাও 'লেলিহান জাহান্নাম'ও বলা হয়েছে। (সূরা লাইল-১৪)

আবার কোথাও "জ্বলন্ত অগ্নি"ও বলা হয়েছে। (সূরা গাশিয়া)

শাস্তি হিসেবে যদি শুধু মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে দুনিয়ার আগুনই যথেষ্ট ছিল যাতে মানুষ সাময়িক সময়ের মধ্যে জ্বলে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামের আগুন তো মূলত কাফের ও মুশরিককে বিশেষভাবে শাস্তি দেয়ার জন্যই উত্তপ্ত করা হয়েছে, তাই তা পৃথিবীর আগুনের চেয়ে কয়েক গুণ গরম হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামীদেরকে একেবারে শেষ করে দিবে না; বরং তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আযাবে নিমজ্জিত করে রাখবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ

(জাহান্নামে) সে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা আ'লা-১৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নযোগে এক কুৎসিত আকৃতি ও বিবর্ণ চেহারার লোক দেখানো হল, সে আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে উত্তপ্ত করছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন: এ কে? জবাবে তিনি বললেন : তার নাম মালেক সে জাহান্নামের দারওয়ান। (বোখারী)

জাহান্নামের আগুনকে আজও উত্তপ্ত করা হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে উত্তপ্ত করা হতে থাকবে, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার পরও তাকে উত্তপ্ত করার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا ـ

যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখনি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব।
(সূরা বানী ইসরাঈল-৯৭)

জাহান্নামের আগুন কত উত্তপ্ত হবে তার হুবহু পরিমাণের বর্ণনা করা তো অসম্ভব, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নামে আগুনের তাপদাহ পৃথিবীর আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি হবে।

সাধারণ অনুমানে পৃথিবীর আগুনের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ধরা হলে জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রা হয় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এ কঠিন গরম আগুন দিয়ে জাহান্নামীদের পোশাক ও তাদের বিছানা তৈরি করা হবে। ঐ আগুন দিয়ে তাদের ছাতি ও তাঁবু তৈরি করা হবে। ঐ আগুন দিয়েই তাদের জন্য কার্পেট তৈরি করা হবে। কঠিন আযাবের এ নিকৃষ্ট স্থানে মানুষের জীবনযাপন কেমন হবে, যারা নিজের হাতে সামান্য একটি আগুনের কয়লাও রাখার ক্ষমতা রাখে না।

মানুষের ধৈর্যের বাঁধ তো এই যে, জুন, জুলাই মাসে দুপুর ১২টার সময়ের তাপ ও গরম বাতাস সহ্য করাই অনেকের অসম্ভব হয়ে যায়, দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক এর ফলে মৃত্যুবরণও করে, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এ কঠিন গরম জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগ বা তাপের কারণ মাত্র। যে মানুষ জাহান্নামের তাপই সহ্য করতে পারে না, তারা তার আগুন কি করে সহ্য করবে?

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন দেখে সমস্ত নবীগণ এত ভীতসন্ত্রস্ত হবে যে, তাঁরা বলবে যে–

رَبِّى سَلِّمْ رَبِّى سَلِّمْ ـ

হে প্রভু! আমাকে বাঁচাও, হে আমার প্রভু! আমাকে বাঁচাও! এ বলে আল্লাহর নিকট স্বীয় জীবনের নিরাপত্তা কামনা করবে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে পৃথিবীতে কাঁদতেন, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন ওমর (রা)। কুরআন তেলাওয়াত করার সময় জাহান্নামের আযাবের কথা আসলে বেঁহুশ হয়ে যেতেন। মুয়াজ বিন জাবাল, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, ওবাদা বিন সামেত (রা) এদের মতো সম্মানিত সাহাবাগণ জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে এত কাঁদতেন যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে প্রজ্জলিত আগুন দেখে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকতেন।

আতা সুলামী (রা)-এর সাথীরা রুটি বানানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত করলে তিনি তা দেখে বেঁহুশ হয়ে গেলেন।

সুফিয়ান সাওরীর নিকট যখন জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হতো, তখন তার রক্তের প্রস্রাব হতো।

রবী (রা) সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ হতে থাকলে তার মেয়ে জিজ্ঞেস করল, আব্বাজান! সমস্ত মানুষ আরামে ঘুমিয়ে গেছে আপনি কেন জেগে আছেন? তিনি বললেন : হে মেয়ে! জাহান্নামের আগুন তোমার পিতাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন কতইনা সত্য–

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ـ

তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৭)

আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে সকল মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন। আমীন!

২. জাহান্নামের আরো কিছু শাস্তি

জেলখানার মূল বিষয় যদিও বন্দী থাকা তবুও কোন কোন বন্দীদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী জেলখানায় অতিরিক্ত শাস্তিও দেয়া হয়।

এমনিভাবে জাহান্নামের মূল শাস্তি হল আগুন কিন্তু এর পরও কাফের ও মুশরিকদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী আরো অনেক প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে। ঐ সমস্ত শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে, কতগুলোর উল্লেখ শাস্তি এখানেও করা হল–

১. বিষাক্ত দুর্গন্ধময় খাবার এবং উত্তপ্ত গরম পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে শাস্তি।

পানাহারের বিষয়ে মানুষ কত উন্নত মনোভাব রাখে তা প্রত্যেকে তার নিজের আলোকে চিন্তা করতে পারে। যে খাবার গলে বাসী হয়ে গেছে, বা তার রুচিসম্মত হয়নি তাতো সে স্পর্শ করাও ভালো মনে করে না। কোন কোন মানুষ খাবারে লবন মরিচের পরিমাণ সামান্য কমবেশিকেও সহ্য করে না। স্বাদ ব্যতীত, খাবার দাবার মানুষের স্বাস্থ্যের সাথেও গভীর সম্পর্ক রাখে, তাই উন্নত বিশ্বে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। বাহারী স্বাদের জন্য মানুষ কত আজীব আজীব পানাহার তৈরি করে, কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যায় যে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পেশ করা অসম্ভব। পৃথিবীতে এক বাহারী স্বাদের পাগল মানুষ যখন পরকালে স্বীয় কৃতকর্মের পরীক্ষার জন্য সম্মুখীন হবে, তখন সর্বপ্রথম তার যে চাহিদা দেখা দিবে তা হল পানির মারাত্মক পিপাসা। নবীগণের সরদার মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় হাউজে (জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে হাশরের মাঠে) আসন গ্রহণ করবেন, যেখানে তিনি নিজ হাতে পানি সরবরাহ করে ঈমানদারদের পিপাসা মিটাবেন। কাফের মুশরিকরাও তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য হাউজের নিকট আসবে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ হাতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

বিদ'আতীরাও পানি পান করার জন্য আসতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাদেরকেও দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। (বোখারী)

কাফের, মুশরেক ও বিদ'আতীরা হাশরের মাঠে এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পিপাসার্ত অবস্থায় অতিক্রম করবে এবং শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই জাহান্নামে যাবে।

(সূরা মারইয়াম-৮৬)

জাহান্নামে যাওয়ার পর যখন তারা খাবার চাইবে তখন তাদেরকে যাক্কুম বৃক্ষ ও কাটাবিশিষ্ট ঘাস দেয়া হবে।

জাহান্নামীরা অরুচিসত্ত্বেও এক লোকমা করে মুখে দিবে তাতে তাদের ক্ষুধা তো মিটবেই না বরং শাস্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যাক্কুম বৃক্ষ ও কাটাবিশিষ্ট ঘাস জাহান্নামেই উৎপন্ন হবে। এর অর্থ হল এই যে, এ উভয় খাবার এতটা গরম তো অবশ্যই হবে যতটা গরম হবে জাহান্নামের আগুন। বরং বলা যেতে পারে যে এ খাবার আগুনের কয়লার ন্যায় হবে, যা জাহান্নামীরা তাদের ক্ষুধা মিটানোর জন্য গলদকরণ করবে। মূলত জাহান্নামের খাবার তার বেদনাদায়ক আযাবেরই এক প্রকার কঠিন শাস্তি হবে। খাওয়ার পর জাহান্নামী পানি চাইবে, তখন পাহারাদার তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির স্থান থেকে তার ঝর্ণার নিকট নিয়ে আসবে, সেখানে কঠিন গরম পানি দিয়ে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ঐ পানি জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে বাষ্প না হয়ে পানি হয়ে থাকবে। সম্ভবত কোন শক্ত পাথর হবে যা জাহান্নামের আগুনে বিগলিত হয়ে পানিতে পরিণত হয়েছে, আর তাই জাহান্নামীদের পানীয় হবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

জাহান্নামীরা তা পান করতে গেলে প্রথম ঢোকেই তাদের মুখের সমস্ত গোস্ত গলে নিচে নেমে যাবে। (মোস্তাদরাক হাকেম)

আর পানির যে অংশ পেটে যাবে তার মাধ্যমে তাদের সমস্ত নাড়ী-ভুঁড়ি কেটে পিঠ দিয়ে গড়িয়ে পায়ে এসে পড়বে। (তিরমিযী)

মূলত তা পান করাও বেদনাদায়ক শাস্তিরই আরেক প্রকার শাস্তি হবে। এ আদর আপ্যায়নের পর দারওয়ান তাকে আবার জাহান্নামের শাস্তির স্থানে নিয়ে যাবে।

জাহান্নামের পানাহারে জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে, কিছু পানি বা অন্য কোন কিছু আমাদেরকেও পান করার জন্য দাও। জান্নাতীরা বলবে, জান্নাতের পানাহার আল্লাহ কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন।

(সূরা আ'রাফ-৫০)

জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও বিষাক্ত, দুর্গন্ধময় ও কাটাবিশিষ্ট হবে। সাথে সাথে গরম পানি, দুর্গন্ধময়, রক্ত বমি ইত্যাদি পানীয়রূপে কঠিন শাস্তি হিসেবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে দেয়া হবে। সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত তো একমাত্র আল্লাহ; কিন্তু কুরআন ও হাদীস গবেষণার মাধ্যমে যতটুকু বুঝা যায় তাহল এই যে, কাফেরদের জীবনের মূল দু'টি বিষয়ের ওপর, আর তা হল পেট ও রিপুর (নফসের) গোলামী।

এ উভয় বিষয় এমন পানাহারের দাবি করে যাতে তার চাহিদার আগুন আরো উত্তপ্ত হয়, চাই তা হালালভাবে হোক আর হারামভাবে, জায়েয পদ্ধতিতে হোক বা

নাজায়েয পদ্ধতিতে, পাক হোক আর নাপাক, জুলমের মাধ্যমে অর্জিত হোক না খিয়ানতের মাধ্যমে, লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত হোক না চুরি ডাকাতির মাধ্যমে তার কোন যাচাই বাছাই নেই। তাই পবিত্র কুরআন মাজীদে কোন কোন স্থানে কাফেরদেকে জাহান্নামে শাস্তির সাথে সাথে যথেষ্ট পানাহার করতে এবং আনন্দ করার ভর্ৎসনাও দেয়া হবে।

সূরা হিজরে ইরশাদ হয়েছে–

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ـ

তাদের ছেড়ে দাও, তারা ভক্ষণ করতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। (সূরা হিজর-৩)

সূরা মুরসালাতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ـ

তোমরা অল্প কিছু দিন পানাহার ও ভোগ করে নাও, তোমরা তো অপরাধী।
(সূরা মুরসালাত-৪৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে –

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ـ

আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে, জন্তু-জানোয়ারের মতো উদর-পূর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম। (সূরা মুহাম্মদ-১২)

সুতরাং পেট ও রিপুর গোলাম পৃথিবীতে ভালো ভালো পানাহারের তৃপ্তি লাভ করে যখন স্বীয় স্রষ্টার নিকট উপস্থিত হবে, তখন কুফরীর পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন আর সুস্বাদু খাবারের পরিবর্তে উত্তপ্ত, কাটাবিশিষ্ট ঘাস, গরম পানি অসহ্য দুর্গন্ধময় রক্ত ও বমির মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। (আল্লাহ এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

উল্লেখ্য যে, কাফেরদের জন্য তো চিরস্থায়ী জাহান্নাম রয়েছে সাথে সাথে অন্যান্য শাস্তিও থাকবে। এমনিভাবে হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য না কারী মুসলমানও জাহান্নাম ও ঐ সমস্ত পানাহারের শাস্তি ভোগ করবে, যা কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এতীমের সম্পদ ভোগকারী ব্যাপারে তো কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা

এসেছে যে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে। (সূরা নিসা-১০)

মদপানকারীদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন– তাদেরকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের ঘাম পান করানো হবে। (মুসলিম)

মুসনাদে আহমদে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– ব্যভিচারকারী নর ও নারীর লজ্জাস্থান থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট পদার্থও মদপানকারীদের পানীয় হবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

সুতরাং হে এতীম ও বিধবাদের সম্পদ গ্রাসকারীরা! অন্যের সম্পদ অন্যায়ভবে হস্তক্ষেপকারীরা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা, জুয়া, সুদ, ঘুষের উপার্জনে নির্মিত অট্টালিকায় বসবাসকারীরা, হে মদ ও যুবক-যুবতী নিয়ে মত্ত ব্যক্তিবর্গ! একবার নয় হাজার বার চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, জাহান্নামে সৃষ্ট যাক্কুম বৃক্ষ, কাটা বিশিষ্ট ঘাস ভক্ষণ করবে? আগুনে পোড়ানো মানুষের দেহ থেকে নির্গত ঘাম ও বমি মিশ্রিত খাবার খাবে? দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট এবং কালো পানির উত্তপ্ত পানপাত্র পান করে জীবন রক্ষা করবে?

(فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٌ)

অতপর আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?

২. মাথায় উত্তপ্ত পানি প্রবাহিত করার মাধ্যমে শাস্তি।

কাফেরদের জন্য এ হবে ধরনের বেদনাদায়ক শাস্তি (আর তা হবে এই যে) ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, "তাকে ধরে টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে এবং ওখানে তার মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দাও। (সূরা দুখান-৪৭-৪৮)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী ﷺ বলেছেন : "যখন কাফেরের মস্তিষ্কে গরম পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে তখন ঐ পানি তার মাথা থেকে গড়িয়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জ্বালিয়ে পায়খানার রাস্তা দিয়ে তা তার পায়ে এসে পড়বে"। (মুসনদে আহমদ)

মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালার পর সর্বপ্রথম এ পানি কাফেরের মস্তককে জ্বালিয়ে দিবে, যা তার খারাপ কামনা, বাতেল দর্শন, শিরকি আক্বীদার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত, যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের পাহাড় চাপানোর জন্য নানান রকম প্রতারণা করত। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগান্ডার নিত্য নতুন দলীল তৈরি করত। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে বড় বড় পদ ও পরিকল্পনা তৈরি করত ঐ মস্তিষ্ক থেকেই এ বেদনাদায়ক শাস্তির সূত্রপাত হবে।

সূরা দোখানে উল্লেখিত আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন–

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ـ

স্বাদ গ্রহণ কর, (তুমি পৃথিবীতে) ছিলে অভিজাত ও মর্যাদাবান।

(সূরা দোখান-৪৯)

উল্লেখিত আয়াত এ কথা স্পষ্ট করছে যে, এ বেদনাদায়ক আযাবের হকদার হবে ঐ সব কাফের নেতা-নেত্রীবর্গ যারা পৃথিবীতে বিশাল শক্তিধর ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা ও বড়ত্ব হবে। আর এ ক্ষমতার বড়াইয়ে উন্মাদ হয়ে তারা ইসলামকে অবনত করতে এবং মুসলমানদেরকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করতে থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কাফের নেতা নেত্রীবর্গের চক্রান্ত ও চালবাজির বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ـ

তারা নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ (নবী ﷺ)-কে বাঁচানোর জন্য তদবীর করেন। আর আল্লাহই দৃঢ় তদবীরকারক।

(সূরা আনফাল-৩০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে –

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ـ

তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করছিল কিন্তু যাবতীয় চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ারে। (সূরা রা'দ-৪২)

সূরা ইবরাহিমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ـ

তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত হয়েছে, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যাতে পাহাড় টলে যেত। (সূরা ইবরাহিম-৪৬)

নূহ (আ) ৯৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর জাতিকে দাওয়াত দেয়ার পর যখন তার প্রভুর নিকট আবেদন পেশ করলেন তখন ঐ আবেদনের একটি বিশেষ অংশ ছিল এই যে–

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ـ

আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (সূরা নূহ-২২)

মূলত: ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা, ইসলামকে পরাজিত করার অপচেষ্টাকারীরা, মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্নকারীদেরকে কিয়ামতের দিন ঐ বৃহৎ শক্তিধর আল্লাহ্ তাদেরকে এ বেদনাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে অভিবাদন জানাবেন।

নিঃসন্দেহে এ বেদনাদায়ক শাস্তি কাফেরদের জন্য, তবে মুসলমানদের দেশসমূহের ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথে চক্রান্তকারী, ইসলামী আদর্শসমূহকে বিদ্রূপকারী, ইসলামের নিদর্শনসমূহকে অবজ্ঞাকারী ও অবমাননাকারী, সুদী বিধান চালু রাখার প্রচেষ্টাকারী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রতারণাকারী নায়করা কি এ বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে?

সুতরাং হে দলপতি, মন্ত্রীত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিবর্গ, কোর্ট-কাচারীর শোভা 'মাই লর্ডজ' জাতীয় সংসদসমূহের সম্মানিত প্রধান! আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করুন। ইসলাম বিরোধিতা থেকে বিরত থাকুন, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী বিধানসমূহের সাথে বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকুন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় তাঁর শাস্তি থেকে নাজাত পাবে না।

আর জেনে রাখুন–

وَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ـ

এবং তোমরা ঐ আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-১৩১)

৩. সংকীর্ণ আগুনের অন্ধকার কক্ষে ঢুকিয়ে রাখার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির একটি ধরন এ হবে যে, জাহান্নামীকে তার হাত, পা ভারী জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকার রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপর থেকে দরজা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে, ফলে সেখানে না বাতাস প্রবেশ করতে পারবে না সূর্যের কিরণ, আর না থাকবে পালানোর মতো কোন রাস্তা।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন : জাহান্নাম কাফেরের জন্য এত সংকীর্ণ হবে যেমন বর্শার ফলা কাঠের মধ্যে সংকীর্ণ করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

এ ভয়াবহ শাস্তির একটি অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে, কোন বড় প্রেসার কোকার যেখানে এক হাজার মানুষ আটবে, সেখানে যদি জোরপূর্বক দু'হাজার মানুষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদের শ্বাস নেয়াও মুশকিল হবে, হাত-পা জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা, ফলে নড়াচড়াও করতে পারবে না। আর ওপর দিয়ে প্রেসার কোকারের ঢাকনা মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে তা রান্না করার জন্য রাখা হয়েছে, এমতাবস্থায় কাফের মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক।
(সূরা ফুরকান-১৩, ১৪)

কিন্তু দূর-দূরান্তে মৃত্যুর কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আগেই মৃত্যুকে জবাই করে দেয়া হয়েছে, আর কাফেররা সর্বদাই এ ভয়াবহ শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

কাফেরকে পদবেড়ী লাগিয়ে আগুনের সংকীর্ণ রুমে ঢুকিয়ে ভয়াবহ শাস্তি কোন যালেমদেরকে দেয়া হবে? এর জবাবে সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ـ

যে শেষ বিচার দিবসকে অস্বীকার করে আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা ফুরকান-১১)

১. কিয়ামতকে অস্বীকার করার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হল, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে স্বাধীন জীবনযাপন, দ্বীন ও মতাদর্শকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার স্বাধীনতা, ইসলামী নিদর্শনসমূহকে অবমাননা করার স্বাধীনতা, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা বিস্তারের

স্বাধীনতা, সৌন্দর্য ও দেহ প্রদর্শনের স্বাধীনতা, উলঙ্গ ছবি প্রকাশের স্বাধীনতা, গাইর মোহরেম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারী-পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা, গান, বাদ্য ও নৃত্য করার স্বাধীনতা, মদপান ও ব্যভিচার করার স্বাধীনতা, গর্ভপাত করার স্বাধীনতা, যৌনচারিতার স্বাধীনতা, ইচ্ছামত উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা।

২. মনে হচ্ছে যৌনচারিতায় প্রাচ্যবাসীরা কাওমে লূতকেও হার মানিয়েছে। ব্রিটিশ আদালতসমূহ যৌনচারিতাকে বৈধ বন্ধনের সমমান দিতে শুরু করেছে, গির্জাসমূহের কোন কোন পাদ্রী স্বীয় যৌনচারিতার কথা প্রকাশে গৌরববোধ করে, ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এমন অনেক মন্ত্রী আছে যারা নির্দ্বিধায় স্বীয় যৌনচারিতার কথা প্রকাশ করে। (তাকবীর ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ ইং)

৩. প্রাচ্যে ইচ্ছামতো উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা তো এখন আর কোন বড় বিষয় নয়। তবে একটি সংবাদ বিবেচ্য যে, সিটেলে ৩৭ বছরের এক মহিলা হাইওয়ের মাঝে এক খাম্বা ধরে নৃত্য করতে করতে ওপরে চড়ে গিয়ে গান গাইতে লাগল, তার হাতে একটি মদের বোতল ছিল, পুলিশ দ্রুত বিদ্যুৎ কোম্পানিতে ফোন করে বিদ্যুৎ বন্ধ করাল। কেননা মহিলা নেশাগ্রস্ত ছিল আর সে তার জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। মহিলার কাণ্ড দেখার জন্য ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেল, লোকেরা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত এ দৃশ্য দেখতে থাকল। শেষে পুলিশ খুব কষ্ট করে মহিলাকে নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে খাম্বা থেকে নামিয়ে গ্রেফতার করল। আর তাকে এ অভিযোগ করল যে, সে সেফ্‌টি এ্যাকট ভঙ্গ করেছে। যার ফলে ট্রাফিক জ্যাম লেগেছিল। (উর্দু নিউজ ১০ নভেম্বর ১৯৯৯ইং) মদপান এবং উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

প্রত্যেক ঐ বিষয়ের স্বাধীনতা যার মাধ্যমে নারী পুরুষের অবাধ যৌনচর্চা চলে। এ স্বাধীনতার বিনিময়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসস্থানে জিঞ্জিরাবদ্ধ পা নিয়ে কত বেদনাদায়ক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে, হায় আফসোস! কাফেররা যদি তা আজ জানতে পারত!

কিন্তু হে মানবমণ্ডলী! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে জানে, একটু চিন্তা কর আর উত্তর দাও যে পৃথিবীর এ স্বাধীনতার বিনিময়ে জাহান্নামের এ বন্দীশালা গ্রহণ করতে কি প্রস্তুত আছ? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হালাল করা বিষয়সমূহকে হারাম করে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসস্থানে জীবন যাপন করা কি সহজ বলে মনে করছ? অথচ তারা মনে করে না আল্লাহর ঐ বাণী–

قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ـ

তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত। যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।

(সূরা ফুরকান-১৫)

৪. চেহারায় অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করার মাধ্যমে শাস্তি।

জাহান্নামে শুধু আগুন আর আগুনই হবে। জাহান্নামীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ আগুনের মাঝে নিমজ্জিত থাকবে। এরপরও কুরআন মাজীদে কোন কোন অপরাধী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের চেহারায় আগুনের শিখা প্রজ্জলিত করা ও চেহারাকে আগুন দিয়ে গরম করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন : "ঐ দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আল কাতরার, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল"। (সূরা ইবরাহিম-৪৯, ৫০)

আল্লাহ মানব দেহকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তা সম্পর্কে তিনি বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ـ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম আকৃতিতে। (সূরা ত্বীন-৪)

মানুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে চেহারাকে আল্লাহ্ সুন্দর, ইজ্জত, মাহাত্ম্যের নিদর্শন করেছেন। তৃপ্তিদায়ক চোখ, সুন্দর নাক, মানানসই কান, নরম ঠোঁট, গণ্ডদেশ ইত্যাদি। যৌবনকালে কালো চুল মানুষের সৌন্দর্য ও আকৃতিতে আরো উজ্জল করে। আবার বৃদ্ধ বয়সে চাঁদির ন্যায় সাদা চুল মানুষের সম্মান ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন। চেহারার ঐ সম্মান ও মাহাত্মের মর্যাদায় রাসূল ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, "স্ত্রীকে যদি প্রহার করতে হয় তাহলে তার চেহারায় প্রহার করবে না"। (ইবনে মাজাহ)

চিকিৎসা শাস্ত্রে চেহারা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অধিক সংবেদনশীল। চোখ, কান, নাক, দাঁত ও গণ্ডদেশ ইত্যাদির রগসমূহ মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত। চেহারা মস্তিষ্কের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে রক্তের চলাচল শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি দ্রুত। তাই সামান্য রাগের কারণে চেহারার রগ দ্রুত লাল হয়ে যায়। চেহারার এক অংশে কোন সমস্যা হলে সমস্ত চেহারাই ঐ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যায়। যদি শুধু দাঁতে কোন ব্যথা হয় চোখ, কান, মাথায়ও ব্যাথা অনুভব হয়। আর

এ ব্যাথা এত বেশি হয় যে, এ সময়ে মানুষের সময় যেন অতিক্রান্ত হয় না। সে যত দ্রুত সম্ভব তা থেকে রক্ষা পেতে চায়। শরীরের এ সমবেদনশীল অংশে যখন জাহান্নামের অত্যাধিক গরমে উনুনের শিখা প্রজ্জলিত করা হবে, তখন কাফেরদের কত কঠিন ব্যথা সহ্য করতে হবে, তার অনুমান জাহান্নামীদের এ আফসোস থেকে অনুভব করা যায় যে, তারা বলবে–

يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا۔

হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম (সূরা নাবা-৪০)

অপরাধীদেরকে যখন প্রহার করা হয়, তখন তারা সাধারণত হাত দিয়ে চেহারাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনুমান করা হোক যে যখন একদিকে অপরাধীদের হাত -পা ভারি জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা থাকবে, অন্য দিকে জাহান্নামের ভয়ানক ফেরেশ্তা বিনা বাধায় তার চেহারায় আগুনের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকবে। মূলত তাকে শারীরিক শাস্তির সাথে সাথে মারাত্মক অপমান ও লাঞ্ছনাও করা হবে। আর এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এক বা দু'ঘন্টা বা এক বা দু'সপ্তাহ, এক বা দু'মাসের জন্য বা এক বা দু'বছরের জন্য নয়, বরং তা সার্বক্ষণিকভাবে চলতে থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

"হায় যদি কাফেররা ঐ সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না, আর তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না"। (সূরা আম্বিয়া- ৩৯)

কোন বদ নসীব এ লাঞ্ছনাময় শাস্তির যোগ্য হবে? এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেছেন।

"সে দিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে, সে দিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম এবং তাঁর রাসূল কে মানতাম। তারা আরো বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম আর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। আর তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত"। (সূরা আহযাব ৬৬,৬৮)

যেহেতু পাপিষ্ঠদের অন্যায় এ হবে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে তাদের সরদার, গুরুদের অনুসরণ করেছে। কাফেরদের কুফরী আর মুশরিকদের শিরকের এ অবস্থা হবে যে, তারা তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে নাই বরং তাদের আলেম, দরবেশ, লিডার, বাদশাহদের অনুসরণ করেছে। যার বেদনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে কিয়ামতের দিন ভোগ করতে হবে।

আমাদের নিকট কাফের মুশরিকদের তুলনায় ঐ সমস্ত মুসলমানদের আচরণ বেশি বেদনাদায়ক যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কালেমা পাঠ করেছে, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস,জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বীকার করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোনো না কোনো ভুল বুঝের কারণে রাসূলের অনুসরণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মনে রাখুন রাসূল ﷺ-এর মিশন যেমন কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, তেমনিভাবে তার অনুসরণও কিয়ামত পর্যন্ত করে যেতে হবে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .

আমি মানুষের নিকট তোমাকে সু সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা সাবা-২৮)

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .

হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ-১৫৮)

অনুরূপভাবে আরো ইরশাদ হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। (সূরা ফোরকান-১)

সুতরাং যারা রাসূল ﷺ-এর মিশনকে তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত বলে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তারা তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আবার যারা রাসূল ﷺ কে শুধু আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকরূপে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথ (হাদীসের) অকাট্যতাকে অস্বীকার করছে তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আর যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে কুরআন মাজীদই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। এর সাথে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে"। (সূরা নাহাল ৪৪ আয়াত দ্র:)

এমনিভাবে যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে, কুরআন মাজীদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত আছে কিন্তু হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত নেই। তাই তার ওপর

আমল করা জরুরি নয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট।

(সূরা হিযর ৯ নং আয়াত দ্রঃ)

যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম স্বীয় ফিকহী মাসআলার গোড়ামীর কারণে স্বীয় ইমামগণের কথাকে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তার অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

অনুরূপভাবে যারা স্বীয় বুযুর্গদের মোরাকাবা ও কাশফকে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এমনিভাবে যারা স্বীয় আকাবেরগণের মোশাহাদা ও স্বপ্নকে রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

(সূরা হুজরাত ১ নং আয়াত দ্রঃ)।

আমরা অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে, মুসলমানদের সমস্ত গবেষণালয়ের নিকট, অত্যন্ত নিষ্ঠতা ও হামদর্দ নিয়ে আবেদন করছি যে, রাসূল ﷺ এর অনুসরণের বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এমন যেন না হয় যে, ইমামগণের আক্বীদা, বুযর্গদের মোহাব্বত, আর নিজস্ব দর্শনের গোড়ামী আমাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তিতে নিষ্পেষিত না করে। কেননা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর এ ধরনের বেদনাদায়ক পরিণতি ক্ষতির কারণ হবে।

اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ـ

জেনে রেখ, এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা যুমার- ১৫)

৫. গুর্জ ও হাতুড়ির আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি।

জাহান্নামে কাফের ও মোশরেকদেরকে গুর্জ ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ـ

আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ্ গুর্জসমূহ। (সূরা হাজ্জ-২১)

এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ এরশাদ করেন কাফেরদেরকে মারার গুর্জের ওজন এত বেশি হবে যে, যদি একটি গুর্জ পৃথিবীর কোথাও রাখা হয়, আর পৃথিবীর সমস্ত জ্বিন ও ইনসান তা উঠানোর জন্য চেষ্টা করে তাহলে তারা তা উঠাতে পারবে না।

(মুসনাদ আবু ইয়ালা)

জাহান্নামের পূর্বে কবরেও কাফেরদেরকে গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে। কবরের আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন : মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন উত্তরে নিষ্ফল হওয়ার পর কাফেরদের জন্য অন্ধ ও মূক ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, তাদের নিকট লোহার গুর্জ থাকবে, আর তা এত ভারী হবে যে, যদি কোন পাহাড়ের ওপর তা দিয়ে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড় অণু অণু হয়ে যাবে। ঐ গুর্জ দিয়ে অন্ধ ও মূক ফেরেশতা তাকে মারতে থাকবে আর সে চিৎকার করতে থাকবে। নবী ﷺ বলেন : কাফেরের চিৎকারের আওয়াজ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি জীব শুনে। ফেরেশতার আঘাতে কাফের মাটির মতো অণু অণু হয়ে যাবে, তখন সেখানে আবার রূহ ফেরত দেয়া হবে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

কিয়ামত পর্যন্ত বারংবার এ অবস্থা চলতে থাকবে।

জাহান্নামের শাস্তি কবরের শাস্তির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কঠিন ও বেদনাদায়ক হবে। কবরে হাতুড়ি ও গুর্জ দিয়ে আঘাতকারী ফেরেশতা যদি অন্ধ ও মূক হয় তাহলে জাহান্নামের ফেরেশতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেন–

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ـ

তাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট ফেরেশতা। (সূরা তাহরীম-৬)

ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জাহান্নামীদের প্রথম গ্রুপ যখন সেখানে যাবে তখন দেখবে যে, দরজার সামনে চার লক্ষ ফেরেশতা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যাদের চেহারা হবে অত্যন্ত ভয়ানক ও খুবই কালো। আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া বের করে নিয়েছেন, ফলে তারা হবে অত্যন্ত নির্দয়। এ ফেরেশতাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হবে এই যে–

لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ـ

ঐ ফেরেশতারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না, আর তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে। (সূরা তাহরীম-৬)

অর্থাৎ : আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যেমন শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সাথে সাথে তেমন শাস্তিই দিতে শুরু করবে। এক পলকের জন্যও বন্ধ করবে না। এ ফেরেশতারা কাফেরদেরকে এত কঠিন পদ্ধতিতে শাস্তি দিতে থাকবে যে, বড় বড় পাপিষ্ঠদের কলিজা চালনির মতো ছিদ্র হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

এ হল কাফেরদের পরিণতি ও তাদের কুফরীর শাস্তি। মূলত কাফের আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সর্বাধিক পরিত্যাজ্য ও লাঞ্ছিত সৃষ্টি। পৃথিবীতে ঈমানের সম্পদের চেয়ে মূল্যবান আর কোন সম্পদ নেই, হায় যদি মুসলমানরা পৃথিবীতে এ সম্পদকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারত, কাফেররা তো নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন (জাহান্নামের) শাস্তি দেখে এ কামনা করবে যে–

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ـ

হায়! তারা যদি সৎপথের অনুসরণ করত। (সূরা কাসাস-৬৪)

৬. বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি।

জাহান্নামে বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমেও শাস্তি হবে। সাপ ও বিচ্ছু উভয়কেই মানুষের দুশমন মনে করা হয়, আর এ উভয়ের নামের মাঝেই এত ভয় ও আতংক রয়েছে যে, যদি কোন স্থানে সাপ ও বিচ্ছুর অবস্থান সম্পর্কে মানুষ অবগত থাকে, তাহলে সেখানে মানুষের বসবাসের কথাতো অনেক দূরে; বরং কোন ব্যক্তি ঐ দিক দিয়ে রাস্তা অতিক্রমের ঝুকিও নিতে রাজি হবে না। কোন কোন সাপের আকৃতি, প্রকৃতি, রং, লম্বা, নড়াচড়া, স্বাভাবিকতা এমন থাকে যে, তা দেখামাত্রই মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। সাপ বা বিচ্ছু সর্বাধিক কতটা বিষাক্ত হতে পারে? তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে, এ সিদ্ধান্ত নেয়া দুষ্কর নয় যে, সাপ অত্যন্ত ভয়ানক ও মানুষের জানের শত্রু। দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সে বিদ্যমান একটি বিষাক্ত সাপ সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছে সেখানকার এক একটি সাপ দেড় মি: লম্বা। আর এক একটি সাপের বিষ দিয়ে এক সাথে পাঁচজন লোককে নিহত করা সম্ভব।

১৯৯৯ইং, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি রিয়াদ, সউদী আরবের ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অত্যন্ত বিষাক্ত সাপের প্রদর্শনীও করা হয়েছিল। কাঁচের বাক্সে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে কোনো কোনোটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য দেয়া হয়েছিল।

অ্যারাবীয়ান কোবরা (Arabin Cobra) যা আরব দেশগুলোতে পাওয়া যায় তা এতো বিষাক্ত যে, তার বিষের মাত্রা বিশ মি: গ্রাম, ৭০ কি: গ্রাম ওজনের মানুষকে সাথে সাথেই ধ্বংস করতে পারে। আর এ কোবরা তার মুখ থেকে এক সাথে ২০০ কি: – ৩০০ কি: গ্রাম বিষ দুষমনের ওপর নিক্ষেপ করে।

কান্‌গ কোবরা' যা ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে পাওয়া যায়, এদের ছোবলগ্রস্ত লোকও সাথে সাথেই মারা যায়। প্রাচ্যের দেশসমূহের বিদ্যমান সাপসমূহ (West Diamond Black Snack) অত্যন্ত বিষাক্ত সাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার থুথু নিক্ষেপকারী বিষাক্ত সাপ (Indonesia Spitting Cibra) ২ কি: লম্বা হয়ে থাকে যা ৩ কি: দূরে থেকে মানুষের চোখে পিচনকারীর ন্যায় বিষ নিক্ষেপ করে থাকে, যার ফলে মানুষ সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করে।

জাহান্নামের পূর্বে কবরেও কাফেরদেরকে সাপের ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। তাই কবরের আযাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন : যে কাফের যখন মোনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে নিষ্ফল হবে, তখন তার জন্য নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হবে। যা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে ছোবল মারতে থাকবে। কবরের সাপ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন : যদি এ সাপ একবার পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে পৃথিবীতে কখনো আর কোন ঘাস উৎপাদিত হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

নিঃসন্দেহে কবরে ও জাহান্নামে ধ্বংসকারী সাপসমূহ পৃথিবীর সাপের তুলনায় বহুগুণ বেশি বিষাক্ত, ভয়ানক ও আতংক সৃষ্টিকারী হবে। পৃথিবীর কোন সাধারণ সাপের দংশনে মানুষের যে অবস্থা হয় তা হল প্রথমত সে বেঁহুশ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত : দংশনকৃত অংশটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত : মুখ, কান এমনকি চোখ দিয়েও রক্ত ঝরতে থাকে। শুধু একবার দংশনের ফলেই এ অবস্থা হয়, তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে যে, যে মানুষকে পৃথিবীর সাপের তুলনায় হাজার গুণ বেশি বিষাক্ত সাপ বারবার দংশন করতে থাকবে সে তখন কি পরিমাণ বেদনাদায়ক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে। (আল্লাহ্ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন।)

বিচ্ছুর দংশনের প্রতিক্রিয়া সাপের দংশনের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অধিক বেশি হবে। বিচ্ছুর দংশনের ফলে মানুষের সাথে সাথে নিম্নোক্ত অবস্থা হয়।

প্রথমত : দেহ ফুলে উঠে।

দ্বিতীয়ত : শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।

জাহান্নামের বিচ্ছুর কথা বর্ণনা করতে গিলে রাসূল ﷺ বলেন : তা খচ্চরের সমান হবে, আর তার একবার ছোবলের ফলে কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত ব্যথা অনুভব করতে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

এর অর্থ হল এই যে, বিচ্ছুর বারবার দংশনের ফলে জাহান্নামী বার বার ফুলে উঠবে এবং দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থাও বার বার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ হবে ঐ কঠিন শাস্তির একটি ধরন। যা মাত্র কাফেরকে দেয়া হবে। কাফের কি জাহান্নামে

ঐ সাপ ও বিচ্ছুসমূহকে মেরে ফেলবে? না কোথাও পালিয়ে যাবে, না কোন আশ্রয়স্থল পাবে? আল্লাহ্ কতইনা সত্য বলেছেন–

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ـ

কোনো কোনো সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো।
(সূরা হিযর-২)

কিন্তু হে ঈমানদাররা! জাহান্নাম ও তার আযাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী! তোমরা তো আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করবে এবং আল্লাহ্ তার রাসূলের নাফরমানী করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে জেনে ও মেনেও যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়, তাহলে তো তাঁর শাস্তি আরো বেশি কঠিন হবে।

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

তোমরা কি তা থেকে বিরত থাকবে? (সূরা মায়েদা-৯১)

৭. দেহকে বিকট আকৃতি দেয়ার মাধ্যমে শাস্তি।

বর্তমান দেহ নিয়ে যেহেতু জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করা অসম্ভব তাই জাহান্নামীদের দেহকে অধিক পরিমাণে বড় করা হবে, যা নিজেই একটি শাস্তি হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেন : "জাহান্নামে কাফেরের একটি দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবে। (মুসলিম)

এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ কোন পার্থক্যহীনভাবে সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি ও মানানসই দেহ দান করেছেন। যদি ঐ মানানসই শরীরের কোন একটি অঙ্গ বেমানান হয়, তাহলে মানুষের আকৃতি অত্যন্ত কুৎসিত ও হাস্যকর হয়ে যায়। চিন্তা করুন ৫ বা ৬ ফিট শরীরের সাথে ১০ ফিট লম্বা বাহু যদি সংযুক্ত হয় বা কপালের ওপর ১ ফিট লম্বা নাক সংযোগ করা হলে, মানুষের আকৃতি কি পরিমাণ কুৎসিত হতে পারে। বরং তা হবে অত্যন্ত ভয়ানক। সম্ভবত জাহান্নামে কাফেরের দেহকে এ বেমানান আকৃতিতে বৃদ্ধি করে অত্যধিক ভীতিকর ও আতংকময় করা হবে। (এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন)

মানব দেহ কষ্টের দিক থেকে তার চামড়া সর্বাধিক অনুভূতিপরায়ণ। আর এ কারণেই কাফেরকে জাহান্নামে অধিক শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে, জ্বলন্ত চামড়াকে পরিবর্তনের কথা কুরআনে বার বার বিশেষভাবে এসেছে।

(সূরা নিসা ৪ নং আয়াত দ্রঃ)

চামড়াকে যখন টানা হয়, তখন কেমন ব্যথা হয়। তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, বাহু বা পায়ের ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া দেয়ার জন্য, চামড়াকে যদি সামান্য পরিমাণে টানা হয়, তাহলে এর ব্যথায় মানুষ ছটফট করতে শুরু করে দেয়। ঐ চামড়াকে টেনে যখন লম্বা করা হবে, যার বর্ণনা হাদীসে এসেছে, তাতে কাফেরের কত মারাত্মক কষ্ট হবে। সম্ভবত দুনিয়াতে তার কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

এত বিশাল দেহের অধিকারী কাফেরকে যখন বড় বড় সাপ ও বিচ্ছু বার বার দংশন করতে থাকবে এবং তার গোশত খেতে থাকবে, তখন তার বিষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বেহুঁশ, ফুলা, রক্ত রঞ্জিত এবং হাঁপানো ও কম্পমান কাফেরের ভয়ানক দৃশ্যের কল্পনা করুন!

মানুষকে তার দেহ নিয়ে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে। এ দেহ যদি অস্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে যায়, তাহলে মানুষের জন্য উঠাবসা ও চলাফিরা করা এক কঠিন হয়ে যায়, যেন জীবনটা একটা শাস্তি। আর মোটা হওয়ার কারণে শরীরের আরো বহু প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যেমন মন রোগ, শ্বাস কষ্ট, চোখের সমস্যা, জাহান্নামে কাফেরের দেহ বড় হওয়ার কারণে অন্যান্য সমস্যাও শাস্তি আকারে দেখা দিবে, কি দিবে না দিবে এটা তো আল্লাহই ভালো জানেন।

কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, ফেরেশতা গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে তাকে মারবে বা সাপ ও বিচ্ছু ছোবল মারতে থাকবে। ফলে কাফের হরকতও করতে পারবে না। আর যদি কখনো তাকে জোর করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে চায়, তাহলে কাফেরের জন্য এক কদম উঠানো এত কঠিন হবে যে, এটাই একটি বেদনাদায়ক শাস্তিতে পরিণত হবে। কাফের জাহান্নামে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলবে : হে আল্লাহ! এক বার এখান থেকে বের কর, পরে আমরা নেককার হয়ে এখানে আসব। উত্তরে বলা হবে–

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ -

সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(সূরা ফাতির-৩৭)

আল্লাহ স্বীয় রহমত, দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত উদারভাবে নি'আমত দানকারী বাদশা, অনুগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ালু।

৮. মারাত্মক ঠাণ্ডার দ্বারা শাস্তি।

আগুন যেভাবে মানুষের দেহকে জ্বালিয়ে দেয়, তেমনিভাবে মারাত্মক ঠাণ্ডাও মানুষের দেহকে ঢিলা করে দেয়। তাই জাহান্নামে অত্যধিক ঠাণ্ডার শাস্তিও থাকবে। জাহান্নামে ঐ স্তরটির নাম হবে 'যামহারীর'। যামহারীর কত কঠিন ঠাণ্ডা হবে তার জ্ঞান তো একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত মহান আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু এ ঠাণ্ডা যেহেতু শাস্তি দেয়ার জন্য হবে, সুতরাং তা তো অবশ্যই এ ঠাণ্ডা থেকে কয়েক গুণ বেশি হবে। এ দুনিয়ার যে কোন ঠাণ্ডার মৌসুমে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। যা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গরম পোশাক কম্বল, লেপ, হিটার, অঙ্গার ধানিকা, গরম গরম খানা-পিনা, আরো কত কি, এরপরও মানুষের অস্বাভাবিক অসাবধানতার ফলে, সাথে সাথেই মানুষ কোন না কোন সমস্যায় পড়ে যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যতীত মানুষকে যদি পোশাকহীন পৃথিবীর ঠাণ্ডায় থাকতে হয়, তাহলে তাও এক প্রকার কঠিন শাস্তি হবে। অথচ রাসূল ﷺ বলেন : "পৃথিবীর ঠাণ্ডা জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগের কারণে হয়ে থাকে। (বোখারী)

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, শুধু জাহান্নামের অভ্যন্তরীণ শ্বাস থেকে সৃষ্ট ঠাণ্ডা যদি মানুষের জন্য অসহ্য হয়, তাহলে জাহান্নামের অভ্যন্তরীণ ঠাণ্ডার স্তর 'যামহারীরে' মানুষের কি অবস্থা হবে?

আল্লাহ্ মানুষকে অত্যন্ত নরম ও মোলায়েম করে তৈরি করেছেন। এত নরম ও মোলায়েম যে শুধু ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মাঝে সে সুস্থ থাকতে পারে। এর চেয়ে কম বা বেশি উভয় তাপমাত্রাই অসুস্থতার লক্ষণ। যদি শরীরের তাপমাত্রা ৩৫ এর কম হয়ে ৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। আর যদি এ তাপমাত্রা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে শরীরের কোন অংশে ৬.৭৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (বা ২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে শরীরের ঐ অংশটি ঠাণ্ডার কারণে ঢিলা হয়ে বা পঁচে সাথে সাথে পৃথক হয়ে যায়, যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে "FROST BITE' বলে।

অনুমান করা যাক যে, যামহারীরে যদি এতটুকু ঠাণ্ডা থাকে যে, শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৬.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (বা ২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে ঐ আযাবের অবস্থা এ হবে যে, জীবিত মানুষের দেহ ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায় বালুর মত দানা দানা হয়ে অণুতে পরিণত হবে। অতপর তাকে নূতন করে দেহ দেয়া হবে। যতক্ষণ সে যামহারীরে থাকবে ততক্ষণ সে ঐ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। এ ভাগ শুধু সাইন্স ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখানো হল। যখন একথা স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আগুনের ন্যায় যামহারীরের ঠাণ্ডাও পৃথিবীর ঠাণ্ডার

চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কঠিন হবে। যামহারীরের বাস্তব ঠাণ্ডার শাস্তি যথাযথ অবস্থা কি হবে, তা হয়ত আমরা এ দুনিয়াতে কল্পনাও করতে পারব না। কিন্তু এ বিষয়ে মোটেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, জাহান্নামের আগুন হোক আর যামহারীরের ঠাণ্ডা, উভয় অবস্থায়ই কাফের জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিবে। আর বার বার মৃত্যু কামনা করবে।

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ـ

তারা চিৎকার করে বলবে : হে মালিক! (জাহান্নামের রক্ষক) তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।

উত্তরে বলা হবে– قَالَ اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ

সে বলবে তোমরা তো এভাবেই থাকবে। (সূরা যুমার-৭৭)

আল্লাহ্ সব মুসলমানকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে যামহারীরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহম ও অনুগ্রহপরায়ণ।

৯. আরো কতিপয় অজানা শাস্তি।

কুরআন ও হাদীসে আগুন ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রকার আযাবের যেখানে সাধারণ বর্ণনা হয়েছে, সেখানে কোন কোন পাপের বিশেষ বিশেষ আযাবের উল্লেখও করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা একথাও উল্লেখ করেছেন–

وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ـ

আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সোয়াদ-৫৮)

আবার কোথায়ও শুধু বলা হয়েছে– عَذَابٌ اَلِيْمٌ বেদনাদায়ক শাস্তি"।

আবার কোথায়ও عَذَابٌ عَظِيْمٌ "প্রচণ্ড শাস্তি"

আবার কোথায়ও عَذَابٌ شَدِيْدٌ "কঠিন শাস্তি" বলেই শেষ করা হয়েছে।

"এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি"। "বেদনাদায়ক শাস্তি" "প্রচণ্ড শাস্তি" "কঠিন শাস্তি" ইত্যাদি কি ধরনের হবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন। মনে হচ্ছে যে, জেলখানায় যেমন সন্ত্রাসীদের শাস্তি সুনির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু এরপরও কিছু কিছু বড় বড় সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে, অফিসাররা কোন কোন সময় শুধু বলে দেয়

যে, অমুক সন্ত্রাসীকে ইচ্ছামতো শিক্ষা দাও। আর জল্লাদ ভালো করেই জানে যে, এ নির্দেশের মাধ্যমে অফিসারদের উদ্দেশ্য কি এবং এ ধরনের সন্ত্রাসীদেরকে শিক্ষা দেয়ার কি ব্যবস্থা আছে। এমনিভাবে আল্লাহ কাফেরদের বড় বড় নেতাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য, শুধু এতটুকু বলেছেন যে, অমুক অমুক মোজরেমকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরী ভালো করে জানে যে, বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কি কি পদ্ধতি আছে। আর যে মোজরেম প্রচণ্ড আযাবের হকদার, তাকে প্রচণ্ড শাস্তি কিভাবে দিতে হবে, তাও তার জানা আছে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

এ হল ঐ জাহান্নাম এবং তার শাস্তি যা থেকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত করেছিলেন। আর তিনি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে কোন প্রকার ক্রটি করেননি। লোকদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন যে–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

একটি খেজুরের (সামান্য) অংশ দান করার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যার পক্ষে এতটুকুও সম্ভব নয়, সে যেন ভালো কথা বলার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচে। (মুসলিম)

অর্থাৎ : জাহান্নাম থেকে বাঁচা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যার নিকট দান করার মতো কোন কিছুই নেই, সে যেন একটি খেজুরের একটু অংশ দান করে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়। আর যার পক্ষে তাও সম্ভব নয়, সে যেন ভালো কথা বলার মাধ্যমে নিজেকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে।

রাসূল ﷺ-এর বাণীর অংশটি "যার নিকট খেজুরের একটি টুকরাও নেই" একথা প্রমাণ করছে যে, তিনি তার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কত আগ্রহী ও শুভকামনা করতেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দোয়া এমনভাবে শিখাতেন, যেমন কুরআন মাজীদের সূরা শিখাতেন। (নাসায়ী)

মালেক বিন দিনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যদি আমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকত তাহলে আমি তাকে সমগ্র পৃথিবীতে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করতাম যে, সে ঘোষণা করবে যে, হে লোকেরা! জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। হে লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। সমগ্র পৃথিবীতে না হোক, অন্তত এটুকু তো আমরা প্রত্যেকে করতে পারি যে, নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে

জাহান্নাম থেকে সতর্ক করি। নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করি। নিজের বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করি যে, হে লোকেরা! খেজুরের একটি টুকরা দান করার মাধ্যমে হলেও, জাহান্নাম থেকে বাঁচ, আর তা সম্ভব না হলে ভালো কথার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচ। (মুসলিম)

৩. শাস্তির পরিমাপ থাকা চাই!

জাহান্নামের আগুন ও তার বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা অধ্যয়নের সময় মানুষের পশম দাঁড়িয়ে যায় এবং মনের অজান্তেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করতে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও মনে পড়ে যে জীবনের সমস্ত পাপ যতই হোক না কেন এ গুনাহসমূহের শাস্তির জন্য একটি পরিসীমা থাকা দরকার ছিল। আর ঐ সত্ত্বা যিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, তিনি সর্বসময়ের জন্য কি করে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে প্রথমে আল্লাহর শাস্তি ও সাজা সম্পর্কে একটি নিয়ম আমরা পাঠকদের দৃষ্টিগোচর করতে চাই যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করে, তার আমলনামায় ঐ সমস্ত লোকদের আমলের সমান সওয়াব লেখা হবে, যারা তার আহ্বানে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ তাদের (পরস্পরের) সওয়াবের মধ্যে মোটেও কমতি হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহির পথে আহ্বান করে, তার আমলনামায় ঐ সমস্ত লোকদের পাপের সমান পাপ লিখা হবে, যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাপে লিপ্ত হয়েছে। অথচ পাপকারীদের পরস্পরের পাপের মধ্যে কোন কমতি হবে না। (মুসলিম)

এ নিয়মের বিস্তারিত বর্ণনা হাবীল কাবীলের ঘটনার মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়। যে ব্যাপারে নবী ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হলে আদম (আ)-এর প্রথম সন্তান কাবীল (হত্যাকারী) ও ঐ পাপের ভাগী হবে। কেননা সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রথা চালু করেছে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ নিয়মের আলোকে একজন কাফের শুধু তার নিজের পাপের সাজাই ভোগ করবে না, বরং তার সন্তান, সন্তানদের সন্তান... এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশে যত কাফের জন্মগ্রহণ করবে এ সমস্ত কাফেরদের কুফরীর সাজা, প্রথম কাফের পাবে, যে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে মানতে অস্বীকার করেছে। সাথে সাথে এ সমস্ত কাফেররা তাদের স্ব স্ব কুফরীর সাজাও পাবে। এ আচরণ ঐ সমস্ত কাফেরের সাথে করা হবে, যারা তাদের সন্তানদেরকে কুফরীর সবক দিয়েছে এবং

কুফরীর ওপর অটল রেখেছে। এ নিয়মের আলোকে প্রত্যেক কাফেরের পাপের সূচি এত বৃহৎ মনে হয় যে, জাহান্নামে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা ন্যায়পরায়ণতার আলোকে সঠিক বলেই স্পষ্ট হয়। এতো গেল ব্যক্তিগত একক কুফরীর কথা, আর যদি কোন কাফের কুফরীকে সামাজিক আন্দোলনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, কোন সমাজ বা কোন রাষ্ট্র বা সমগ্র পৃথিবীতে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, তাহলে এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টা তার মূল পাপের সাথে আরো পাপ বৃদ্ধির কারণ হবে। আর এ বৃদ্ধির পরিমাপ ঐ বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে যে, এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে কত লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর এ আন্দোলনকে প্রচার করার জন্য কত কত এবং কি কি পাপ করা হয়েছে।

যেমন : লেলিন কমিউনিজম নামক ভ্রান্ত আবিষ্কার করেছিল, এরপর ঐ ভ্রান্ত মতবাদকে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাখ মানুষ নির্দ্বিধায় নিহত হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী লাখ মানুষের ওপর নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়েছে। শহর কি শহর, গ্রাম কি গ্রাম পদদলিত করা হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে, ইসলামের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম নেয়াতে নিয়মানুবর্তিতা, আযানে নিয়মানুবর্তিতা, সালাতে নিয়মানুবর্তিতা, কুরআনে নিয়মানুবর্তিতা, মসজিদ ও মাদরাসায় নিয়মানুবর্তিতা, আলেম উলামাদের প্রতি দূরাচরণ।

এ সমস্ত অপরাধ লেলিনের পাপ বৃদ্ধির কারণ হবে। সে শুধু তার বংশগত কাফেরদের কুফরিরই জিম্মাদার নয়, বরং অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পাপের বোঝা বহন করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। হত্যা, মারামারি ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাপের সূচি ও তার বদ আমলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সর্বশেষ ধরনের ইসলামের শত্রু কট্টর কাফেরের জন্য জাহান্নামের চেয়ে অধিক উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে?

১৮৪৬ ইং মার্চ মাসে মহারাজা গোলব সিং কাশ্মীর খরিদ করে তার জোরপূর্বক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করল। তখন দু'জন নেতৃস্থানীয় মুসলমান মল্লি খাঁন এবং সবজ আলী খাঁন তার প্রতিবাদ জানাল। তখন গোলব শিং এ উভয় নেতাকে উল্টা করে ঝুলিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তাদের চামড়া ছিলার নির্দেশ দিল। এ দৃশ্য এক ভয়ানক ছিল যে, গোলব শিংয়ের ছেলে রামবীর শিং সহ্য করতে না পেরে দরবার থেকে উঠে গেল, তখন গোলব শিং তাকে ডাকিয়ে বলল : যদি তোমার মধ্যে এ দৃশ্য দেখার মতো সাহস না থাকে, তাহলে তোমাকে যুবরাজের পদ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনীর এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত শাস্তি জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কি হতে পারে?

ভারত বিভক্তির সময় লর্ড মাউন্টবেটিন, স্যার পেটিল, হেজাক্সী লেসী, নেহেরু, আন্জহানী, গান্ধীরা জেনে বুঝে যেভাবে ইসলামের শত্রুতার ঝড় তুলে ও নির্দ্বিধায় মুসলমানদেরকে হত্যা করিয়েছে, মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত হরণ করেছে, মাসুম শিশুদেরকে কতল করেছে, এর প্রতিশোধ যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন, তার সাপ, বিচ্ছুরা না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরপরাধে নিহত মুসলমান, পবিত্র মুসলিম মহিলা, মাসুম মুসলিম শিশুদের কলিজা কি করে ঠাণ্ডা হবে? এমনিভাবে বসনিয়া, কসোভো ও সিসান ইত্যাদি।

সুতরাং ঐ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ সত্ত্বা যিনি মানুষের অন্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষার খবর রাখেন, কাফেরের জন্য যত শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা কাফেরের উপযুক্ত শাস্তি, তার প্রাপ্যের চেয়ে বিন্দু পরিমাণ কমও হবে না আবার বেশিও না। বরং ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে তার উপযুক্ত শাস্তিই হবে। অত্যন্ত দয়ালু তিনি কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

তোমার রব কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না। (সূরা কাহাফ-৪৯)

৪. স্বীয় পরিবার ও পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও

কুরআন মাজীদে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তার। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তারা তাই করে। (সূরা তাহ্রীম–৬)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ দুটি কথা স্পষ্ট শব্দে নির্দেশ দিয়েছেন–

১. নিজেকে নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

২. নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

পরিবার-পরিজন বলতে বুঝায় স্ত্রী, সন্তান, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথে সাথে নিজের স্ত্রী সন্তানদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বাধ্যগত। স্বীয় পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রকৃত কল্যাণকামীতার দাবিও তাই। এমনিভাবে যখন আল্লাহ তার রাসূলকে এ নির্দেশ দেন যে–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ .

তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে (জাহান্নামের আগুন) থেকে সতর্ক কর।
(সূরা শু'আরা-২১৪)

তখন নবী ﷺ স্বীয় পরিবার ও বংশের লোকদেরকে ডেকে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন। সব শেষে স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রা)-কে ডেকে বললেন–

يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا .

হে ফাতেমা! নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সামনে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। (মুসলিম)

নিজের পাড়া-প্রতিবেশী ও বংশের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার পর, নিজের কন্যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় দেখিয়ে, সমস্ত মুসলমানকে সতর্ক করলেন যে, স্বীয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোও পিতা-মাতার দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এক হাদীসে নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন "প্রত্যেকটি সন্তান ফিতরাত (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী, নাসারা বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে। (বোখারী)

যেন সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতা-মাতাই সন্তানদেরকে জান্নাত বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে মানুষের বহু দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। যেমন : মানুষ অত্যন্ত জালেম ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম-৩৪)

মানুষ অত্যন্ত তাড়াহুড়াকারী। (সূরা বনী ইসরাঈল-১১)

অন্যান্য দুর্বলতার ন্যায় একটি দুর্বলতা এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ দ্রুত অর্জিত লাভসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী বা অল্পই হোক না কেন? আর বিলম্বে অর্জিত লাভকে তারা উপেক্ষা করে চলে, যদিও তা স্থায়ী ও অধিকই হোক না কেন।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ـ

নিঃসন্দেহে তারা দ্রুত অর্জিত লাভ (অর্থাৎ দুনিয়া)-কে ভালোবাসে আর পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে। (সূরা দাহার-২৭)

এ হল মানুষের ঐ স্বভাবজাত দুর্বলতার ফল যে, পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে উচ্চ মর্যাদা লাভ, সম্মান এবং উচ্চ শিক্ষা দেয়ার জন্য অধিকাংশ সময় গুরুত্ব দেয়। চাই এ জন্য যত সময় এবং সম্পদই ব্যয় হোক না কেন, আর যত দুঃখ কষ্ট পোহানো হোক না কেন। অথচ অনেক কম পিতা-মাতাই আছে যারা, তাদের সন্তানদেরকে পরকালের স্থায়ী জীবন, উচ্চ পজিশন লাভের জন্য, দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য গুরুত্ব দেয়। যার অর্জন দুনিয়ার শিক্ষার চেয়ে সহজও বটে আবার দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকরও। দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী বেশিরভাগ সন্তান কর্মজীবনে স্বীয় পিতা-মাতার অবাধ্য থাকে এবং নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, পক্ষান্তরে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী বেশিরভাগ সন্তান, স্বীয় পিতামাতার অনুগত থাকে এবং তাদের সেবা করে। আর পরকালের দৃষ্টিতে তো অবশ্যই এ সন্তানরা পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকামী হবে। যারা সৎ মুত্তাকী ও দ্বীনদার হবে।

এ সমস্ত বাস্তবতাকে জানা সত্ত্বেও কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই ৯৯% মানুষই দুনিয়াবী শিক্ষাকে দ্বীনি শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেয়। আসুন মানবতার এ দুর্বলতাকে অন্য এক দিক দিয়ে বিবেচনা করা যাক।

ধরুন, কোন জায়গায় যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে ঐ স্থানের সমস্ত বসবাসকারীরা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, ভুলক্রমে যদি কোন শিশু ঐ স্থানে থেকে যায়, তাহলে চিন্তা করুন, ঐ অবস্থায় ঐ শিশুর পিতা-মাতার অবস্থা কি হবে? পৃথিবীর যে কোন ব্যস্ততা বা বাধ্যকতা যেমন ব্যবসা, ডিউটি, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা ইত্যাদি পিতা-মাতাকে শিশুর কথা ভুলিয়ে রাখতে পারবে? কখনো নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু আগুন থেকে বেরিয়ে না আসতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতা ক্ষণিকের জন্যও আরামবোধ করবে না। নিজের শিশুকে আগুন থেকে বাঁচানোর

জন্য যদি পিতা-মাতার জীবনবাজী দিতে হয়, তা হলে তাও দিবে। কত আশ্চর্য কথা যে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তো প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুভূতি এ কাজ করে যে, তার সন্তানকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে হলেও আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচানোর অনুভূতি খুব কম লোকেরই আছে। আল্লাহ তায়ালা কতই না সত্য বলেছেন।

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ـ

আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা-১৩)

নিঃসন্দেহে মানুষের এ দুর্বলতা ঐ পরীক্ষার অংশ যার জন্য মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী সে-ই যে এ পরীক্ষার অনুভূতি লাভ করেছে। আর এ পরীক্ষার অনুভূতি এই যে, মানুষ তার স্রষ্টা ও মনিবের হুকুম বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিবে। আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং নিজের স্ত্রী, সন্তানদেরকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে ঈমানের দাবী এই যে, প্রত্যেক মুসলমান নিজে নিজেকে এবং তার স্ত্রী-সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য ৬৯ গুণ বেশি চিন্তিত থাকবে। যেমন সে তার স্ত্রী-সন্তানকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুভব করে। এ দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান দু'টি বিষয় গুরুত্বের চোখে দেখবে :

প্রথমত : কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার গুরুত্ব : মূর্খতা ও অজ্ঞতা চাই তা দুনিয়ার ব্যাপারেই হোক আর দ্বীনের ব্যাপার হোক, তা মানুষের জন্য লাভ-ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন। তিনি বলেন—

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান? (সূরা যুমার-৯)

এ সর্বসাধারণের কথা, যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, হাশর-নশর সম্পর্কে অবগত আছে, জান্নাতের চিরস্থায়ী নি'আমতসমূহ এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তার জীবন ঐ ব্যক্তির জীবনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হবে যে, ব্যক্তি অফিসিয়ালভাবে আখেরাতকে মানে, কিন্তু হাশর নশরের অবস্থা জান্নাতের চিরস্থায়ী নি'আমত এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়। কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান যারা রাখে, তারা অন্য লোকদের মোকাবেলায় অধিক সঠিক পথে ঈমানদার এবং প্রতি কদমে তারা আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

মূলত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু (কুরআন ও হাদীসের) জ্ঞান যারা রাখে তারাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে। (সূরা ফাতের-২৮)

সুতরাং যারা স্বীয় সন্তানদেরকে দুনিয়ার শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে, তারা মূলত নিজের সন্তানদের আখিরাতকে বরবাদ করে, তাদের ওপর অধিক জুলুম করছে। আর যারা তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে সাথে, কুরআন কারীম ও হাদীসের শিক্ষাও দিয়ে যাচ্ছে, তারা শুধু তাদের সন্তানদেরকে তাদের আখিরাতই আলোকময় করছে না, বরং নিজেরা আল্লাহর আদালতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

দ্বিতীয়ত : ঘরে ইসলামী পরিবেশ তৈরি : শিশুর ব্যক্তিত্বকে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে হলে ও ঘরে ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, ঘরে আসা ও যাওয়ার সময় সালাম দেয়া, সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা, পানাহারের সময় ইসলামী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। দান-খয়রাত করার অভ্যাস গড়ে তোলা। শয়ন ও নিদ্রা থেকে উঠার সময়, দোয়া পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা। গান-বাজনা, ছবি না রাখা, এমনকি ফিল্মী ম্যাগাজিন, উলঙ্গ ছবিযুক্ত পেপার ইত্যাদি থেকে ঘরকে পবিত্র রাখা। মিথ্যা, গীবত, গালি-গালাজ, ঝগড়া থেকে বিরত থাকা।

নবীদের ঘটনাবলী, ভালো লোকদের জীবনী, কুরআনের ঘটনাবলী, যুদ্ধ, সাহাবাদের জীবনী সম্বলিত বই-পুস্তক শিশুদেরকে পড়ানো। পরস্পরের মাঝে উত্তম আচরণ করা, এ সমস্ত কথা ব্যক্তি সন্তানদেরকে ব্যক্তিত্ব গঠনে মৌলিক বিষয়বস্তু। সুতরাং যে পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য পুরাপুরি দায়িত্ব পালন করতে চায়, তার জন্য আবশ্যক যে, সে তার সন্তানদেরকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে ঘরের মধ্যে পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা।

৫. কবীরা গুনাহকারী কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে

উল্লেখিত নামে এ কিতাবে একটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে, যেখানে ঐ মুসলমানদের জাহান্নামে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে যে, যারা কিছু কিছু কবীরা পাপের কারণে প্রথমে জাহান্নামে যাবে এবং স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

উল্লেখিত অধ্যায়ে আমরা ঐ সমস্ত হাদীস বাছাই করেছি যেখনে রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে বলেছেন : "ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে" এরকম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা তার সাথে সম্পৃক্ত এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে করে কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এ থেকে এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে, এ কবীরা গুনাহসমূহ ব্যতীত আর এমন কোন গুনাহ নেই, যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। জাহান্নামের বর্ণনা নামক গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকেরা শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এ জন্য জরুরী ছিল যে, লোকদেরকে এ সমস্ত কবীরা গোনাহ থেকে সতর্ক করা যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ জন্য আমরা কোন আলোচনায় না গিয়ে ইমাম জাহাবীর 'কিতাবুল কাবায়ের' থেকে কবীরা গুনাহসমূহের সূচি পেশ করছি। এ আশায় যে আল্লাহর শাস্তিকে ভয়কারী, নেককার মুত্তাকী লোকেরা এ থেকে অবশ্যই উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

কবীরা গুনাহ কী?

আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়, সেগুলোই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا ـ

তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ মাফ করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা ৪– আন্ নিসা : আয়াত-৩১)

আল্লাহ্ তায়ালা এ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَـٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَامَا غَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ ـ

"আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।" (সূরা ৪২– আশ্ শূরা : আয়াত-৩৭)

এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ্ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَـٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ـ

আর যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহের কথা আলাদা।

(সূরা ৫৩– আন নাজম : আয়াত-৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "প্রতিদিন পাঁচবার সালাত, জুমুয়ার সালাত পরবর্তী জুমুয়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়– যদি 'কবীরা গুনাহ্'সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।" এ কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই। কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– "তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাক।

১. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা,

২. যাদু করা,

৩. শরীয়াতের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো,

৪. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা,

৫. সুদ খাওয়া,

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, এবং

৭. সরলমতি সতীসাধ্বী মু'মিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ।

(সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এর সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি।

হাদীসে কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে এতটুকু বুঝা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, কিংবা আখিরাতে ভীষণ আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূল ﷺ-এর ভাষায় সে অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই, বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয়– এরূপ বলা হয়েছে সেগুলো কবীরা গুনাহ।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল : কবীরা গুনাহ তো সাতটি। ইবনে আব্বাস বললেন : বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে ও তওবা করলে কোন কবীরা গুনাহই কবীরা থাকে না। অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা গুনাহও সগীরা থাকে না, বরং কবীরা হয়ে যায়। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন : কবীরা গুনাহ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশি পেয়েছেন।

এ কথাও সত্য যে, কবীরা গুনাহর ভেতরেও তারতম্য আছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার গুনাহ অমার্জনীয়।

আল্লাহ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا ـ

আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। এর নিচে যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন। অবশ্য শিরক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা।

(সূরা ৪– আন নিসা : আয়াত-৪৮)

কবীরা গুনাহসমূহ

১. শিরক করা।
২. হত্যা করা।
৩. জাদু করা।
৪. নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা।
৭. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।
৮. আত্মহত্যা করা।
৯. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।
১০. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করা।
১১. সমকাম ও যৌনবিকার।
১২. ব্যভিচার করা।
১৩. সুদের আদান প্রদান।
১৪. ইয়াতীমের ওপর যুলুম করা।
১৫. আল্লাহ ও রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা।
১৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা।
১৭. শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর যুলুম করা।
১৮. অহংকার করা।
১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা।
২০. মদ্যপান করা।
২১. জুয়া খেলা।
২২. সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা।

২৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাত করা।
২৪. চুরি করা।
২৫. ডাকাতি করা।
২৬. মিথ্যা শপথ করা।
২৭. যুলুম করা।
২৮. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা।
২৯. হারাম খাওয়া ও হারাম উপার্জন করা।
৩০. মিথ্যা বলা।
৩১. বিচার কার্যে অসততা ও দুর্নীতি করা।
৩২. ঘুষ খাওয়া।
৩৩. নারী-পুরুষের এবং পুরুষ-নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করা।
৩৪. নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দেয়া।
৩৫. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।
৩৬. প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা।
৩৭. রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা।
৩৮. নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন জ্ঞান অর্জন করা।
৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা।
৪০. নিজের কৃত দানখয়রাতের বা অনুগ্রহের খোটা দেয়া।
৪১. তাকদীরকে অস্বীকার করা।
৪২. মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা।
৪৩. নামীমা বা চোগলখুরি।
৪৪. বিনা অপরাধে কোন মুসলমানকে অভিশাপ ও গালি দেয়া।
৪৫. ওয়াদা খেলাপ করা।
৪৬. ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা।
৪৭. স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন করা।
৪৮. প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আঁকা।
৪৯. বিপদে দুর্যোগে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা।
৫০. বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা।
৫১. দুর্বল শ্রেণী, দাসদাসী বা চাকর-চাকরাণী ও জীবজন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা।
৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৫৩. মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা ও গালি দেয়া।

৫৪. সৎ ও খোদাভীরু বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া।

৫৫. দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা।

৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা।

৫৭. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া ও বৈধ আনুগত্যের বন্ধন একতরফাভাবে ছিন্ন করা।

৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে জন্তু যবাই করা।

৫৯. জেনেশুনে নিজেকে পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া।

৬০. জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব করা।

৬১. উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেয়া।

৬২. মাপে ও ওজনে কম দেয়া।

৬৩. আল্লাহর আযাব ও গযব নিজের জন্য সাব্যস্ত করা।

৬৪. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৬৫. বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করা ও একাকী সালাত আদায় করা।

৬৬. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর হক নষ্ট করা।

৬৭. ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা।

৬৮. কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় তথা অবৈধ ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা।

৬৯. মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট ফাঁস করা।

৭০. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।

আরো ৩৫টি গুরুতর কবীরা গুনাহ্

১. ইসলামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।

২. ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্য ও সীমাতিরিক্ত নমনীয়তা প্রদর্শন করা

৩. বিদয়াতে লিপ্ত হওয়া।

৪. গীবত করা।

৫. মুসলমানদের মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ ছাড়া জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করা ও শাসন পরিচালনা করা, কারচুপি ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা, নিজে পদপ্রার্থী হওয়া, পদপ্রার্থীকে নিয়োগ দান এবং অন্যকে ভোট দিতে বাধা দেয়া।

৬. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ না দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ না করা বা বাধা না দেয়া, সৎকাজে সহযোগিতা না করা বা বাধা দেয়া, অসৎ কাজে সহযোগিতা করা বা অত্যাচারীকে সমর্থন করা।

৭. সালাতের সামনে দিয়ে যাওয়া।

৮. পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা।

৯. ইসলামী হুদুদ বা দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে তদবীর, সুপারিশ বা অন্য কোন পন্থায় বাধা দান ও দণ্ডবিধি প্রয়োগে বৈষম্য করা।

১০. কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখা।

১১. আমীরের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী নেতার আনুগত্য না করা ও কোন ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

১২. গান, বাজনা ও নাচ করা।

১৩. পর্দার বিধান লংঘন ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছতর তথা শরীরের আবরণীয় অংশ উন্মোচন করা।

১৪. খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশি গোলাজাত করে রাখা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খুশী হওয়া।

১৫. পাওনা পরিশোধে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করা ও পাওনাদারকে হয়রানী করা বা মজুরি না দেয়া।

১৬. হিংসা করা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা।

১৭. মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ, বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করা, একে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, বিদ্রূপ করা ও তিরস্কার করা।

১৮. কোন মুসলমানের বিপদে খুশী হওয়া।

১৯. শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা।

২০. বিনা ওযরে ভিক্ষা করা, পরের সেবা ও সাহায্য চাওয়া ও পরের মুখাপেক্ষী হওয়া ও ঋণ করা।

২১. কাউকে তার পূর্বে কৃত গুনাহ লোক সম্মুখে ফাঁস করে দিয়ে লজ্জা দেয়া এবং বিনা অনুমতিতে কারো গোপনীয়তা ফাঁস করা।

২২. কোন মুসলমান সম্পর্কে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা।

২৩. মসজিদের অবমাননা করা।

২৪. অজানা বিষয়ে কথা বলা, গুজব রটানো, বিনা তদন্তে গুজবে বিশ্বাস করা ও জানা বিষয় গোপন করা।

২৫. পরিবারের প্রতি শরীয়তসম্মত আচরণ না করা, সুবিচার না করা এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অমান্য করা।

২৬. জেনেশুনে কোন পাপিষ্ঠ ও ইসলামীবরোধী ব্যক্তির সংসর্গে বাস করা, তাকে ভোট দেয়া, প্রশংসা করা ও আনুগত্য করা, সততা ছাড়া অন্য কিছুকে নেতৃত্বের মাপকাঠি মেনে নেয়া।

২৭. ইসলামের তথা আল কুরআন ও হাদীসের অত্যাবশ্যকীয় ও ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন না করা।

২৮. নিষিদ্ধ সময়ে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় ইবাদাত করা।

২৯. স্বাস্থ্যগত কারণ ও প্রবল জীবনাশংকা ব্যতীত নিছক অভাবের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ প্রভৃতি উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।

৩০. বিনা ওযরে জুময়ার সালাত না পড়া ও জুময়ার নিয়ম লংঘন করা।

৩১. কুরআন ও হাদীসের অবমাননা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, না জেনে অপব্যাখ্যা করা, অপবিত্রাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা, কুরআন তেলাওয়াতের সময় শ্রবণ না করা বা শ্রবণ করতে বাধা দেয়া, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান গোপন করা তথা বিতরণে বিনা ওযরে বিরত থাকা, বা বাধা দেয়া, বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করা, ইসলাম বিরোধী কাজ বিসমিল্লাহ বা কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু করা ইত্যাদি।

৩২. সমাজে ফেতনা তথা গোমরাহী ছড়ানো, মানুষ সৎ কাজে নিরুৎসাহিত হয় বা বাধা পায় এবং অসৎকাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

৩৩. বিনা ওযরে ফেতরা না দেয়া ও কোরবানী না করা।

৩৪. বিনা ওযরে সালামের জবাব না দেয়া ও কোন কাফেরকে প্রথম সালাম করা।

৩৫. উপযুক্ত পুরুষ থাকতে কোন নারীর হাতে পুরুষদের অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন : "যখন নারীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে তখন তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের চেয়ে ভূ-গর্ভই উত্তম হবে।"

অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً ـ

ঐ জাতি কখনো সফল হবে না যে জাতি (পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের) তাদের নেতৃত্বের ভার কোন নারীর ওপর অর্পণ করেছে। (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ـ

পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। (সূরা ৪—আন নিসা : আয়াত-৪৬)

কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উপায়

আল্লাহ্ বলেছেন : "হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সকল গুনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

বস্তুত: একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। তবে এ জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে–

১. আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া,

২. ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ্ না করার ওয়াদা করা,

৩. অবিলম্বে উক্ত গুনাহ্ একেবারেই ত্যাগ করা,

৪. গুনাহ্র সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান। আর গুনাহের সাথে যদি আল্লাহকে অধিকার জড়িত থাকে যেমন– যাকাত, রোযা, হজ্জ তাহলে তা কাফফারা ও কাযা আদায় করা।

এ চারটি শর্ত পালনপূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৬. আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতই যথেষ্ট

রাসূল ﷺ মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সর্বদিক থেকে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়েদা-৩)

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

আমি তোমাদের নিকট একটি স্পষ্ট বিধান নিয়ে এসেছি। (মুসনাদ আহমদ)

নবী কারীম ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেন-

لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا .

(ইসলামের) রাতগুলো দিনের ন্যায় পরিষ্কার। (ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ স্পষ্ট)। (ইবনে আবি আসেম)

মানুষের জীবনের যাবতীয় কার্যসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত

১. ইবাদত, ২. মু'আমালাত ও মু'আশারাত।

১. ইবাদত : ইবাদত কাকে বলে একজন সাধারণ ঈমানদারও বুঝে। তাই তাঁর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং মানুষের যাবতীয় ইবাদত হতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আর ইবাদতের তরিকা বা পদ্ধতি হবে রাসূল ﷺ-এর। আরো সহজে বলা যায়, ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহর আর পদ্ধতিও হবে একমাত্র বিশ্বনবী ও শেষ নবী রাসূল ﷺ-এর। তাই ইবাদতের তরিকা বা পদ্ধতি কোনকালে বা যুগে পরিবর্তনযোগ্য নয়। এখন থেকে ১৪ শত বছর পূর্বে যেরকম ছিল। আরো ১৪ শত বছর পরও সেরকমই থাকবে।

ইবাদতের পদ্ধতি কোন পীর, মুর্শেদ, খাজা বাবা, মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, ইমাম, মাজহাব ও তরিকা দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইবাদত বলে প্রমাণিত হতে হলে কুরআন ও সহিহ হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অবশ্যই থাকতে হবে। যদি সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া যায় তাহলে তা কখনো ইবাদত হতে পারবে না বরং তা হবে বিদ'আত যা সুস্পষ্ট গুমরাহি। এ জাতীয় বিদ'আতযুক্ত আমল দিয়ে জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। জান্নাতে যেতে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে বিদ'আত মুক্ত ও সুন্নাতযুক্ত নিরেট ইবাদত করতে হবে, যেরকম ইবাদত করেছেন রাসূল ﷺ-এর সম্মানিত সাহাবীগণ।

২. মু'আমালাত ও মু'আশারাত : মানুষের জীবনের দ্বিতীয় যে কাজটি করতে হয় তাহলো মু'আমালাত ও মু'আশারাত। এ শব্দ দুটি যদিও আরবী তথাপি এর সাথে আমরা পরিচিত। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলী যেমন- খাওয়া-দাওয়া, লেন-দেন, উঠা বসা, চাল-চলন, চলাফেরা, ঘুরাফেরা এগুলোর ব্যাপারেও মৌলিক নীতিমালা ইসলামের পক্ষ থেকে দেয়া আছে। কিন্তু এখানে এ দুটি শব্দ দ্বারা যা বুঝতে চাচ্ছি তাহলো যেমন- আমাদের প্রধান খাদ্য হল ভাত ও মাছ। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে, রাসূল ﷺ-এর প্রধান খাদ্য তো ভাত ও মাছ ছিল না, আপনি একজন মুসলমান হয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে কাজ করছেন কেন? এ জাতীয় প্রশ্ন হলো সম্পূর্ণ অবাস্তব, অবান্তর ও অবৈজ্ঞানিক। কেননা কুরআন ও হাদীসের

কোথাও নেই যে আপনাকে রাসূল ﷺ-এর মত রুটি-খেজুর, ছাতু ও যব খেতে হবে। তাছাড়া রাসূল ﷺ যে সমাজে ছিলেন সে সমাজের প্রধান খাদ্য ছিল– যব, রুটি, খেজুর ও ছাতু।

তাই আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হল ভাত-মাছ, এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান খাদ্য বিভিন্ন রকমের হবে এটাই স্বাভাবিক, তাই বলে বলা যাবে না যে, রাসূলের আমলের খেলাপ করা হচ্ছে। আবার আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হয়ত ৫০০ বছর পর ভাত ও মাছ নাও থাকতে পারে।

তাই সহজে বলতে পারি, মু'আমালাত ও মু'আশারাত সময়ের বিবর্তনে, যুগের আলোকে, মানব চাহিদার প্রয়োজনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে অবশ্যই তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন হবে। এই সংযোজন ও বিয়োজন এ ক্ষেত্রে কখনো কুরআন ও হাদীসের বিপরীত হবে না যতক্ষণ না শরীয়তের সুস্পষ্ট সীমা লংঘিত হবে। তাই বলা যায় ইবাদত হবে আল্লাহর রাসূলের দেয়া পদ্ধতির ১০০% অনুসরণের মাধ্যমে। আর মু'আমালাত ও মু'আশারাত হবে কুরআন ও সুন্নাহের নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে যুগের আলোকে।

সুতরাং এ দ্বীনে আজ আর কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। আর সেখানে কোন কিছু অস্পষ্টও নেই। আক্বীদার ব্যাপার হোক বা ইবাদতের বা জীবন যাপন বা উৎসাহ-উদ্দীপনা বা ভয় ভীতির ব্যাপার হোক, সকল বিষয়ে যতটুকু বলা প্রয়োজন ছিল তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলে দিয়েছেন। জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে যা যা দরকার ছিল তার সব কিছু আল্লাহ কুরআন মাজীদে স্পষ্ট করেছেন। কুরআন মাজীদের কোন পৃষ্ঠা এমন নেই যেখানে কোন না কোনভাবে জাহান্নাম বা জান্নাতের উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ এমন আছে যা শুধু হাশর, নশর, হিসাব-কিতাব, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। আর রাসূল ﷺ হাদীসের মধ্যে তা আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশে জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলোতে এমন মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনী বুযুর্গদের স্বপ্ন, ওলীদের মোরাকাবা মোশাহাদা, এমনকি দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে এসবই ইসলামের মধ্যে নুতন সংযোজন, যা পরিষ্কার বাতেল ও গোমরাহি। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নাফরমানী রয়েছে।

১৪২০ হি: সফর মাসে মদীনার বাকীউলগারকাদ নামক কবরস্থানে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা সউদী আরবে বহু প্রচার লাভ করেছিল, যা পরবর্তীতে পাকিস্তানের

সংবাদপত্র সমূহেও প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনার সার সংক্ষেপ এই যে, সালাত পরিত্যাগকারীর মৃতদেহ যখন দাফনের জন্য আনা হল তখন এক বিরাট অজগর সাপ মৃতের পাশে এসে বসল। সেখানে সালাতের প্রতি উৎসাহমূলক হাদীসসমূহও প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তারা যখন এ বিষয়টি অনুসন্ধান করল, তখন জানা গেল যে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। শুধু বেসালাতীদের সতর্ক করার জন্য তা রটানো হয়েছিল। এ রটনার প্রতিবাদ জেদ্দা থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'উর্দু নিউজে' ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ (৩০ জুমাদাল উলা ১৪২০ হি:) প্রকাশিত হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা হুজুরাত-১)

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি দুটি স্পষ্ট জিনিসের ওপর। আর তা হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত। আমাদের আক্বীদা ও ঈমান আমাদেরকে এতদুভয়কে অতিক্রম করার অনুমতি দেয় না। আর আমাদের এতটা সাহসও নেই যে আমরা বুযুর্গদের স্বপ্ন, আকাবেরদের মোরাকাবা, ওলীদের মোকাশাফা বা পীর-ফকীরদের মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনী মানুষের সামনে আল্লাহর দ্বীনরূপে উপস্থাপন করব। আর তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে পাপী বান্দা হিসেবে দাঁড়াবে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ـ

আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতদেরকে এ বিষয়ে তাকিদ করেছেন যে, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র রাস্তা আর তা হল, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন –

اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ـ

আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন জিনিস যা তোমরা মজবুতভাবে ধারণ করলে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং কুরআন তাঁর রাসূলের সুন্নাত হাদীস। (মোস্তাদরাক হাকেম)

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম শুনে তার অনুসরণ করছি, হেদায়েত এবং মুক্তির জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এর বাহিরে তৃতীয় কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন আমরা সকলেই আমাদের মহান রব-এর নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া করি। নিশ্চয়ই তিনি দোয়া শ্রবণকারী এবং তা কবুলকারী।

إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ -

নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শ্রবণকারী। (সূরা ইবরাহিম-৩৯)

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা! পাক পবিত্র অনুগ্রহপরায়ণ প্রভু! তুমি আমাদের মালিক, আমরা তোমার গোলাম, তুমি আমাদেরকে নির্দেশদাতা, আমরা তোমার নির্দেশ পালনকারী, তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আমরা অধীনস্থ, তুমি অমুখাপেক্ষী আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি ধনী আমরা ফকীর, আমাদের জীবন তোমার হাতে, আমাদের ফায়সালা তোমার ইচ্ছাধীন।

হে আমাদের ইজ্জতময় ও বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র প্রভু! তোমার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের কোন আশ্রয় নেই, তোমার সাহায্য ব্যতীত আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। তোমার দরজা ব্যতীত আমাদের আর কোন দরজা নেই। তোমার দরবার ব্যতীত আমাদের আর কোন দরবার নেই। তোমার রহমত আমাদের পাথেয়, আর তোমার ক্ষমা আমাদের পুঁজি, হে আমাদের কুদরতময়, বরকতময়, গুণময়, মর্যাদাবান, ওপরে অবস্থানকারী, বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র রব! তুমি স্বয়ং বলেছ যে, জাহান্নাম খারাপ ঠিকানা, তার আযাব মর্মন্তুদ, তাতে প্রবেশকারী না জীবিত থাকবে না মৃত্যুবরণ করবে, সুতরাং যাকে তুমি জাহান্নামে দিয়েছ সে তো লাঞ্ছিত হয়েই গেল।

হে আমাদের ক্ষমাপরায়ণ, দোষ গোপনকারী, অত্যন্ত দয়াময় রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, আমরা আমাদের সমস্ত কবীরা সগীরা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, বুঝা না বুঝা, জানা, অজানা গুনাহসমূহের কথা স্বীকার করছি, তোমার আযাবের ভয় করছি, তোমার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে।

হে শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, গুনাহ্ ক্ষমাকারী, দোষত্রুটি গোপনকারী পবিত্র প্রভু! যেভাবে এ দুনিয়াতে তোমার দয়ায় আমাদের গুনাহসমূহকে গোপন করে রেখেছ এভাবে কিয়ামতের দিনও স্বীয় রহমত দ্বারা আমাদের গুনাহসমূহকে ঢেকে রাখিও, আর স্বীয় রহমত দ্বারা ঐ দিনের অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করিও।

হে আরশে আযীমের মালিক! আকাশ যমিনের মালিক! প্রতিদান দিবসের মালিক! সমস্ত বাদশাহের বাদশা! বিচারকের বিচারক! পবিত্র রব! যদি তুমি আমাদের প্রতি দয়া না কর, তাহলে আমাদের প্রতি কে দয়া করবে? যদি তুমি আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান না করো তাহলে কে আমাদেরকে আশ্রয় দিবে? যদি তুমি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে না বাঁচাও তাহলে আমাদেরকে কে বাঁচাবে, তুমি যদি আমাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে কে আমাদের প্রতি দয়া করবে?

হে জিবরীল, মীকাঈল ইসরাফীল ও মুহাম্মদ ﷺ-এর মহান রব! আমরা জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তোমার রহমতের আশা রাখি যে, কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে নিরাশ করবে না। "আর আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, প্রতিদান দিবসে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা শু'আরা-৮২)

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا .

হে আমাদের পালনকর্তা ! জাহান্নামের আযাবকে আমাদের থেকে হটিয়ে দাও, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস, বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট। (সূরা ফুরকান-৬৫-৬৬)

৭. একটি ভ্রান্তির অপনোদন

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পর শয়তান যখন বিতাড়িত হল তখন সে অঙ্গীকার করল যে, "হে আমার রব! আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব। আর আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করেই ছাড়ব। (সূরা হিজর-৩৯)

অন্যত্র আল্লাহ শয়তানের এ উক্তিটি হুবহু নকল করেছেন, "অতপর আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের নিকট আসব।" (সূরা আ'রাফ-১৭)

মূলত শয়তান দিন রাতভর প্রত্যেক মানুষের পিছনে লেগে আছে, যাতে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কোন না কোন ফেতনায় ফেলে জান্নাতের রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামের রাস্তায় নিক্ষেপ করতে পারে। মানুষকে পাপের মধ্যে লিপ্ত রাখা ও তাকে আমলহীন করার জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল এই যে, "আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু, তিনি সব কিছু ক্ষমা করে দিবেন।" এ কথাই অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া, আমল না করা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহর রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত, আর তাঁর রহমত তাঁর রাগের ওপর বিজয়ী। কিন্তু এ রহমত প্রাপ্তির জন্যও আল্লাহর দেয়া নিয়ম-কানুন কুরআন মাজীদে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ـ

এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং সৎ পথে অবিচল থাকে! (সূরা ত্বা-হা-৮২)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ক্ষমাকারীর জন্য চারটি শর্ত করেছেন–

১. তাওবা : যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে কুফর ও শিরকের মাঝে লিপ্ত ছিল, তাহলে কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকা, তবে কোন ব্যক্তি যদি কাফের বা মোশরেক না হয়, কিন্তু কবীরা দ্বারা পাপ করেছে, তাহলে তার কবীরা গুনাহের পাপ থেকে বিরত থাকা বা তা পরিত্যাগ করা তার জন্য প্রথম শর্ত।

২. ঈমান : বিশ্বস্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে, সাথে সাথে আসমানী কিতাবসমূহ এবং ফেরেশতাগণ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা দ্বিতীয় শর্ত।

৩. নেক কাজ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের পর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক জীবনযাপন করা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা তৃতীয় শর্ত।

৪. অবিচল থাকা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য যদি কোন বিপদাপদ আসে, তখন ঐ পথে অবিচল থাকা চতুর্থ শর্ত।

যে ব্যক্তি উল্লেখিত চারটি শর্ত পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা করেছেন। এ হল দয়া করা ও মানুষের পাপ মাফ করার ব্যাপারে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম-নীতি। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা তাওবার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ঐ লোকদের তাওবা কবুলযোগ্য যারা না জেনে ভুলবশত পাপ

করেছে , কিন্তু যারা জেনে শুনে পাপ করে চলছে, তাদের জন্য ক্ষমা নয় বরং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا .

তাওবা কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর ওপর রয়েছে, তাতো শুধু তাদেরই জন্য, যারা শুধু অজ্ঞতাবশত পাপ করে থাকে, অতপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে। যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও নয়, যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাদেরই জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা-১৭, ১৮)

আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে–

১. পাপ থেকে ক্ষমা শুধু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা অজ্ঞতা বা ভুল করে পাপ করছে।

২. জীবনভর ইচ্ছাকৃত পাপকারীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

৩. কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্যও রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

নবী ﷺ-এর যুগে সংঘটিত তাবুকের যুদ্ধে কা'ব বিন মালেক (রা), হেলাল বিন উমাইয়্যা (রা) এবং মুররা বিন রবি (রা) ভুলক্রমে অলসতা করেছিল। আর তখন তারা তিনজনেই তাওবা করল। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। অথচ ঐ যুদ্ধেই মুনাফেকরা ইচ্ছা করে রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল, তারাও তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইল এবং রাসূল ﷺ-কে সন্তুষ্ট করতে চাইল। তখন আল্লাহ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিলেন যে–

إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

তারা হচ্ছে অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত। (সূরা তাওবা-৯৫)

সাহাবাগণের মধ্যে বেশির ভাগ এমন ছিল যে যাদেরকে রাসূল ﷺ অত্যন্ত স্পষ্ট করে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন : আশারা মোবাশ্‌শারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন), বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, শাজারা (বৃক্ষের নীচে বাইয়াতকারীরা) কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ভয়ে এত ভীত সন্ত্রস্ত থাকত যে, আখেরাতের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই তারা কাঁদতে শুরু করত।

ওসমান (রা)-এর মতো ব্যক্তি যাকে রাসূল ﷺ একবার নয়, বরং কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, এর পরেও কবরের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই এত কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। ওমর (রা) জুম'আর খোতবায় সূরা তাকভীর তেলাওয়াত করতে ছিলেন, যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۔

তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে যে সে কি নিয়ে এসেছে।

(সূরা তাকভীর-১৪)

তখন এত ভীত সন্ত্রস্ত হলেন যে, তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

সাদ্দাদ বিন আওস যখন বিছানায় শুইতেন, তখন এপাশ-ওপাশ হতেন ঘুম আসত না, আর বলতেন, "হে আল্লাহ! জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে" এরপর উঠে গিয়ে সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন : সূরা নাজম নাযিল হওয়ার সময় সাহাবাগণ–

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۔

তোমরা কি এ কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? (সূরা নাজম–৫৯, ৬০)

আলোচ্য আয়াত শ্রবণ করে এত কাঁদতেন যে, নয়নের অশ্রু গাল ভেসে পড়তে ছিল। রাসূল ﷺ কান্নার আওয়াজ শুনে সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁরও নয়ন ঝরে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) সূরা মুতাফ্‌ফিফীন তিলাওয়াত করছিলেন। যখন

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।

(সূরা মোতাফ্‌ফিফীন-৬)

এ আয়াতে পৌঁছল তখন এত কাঁদলেন যে নিজে নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না এবং তিনি পড়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াতে পৌঁছল–

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ـ

মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে, এ থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়েছিলে।

(সূরা ক্বাফ-১৯

তখন কাঁদতে কাঁদতে তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

আবু হুরাইরা (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় কাঁদতে লাগল, লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে, তিনি বললেন : আমি পৃথিবীর (টানে) কাঁদছি না, বরং এ জন্য কাঁদছি যে, আমার দীর্ঘ সফরের পথে সম্বল খুবই কম। আমি এমন এক টিলার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, আমার দীর্ঘ সফরের পথে সম্বল খুবই কম। আমি এমন এক টিলার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি যে, যার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম অথচ আমার জানা নেই যে, আমার ঠিকানা কোথায়? আবু দারদা (রা) আখেরাতের ভয়ে বলছিল "হায় আমি যদি কোন বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হত, আর প্রাণীরা তাকে ভক্ষিত তৃণ সাদৃশ করে দিত।

ইমরান বিন হুসাইন (রা) বলতেন হায়! আমি যদি কোন টিলার বালি কণা হতাম যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত।

আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া এবং হিসাব নিকাশ আমলনামা, অতপর জাহান্নামের আযাবের কারণে এ অবস্থা শুধু দু' একজন নয় বরং সকল সাহাবাই এরূপই ছিল।

প্রশ্ন হল সাহাবাদের কি এ কথা জানা ছিল না যে, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু? তাদের কি জানা ছিল না যে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন? তাদের কি একথা জানা ছিল না যে, আল্লাহর রহমত তাঁর গজবের ওপর বিজয়ী। সবই তাদের জানা ছিল বরং আমাদের চেয়ে তারা এ বিষয়ে আরো অধিক জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু আল্লাহর বড়ত্ব গৌরব ও মর্যাদার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখা একটি ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে ওদেরকে ভয় কর না বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা আলে ইমরান-১৭৫)

এ কারণে আল্লাহর ফেরেশতারাও তাঁর শাস্তি ও পাকড়াওকে ভয় করে। রাসূল ﷺ ও আল্লাহর শাস্তি ও গ্রেফতারের ভয়ে ভীত থাকত। তিনি বলেন–

وَللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمُ اللّٰهَ ۔

আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে অধিক ভয় করি। (বোখারী)

রাসূল ﷺ স্বীয় দোয়া সমূহে স্বয়ং আল্লাহর ভয় কামনা করতেন, তাঁর দোয়া সমূহের মধ্যে একট গুরুত্বপূর্ণ দোয়া এ ছিল যে–

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ۔

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার এতটা ভয় দান কর যা, আমার ও তোমার নাফরমানির মাঝে বাধা হবে। (তিরমিযী)

অন্য এক দোয়ায় রাসূল ﷺ আল্লাহর ভয় শূন্য অন্তর থেকে আশ্রয় কামনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ ۔

হে আল্লাহ! আমি এমন অন্তর থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যা তোমাকে ভয় করে না। তাবে-তাবেয়ী অর্থাৎ সোনালী যুগের সমস্ত মানুষ আল্লাহর শাস্তি ও গ্রেফতারকে অধিক পরিমাণে ভয় করত। আল্লাহর ভয় থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। যার ফল হবে নিজেই নিজের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَلَايَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ ۔

সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর গ্রেফতার থেকে নিঃশঙ্ক হতে পারে না। (সূরা আ'রাফ-৯৯)

সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার আকাঙ্ক্ষা ঐ ব্যক্তির রাখা দরকার যে, আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, আর তার অজান্তে হয়ে যাওয়া গুনাহসমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা গুনাহ্ করে চলছে আর এ কথা মনে করছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল তার দৃঢ় বিশ্বাস করা দরকার যে সে সরাসরি শয়তানের চক্রান্তে লিপ্ত আছে। যার শেষ ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৮. জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু ছামাম আমর বিন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ী ভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে নিয়ে চলতে দেখেছেন।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَ وبْنِ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি আবু ছামামা আমর বিন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ী ভূঁড়ি হেঁচড়িয়ে নিয়ে চলতে দেখেছি। (মুসলিম, কিতাবুল কুসুফ)

২. কবরে জাহান্নামীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হয়।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন সকাল সন্ধ্যায় তাকে তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়, আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়। (বোখারী, কিতাবু বাদয়িল খালক, বাব মা-জা-আ ফি সিফাতিল জান্নাহ)

৯. জাহান্নামের দরজাসমূহ

জাহান্নামের সাতটি দরজা প্রত্যেক জাহান্নামী নিজ নিজ অপরাধ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ -

তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, এর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে। (সূরা হিজর-৪৩-৪৪)

১০. জাহান্নামের স্তরসমূহ

(আমরা আল্লাহর দরবারে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, কেননা তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তিনি এক অমুখাপেক্ষী যিনি কারো নিকট থেকে জন্ম নেননি, আর তিনি কাউকে জন্মও দেননি, আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।)

১. জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে নিম্নস্তরে সর্বাধিক কঠিন আযাব হবে, আর ওপরের স্তরসমূহে হালকা আযাব হবে।

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضى) أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু তালেব আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করত, আপনার জন্য অন্যদের ওপর রাগান্বিত হত, তা কি তার কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে জাহান্নামের ওপরের স্তরে আছে, যদি আমি তার জন্য সুপারিশ না করতাম, তাহলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করতো। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব শাফায়াতুন্নাবী ﷺ লি আবি তালিব)

২. মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ

নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, আর তোমরা তার জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা নিসা-১৪৫)

৩. জাহান্নামের স্তরসমূহ বিভিন্ন পাপের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

عَنْ سَمُرَةَ (رضى) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ ـ

সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, কোন কোন জাহান্নামীকে আগুন তার টাখনু পর্যন্ত জ্বালাবে, কোন কোন লোককে কোমর পর্যন্ত, আর কোন কোন লোককে গর্দান পর্যন্ত। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না, বাব জাহান্নাম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَاْكُلُ النَّارُ ابْنَ اٰدَمَ اِلاَّ اٰثَارَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : জাহান্নামের আগুন আদম সন্তানের সিজদার স্থান ব্যতীত সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে দিবে, সিজদার স্থানটুকু জ্বালানো আল্লাহ জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয্যুহদ, বাব সিফাতিন্নার, ২/৩৪৯২)

৪. জাহান্নামের একটি স্তরের নাম জাহীম।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى - وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে, পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহিম (জাহান্নাম)। (সূরা নাযিয়াত-৩৭-৩৯)

৫. জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হোতামা।

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ـ

কখনো নয় সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে (হোতামা) পিষ্ঠকারীর মধ্যে, আপনি কি জানেন পিষ্ঠকারী কি? এটা আল্লাহর অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছাবে, এতে তাদের বেঁধে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে। (সূরা হুমাযাহ-৪-৯)

৬. জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হাবিয়া।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ ـ

সুতরাং যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা কি? (তা হল) প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (সূরা কারিয়াহ-৮-১১)

৭. জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম সাকার।

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَاسَقَرُ - لاَتُبْقِىْ وَلاَتَذَرُ - لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ -

আমি তাকে প্রবেশ করাব সাকার (অগ্নিতে), আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে। (সূরা মুদ্দাস্‌সির- ২৬-২৯)

৮. জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম লাযা।

كَلاَّ اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى تَدْعُوْ مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى -

কখনই নয় এটা (লাযা) লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে, সে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে যে, সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতপর তা আগলিয়ে রেখেছিল। (সূরা মা'আরিজ - ১৫-১৮)

৯. জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম সাঈর।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِاَّصْحَابِ السَّعِيْرِ -

আর তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা (সাঈর) জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। অতপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, জাহান্নামীরা দূর হোক। (সূরা মুলক ১০-১১)

১০. জাহান্নামের একটি নালার নাম ওয়াইল।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلاَثِ شُعَبٍ لاَ ظَلِيْلٍ وَلاَيُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَاَنَّهٗ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

চল তোমার তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যেন তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী, সে দিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ (ওয়াইল) হবে।

(সূরা মুরসালাত : ৩০-৩৪)

১১. জাহান্নামের গভীরতা

১. জাহান্নামে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে তা তার তলদেশে গিয়ে পৌঁছাতে ৭০ বছর সময় লাগে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا؟ قَالَ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهٖ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِىْ فِى النَّارِ اَلْاٰنَ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى قَعْرِهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম, এমন সময় একটি বিকট আওয়াজ শোনা গেল, রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ? (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তিনি বললেন : এটি একটি পাথর, যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আর তা তার তলদেশে যেতে ছিল এবং এতদিনে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব জাহান্নাম)

২. জাহান্নামের প্রশস্ততা আকাশ ও যমিনের দূরত্বের চেয়ে অধিক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : বান্দা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে আকাশ যমিনের দূরত্বের চেয়েও গভীরে চলে যায়। (মুসলিম, কিতাবুয্যুহদ, বাব হিফযুল লিসান)

৩. জাহান্নামের সীমানার দুটি দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَسُرَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ بَيْنَ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের সীমানার দুই দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব। (আবু ইয়ালা, লিল আসারী, ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৩৫৮)

৪. জাহান্নামে এক এক কাফেরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের রাস্তার দূরত্ব।

عَنْ مُجَاهِدٍ (رضى) قَالَ لِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ (رضى) اَتَدْرِىْ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ مَا تَدْرِىْ اَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِ اَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهٖ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا يَجْرِىْ فِيْهَا اَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ قُلْتُ اَنْهَارٌ؟ قَالَ لاَبَلْ اَوْدِيَةٌ .

মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : তুমি কি জান যে জাহান্নামের গভীরতা কতটুকু? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তাহলে আল্লাহর কসম! তুমি জান না যে জাহান্নামীদের কানের লতি থেকে তার কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব, যার মাঝে থাকবে রক্ত ও পুঁজের ঝর্ণাসমূহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম : নদীও কি প্রবাহিত হবে? তিনি বললেন : না বরং ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। (আবু নুয়াইম ফিল হুলিয়া, শরহুস্‌সুন্না, খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা ২৫১)

৫. হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাওয়া সত্ত্বেও জাহান্নাম ফাঁকা থেকে যাবে এবং জাহান্নাম আরো লোক পেতে চাইবে।

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ .

যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব যে, তুমি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে আরো আছে কি? (সূরা ক্বাফ – ৩০)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَزَالُ جَهَنَّمَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهٗ فَتَقُوْلُ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ وَيَزْوِىْ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ .

আনাস বিন মালেক (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : সর্বদাই জাহান্নাম বলতে থাকবে যে আরো কি আছে? আরো কি আছে?

এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কদম জাহান্নামে রাখবেন, তখন সে বলবে : তোমার ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট। আর তখন জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়ান্নার, বাব জাহান্নাম)

৬. জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে নিয়ে আসতে চারশ নব্বই কোটি ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفُ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفُ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا۔

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তখন তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা ধরে টেনে টেনে তা নিয়ে আসবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়ান্নার, বাব জাহান্নাম)

১২. জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা

১. কাফেরকে দূর থেকে আসতে দেখে জাহান্নাম রাগে ও ক্রোধে এমন আওয়াজ করবে যে তা শুনে কাফের অজ্ঞান হয়ে যাবে।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا۔

জাহান্নাম যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। (সূরা ফুরকান-১২)

নোট : আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যখন জাহান্নামীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন জাহান্নাম আওয়াজ করতে থাকবে, আর এমন এক কম্পনের সৃষ্টি হবে যে, এর ফলে সমস্ত হাশরবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।

ওবাইদ বিন ওমাইর (রা) বলেন : যে যখন জাহান্নাম রাগে কম্পন করতে থাকবে হট্টগোল ও চিল্লা চিল্লি শুরু করবে, তখন সমস্ত নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা এবং উঁচু পর্যায়ের নবীগণও কেঁপে উঠবে। এমনকি খলীলুল্লাহ ইবরাহিম (আ)ও

নতজানু হয়ে পড়ে যাবে, আর বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আজ আমি তোমার নিকট শুধু আমার নিরাপত্তা চাই, আর কিছু চাই না।

একদা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) রাবী (রা) কে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, (চলতে চলতে) রাস্তায় একটি চুলা দেখতে পেল, যেখানে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছিল, তা দেখে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) অনিচ্ছা সত্ত্বেই সূরা ফোরকানের ওপরে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করল, আর তা শুনা মাত্রই রাবি (রা) বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেল, খাটে উঠিয়ে তাকে ঘরে আনা হল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তার পাশে বসে থাকলেন কিন্তু তার হুঁশ ফিরাতে পারলেন না"। (ইবনে কাসীর)

২. যখন কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য ভয়ানক আওয়াজ করতে থাকবে।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَهِىَ تَفُوْرُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ـ

যখন তারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (সূরা মুলক-৭-৮)

৩. জাহান্নাম কাফেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাগল হয়ে থাকবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا لاَبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ـ

নিশ্চয়ই জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে, তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (সূরা নাবা- ২১, ২৩)

৪. জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বলিত করার জন্য আল্লাহ্ এমন ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা অত্যন্ত রূক্ষ, নির্দয় ও কঠোর স্বভাব সম্পন্ন যাদের সংখ্যা হবে ৯৯ জন।

يَـٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّيَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না, আর যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে। (সূরা তাহরীম- ৬)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ .

এর ওপর (জাহান্নামে) নিয়োজিত আছে ১৯ জন ফেরেশতা।

(সূরা মুদ্দাস্সির-৩০)

৫. জাহান্নামের আযাব দেখামাত্রই কাফেরের চেহারা কালো হয়ে যাবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ-অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবরিত করে ফেলবে, কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে, এরা হল জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। (সূরা ইউনুস-২৭)

৬. জাহান্নামীদের চামড়া যখন জ্বলে যাবে, তখন সাথে সাথে অন্য চামড়া লাগানো হবে, যেন আযাবের ধারাবাহিকতার কোন বিরতি না ঘটে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا .

নিশ্চয়ই যারা আমার নির্দেশনাসমূহকে অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পরিবর্তন করে দিব অন্য চামড়া দিয়ে। যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞার অধিকারী। (সূরা নিসা- ৫৬)

৭. জাহান্নামের আযাবে অসহ্য হয়ে জাহান্নামী মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا

لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ـ

যখন এক শিকলে কতিপয় ব্যক্তি বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে, বলা হবে তখন সেখানে তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক। (সূরা ফুরকান- ১৩, ১৪)

৮. জাহান্নামের আগুন যখনই হালকা হতে শুরু করবে তখনই ফেরেশতাগণ তাকে প্রজ্জলিত করবে।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ

مِنْ دُوْنِهٖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا

وَّصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا ـ

আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন সেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, আর যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব, তাদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক ও বধির অবস্থায়, তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। (তার আগুন) যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো প্রজ্জলিত করে দিব। (সূরা বানী ইসরাঈল- ৯৭)

৯. জাহান্নামীদের ওপর তাদের আযাব এক পলকের জন্যও হালকা করা হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ـ

আর যারা কাফের, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে, আর তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(সূরা ফাতির-৩৬)

১০. জাহান্নামের আযাব জীবনকে সংকীর্ণময় করে দিবে।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

আর যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাদের নিকট থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্টস্থান। (সূরা ফুরকান-৬৫, ৬৬)

১১. জীবনব্যাপী পৃথিবীর বড় বড় নি'আমতসমূহ ভোগকারী ব্যক্তি, যখন জাহান্নামের আযাবসমূহকে একপলক দেখবে তখন সে পৃথিবীর যাবতীয় নি'আমতের কথা ভুলে যাবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا بْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَامَرَّبِىْ مِنْ بُؤْسٍ قَطُّ وَلاَرَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যার জাহান্নামী হওয়ার ফায়সালা হয়ে গেছে, যে পৃথিবীতে অত্যধিক আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করেছে, তাকে এক পলকের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান ! পৃথিবীতে কি তুমি কোন নি'আমত ভোগ করেছিলে? পৃথিবীতে কি কখনো তুমি নি'আমত পরিপূর্ণ পরিবেশে ছিলে? সে বলবে : হে আমার প্রভু! তোমার কসম! কখনো নয়। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে যে জান্নাতী হবে, কিন্তু পৃথিবীতে খুব কষ্ট করে জীবনযাপন করেছিল, তাকে জান্নাতে এক

পলকের জন্য পাঠানো হবে, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে ইবনে আদম! কখনো কি তুমি দুনিয়াতে কোন কষ্ট ভোগ করেছ? বা চিন্তিত ছিলে? সে বলবে হে আমার প্রভু! তোমার কসম! কখনো নয়। আমি কখনো চিন্তাযুক্ত ছিলাম না আর না কখনো কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি। (মুসলিম, কিতাবুল মুনাফিকীন, বাব ফিল কুফফার)

১২. জাহান্নামে কখনো মৃত্যু হবে না যদি মৃত্যু হত তাহলে জাহান্নামী জাহান্নামের আযাবের চিন্তায় মৃত্যুবরণ করত।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) يَرْفَعُهُ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْاَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ اَهْلُ النَّارِ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি কালোর মাঝে সাদা লোক বিশিষ্ট ভেড়ার আকৃতিতে এনে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রেখে যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য দেখতে থাকবে। যদি খুশিতে মৃত্যুবরণ সম্ভব হতো, তাহলে জান্নাতীরা খুশিতে মরে যেত, আর যদি চিন্তায় মৃত্যুবরণ সম্ভব হতো, তাহলে জাহান্নামীরা চিন্তায় মরে যেত। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলির জান্না– ২/২০৭৩)

১৩. জাহান্নামের আগুনের গরমের তীব্রতা

১. জাহান্নামের আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গই জাহান্নামীদের দেহের মাংসকে হাড্ডি থেকে আলাদা করে দিবে।

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ -

আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, আর তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণা করবে। (সূরা মু'মিনুন-১০৪)

كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى -

কখনো নয় নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি যা চামড়া তুলে দিবে।

(সূরা মায়ারিজ-১৫, ১৬)

২. জাহান্নামের আগুন মানুষকে না জীবিত থাকতে দিবে আর না মরতে দিবে।

وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لاَتُبْقِيْ وَلاَتَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ۔

আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষতও রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে। (সূরা মুদ্দাসসির- ২৭-২৯)

وَيَتَجَنَّبُهَا الاَشْقَى الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ثُمَّ لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيٰى ۔

আর যে হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে, সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, অতপর সেখানে সে মরবেও না আর জীবন্তও থাকবে না। (সূরা আ'লা- ১১, ১৩)

৩. জাহান্নামের আগুনের একটি সাধারণ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকার সম হবে।

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلاَثِ شُعَبٍ لاَظَلِيْلٍ وَلاَيُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَاَنَّهٗ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ۔

চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে যেন সে পীত বর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী। (সূরা মুরসালাত ৩-৩৩)

৪. জাহান্নামের আগুন ধারাবাহিকভাবে উত্তপ্ত হবে যা কখনো ঠাণ্ডা হবে না।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۔

সুতরাং আমি তোমাদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (সূরা লাইল-১৪)

نَارٌ حَامِيَةٌ ۔

তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (সূরা গাশিয়া-৪)

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ - وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَهْ - نَارٌ حَامِيَةٌ ۔

আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা কি? তা প্রজ্জলিত অগ্নি। (সূরা কারিয়াহ- ৮, ১১)

৫. জাহান্নামের আগুন যখনই ঠাণ্ডা হতে যাবে, তখনই তার পাহারাদার তা উত্তপ্ত করে দিবে।

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا ـ

যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা বানী ইসরাঈল- ৯৭)

৬. জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশকারী সমস্ত মানুষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে।

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَّا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ - اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ - فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ـ

কখনো না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, আপনি কি জানেন হুতামা কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে, এতে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

৭. জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ـ

সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (সূরা বাক্বারা- ২৪)

৮. জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি গরম আর তার প্রতি অংশে গরমের এত প্রচণ্ডতা রয়েছে যেমন দুনিয়ার আগুনে রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ يُوْقِدُ اِبْنُ اٰدَمَ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِّنْ حَرِّجَهَنَّمَ قَالُوْا وَاللّٰهِ اِنْ

كَانَتْ لَكَافِيَةً يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا۔

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তোমাদের এ আগুন যা আদম সন্তান জ্বালায়, তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। তারা (সাহাবাগণ) বলল : আল্লাহর কসম! যদি (দুনিয়ার আগুনের মত হত) তাহলেই তো যথেষ্ট ছিল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : কিন্তু তা হবে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি গরম। আর তার প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় গরম হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা। বাবু জাহান্নাম)

৯. জাহান্নামের পাহারাদার একাধারে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করে চলেছে।

عَنْ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ قَالاَ الَّذِىْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ۔

সামুরা বিন জুন্দাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার নিকট দুজন লোক এসেছে এবং তারা বলল : যে ব্যক্তি আগুন প্রজ্জলিত করছে সে জাহান্নামের পাহারাদার 'মালেক' আর আমি জিবরীল, আর সে হল মীকাঈল। (বোখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব যিকরিল মালাইকা)

১০. যদি লোকেরা জাহান্নামের আগুন দেখত তাহলে হাসা ভুলে যেত, স্ত্রী সহবাসের চাহিদা থাকত না, শহরের আরামদায়ক জীবন পরিত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়ে সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকত।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَرٰى مَا لاَ تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ السَّمَاءَ اَطَّتْ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضَعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٖ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا

تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصَّعُدَاتِ تَجَارُوْنَ اِلَى اللّٰهِ -

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনে বলেন : রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ দেখছি যা তোমরা দেখছ না। আর ঐ সমস্ত বিষয় শুনছি যা তোমরা শুনছ না। নিশ্চয়ই আকাশ আবোল তাবোল বকছে, আর তার উচিতও তা করা, কেননা তার মাঝে কোথাও এক বিঘা পরিমাণ স্থান নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহর জন্য সিজদা করেনি। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে। বিছানায় স্ত্রীর সাথে আরামদায়ক রাত্রিযাপন ত্যাগ করতে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জঙ্গল ও মরুভূমিতে চলে যেতে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুযুযহদ, বাবুল হযন ওয়াল বুকা)

নোট : মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখেছেন? তিনি বললেন : আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি। (এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন)

১১. জাহান্নামের আগুনের হাওয়া সহ্য করাও মানুষের সাধ্যাতীত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْجِيْءَ بِالنَّارِ وَذَالِكُمْ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِىْ تَاَخَّرْتُ مَخَافَةَ اَنْ يُّصِيْبَنِىْ مِنْ لَفْحِهَا -

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (সূর্য গ্রহণের সালাতের সময়) আমার সামনে জাহান্নাম নিয়ে আসা হল, আর তা ঐ সময় আনা হয়েছিল, যখন তোমরা সালাতের সময় আমাকে স্বীয় স্থান পরিবর্তন করে পিছনে আসতে দেখেছিলে। আর তখন আমি এ ভয়ে পিছনে এসেছিলাম যেন আমার শরীরে জাহান্নামের আগুনের হাওয়া না লাগে। (মুসলিম, কিতাবুল কুসুফ)

১২. গরমের সময় প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের আগুনের বাষ্পের কারণেই হয়ে থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ

اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَارَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِى الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِى الصَّيْفِ لَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যখন কঠিন গরম হয়, তখন সালাতের মাধ্যমে তা ঠাণ্ডা কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের গরম বাষ্প থেকে হয়। জাহান্নাম আল্লাহর নিকট অভিযোগ করল যে, হে আমার পালনকর্তা! গরমের প্রচণ্ডতায় আমার এক অংশ অপর অংশকে খাচ্ছে। এরপর আল্লাহ তাকে বছরে দু'বার শ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিলেন। একটি ঠাণ্ডার সময় আর অপরটি গরমের সময়। তোমরা গরমের সময় যে কঠিন গরম অনুভব কর, তা এ শ্বাস ত্যাগের কারণে, আর শীতের সময় যে কঠিন শীত অনুভব কর তাও ঐ শ্বাস ত্যাগেরই কারণে। (বোখারী, কিতাব মাওয়াকিতিস্‌সালা; বাব ইবরাদ বিজ্জহর ফি সিদ্দাতিল হার)

১৩. জাহান্নামের বাষ্পের কারণে জ্বর হয়ে থাকে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ـ

আয়েশা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জ্বর জাহান্নামের বাষ্পের কারণে হয়ে থাকে, সুতরাং তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। (বোখারী, কিতাব বাদউল খালক; বাব ফি সিফাতিন্নার)

১৪. জাহান্নামের আগুনের কল্পনা, যে ব্যক্তি মাথায় রাখে এমন ব্যক্তি আরামের ঘুমে বিভোর থাকতে পারে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কোন ব্যক্তিকে আমি আরামে ঘুমাতে দেখিনি। আর জান্নাত লাভে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকেও আমি আরামে ঘুমাতে দেখিনি। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম। বাব ইন্না লিন্নারি নাফাসাইন– ২/২০৯৭)

১৫. জাহান্নামের আগুন অনবরত প্রজ্বলিত করার কারণে লাল না হয়ে তা অত্যন্ত কালো হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّهُ قَالَ أَتَرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذَا؟ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের ন্যায় লাল হবে বলে মনে কর? তা হবে আলকাতরার চেয়েও কালো। (মালেক, শারহুস্‌সুন্নাহ, কিতাবুল জামে, বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম- ৯৫/২৪০)

১৪. জাহান্নামের হালকা শাস্তি

১. জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে এই যে, জাহান্নামীর পায়ে আগুনের জুতো পরানো হবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হতে থাকবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوْطَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে আবু তালেবকে, সে এক জোড়া জুতা পরে থাকবে, আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হয়ে পড়তে থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী ﷺ লি আবি তালিব)

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَدْنٰى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যাকে এক জোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাবরে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী ﷺ লি আবি তালিব)

২. হালকা আযাব দেয়ার জন্য কোন কোন অপরাধীদের পায়ের নিচে আগুনের টুকরা রাখা হবে।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوْضَعُ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ -

নো'মান বিন বাশির (রা) খোতবারত অবস্থায় বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার পায়ের নিচে দুটি আগুনের আঙ্গরা রাখা হবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী ﷺ লি আবি তালিব)

১৫. জাহান্নামীদের অবস্থা

১. জাহান্নামের আযাবের কারণে জাহান্নামী চীৎকার করে ভয়ানক আওয়াজ করতে থাকবে আর সেখানে এত হট্টগোল হবে যে এর ফলে কোন আওয়াজই স্পষ্ট করে কানে শ্রবণ করা যাবে না।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ -

তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শোনতে পাবে না। (সূরা আম্বিয়া- ১০০)

২. জাহান্নামে কাফেরের একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। জাহান্নামে কাফেরের চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ اَوْنَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَغَلَظُ جِلْدِهٖ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহান্নামে কাফেরের দাঁত বা বিষাক্ত দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর তার চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা; বাব জাহান্নাম)

৩. অহংকারী ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামে পিপীলিকার শরীরে ন্যায় তুচ্ছ শরীর দেয়া হবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسُ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ـ

আমর বিন শু'আইব (রা) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন অহংকার-কারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় মানব আকৃতি দিয়ে উঠানো হবে। সর্বদিক দিয়ে তার ওপর লাঞ্ছনার ছাপ থাকবে, জাহান্নামে এক বন্দিখানার দিকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যার নাম হবে, 'বুলাস' উত্তপ্ত আগুন তাকে ঘিরে থাকবে, আর তাকে জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত কাশি ও রক্ত পান করতে দেয়া হবে। যাকে 'তিনাতুল খাবাল, বলা হবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা– ২/২০২৫)

৪. জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামী জ্বলে জ্বলে কয়লার ন্যায় হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ امْتَحَشُوْا وَعَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبُّ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ، اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءُ مُلْتَوِيَةً؟ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন :

যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন জাহান্নাম থেকে তাদেরকে বের করা হবে, আর তারা জ্বলে জ্বলে কয়লার মতো হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে আবার হায়া বা হায়াত (বর্ণনাকারী মালেক এ দুটি শব্দের কোন একটির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে) নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, এর ফলে তারা যেন নতুনভাবে জন্ম নিল, যেমন কোন নদীর তীরে নূতন চারা জন্মায়। এরপর নবী কারীম ﷺ বললেন : তোমরা কি দেখ নাই যে, নদীর তীরে চারা গাছ কিভাবে হলুদ বর্ণের পেঁচানো অবস্থায় জন্ম নেয়। (বোখারী, কিতাবুর রিকাক; বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান নার, হাদীস নং ২৮৪)

জাহান্নামী জাহান্নামে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নৌকা চালানো যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُوْنَ الدَّمَ يَعْنِىْ مَكَانَ الدَّمْعِ ـ

আবদুল্লাহ বিন কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামী এত কান্নাকাটি করবে যে, যদি তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালানো হয়, তা হলে সেখানে তা চলবে। (যখন চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে) তখন তাদের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরবে, অর্থাৎ : পানির পরিবর্তে রক্ত আসতে থাকবে। (হাকেম, সিলসিলা আহাদিস সহীহা; ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং ১৬৭৯)

১৬. জাহান্নামীদের খাবার ও পানীয়

জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিম্নোক্ত চার প্রকার খাবার পরিবেশন করা হবে।

১. যাক্কুম ২. জারি' ৩. গিসলিন ৪. জা গুস্‌সা।

১. যাক্কুম

১. দুর্গন্ধময় তিক্ত, কাটাযুক্ত এক জাতীয় খাবার, তা জাহান্নামীদের খাবার হবে। যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, যার মুকুলসমূহ বিষাক্ত সাপের মাথার ন্যায় হবে। যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামীদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। জাহান্নামের মেহমানখানায় জাহান্নামীদের মেহমানদারীর পর তাদেরকে তাদের স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ـ

আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ? না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার মোচা যেন শয়তানের মাথা, এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অতপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (সূরা সাফ্ফাত- ৬২-৬৯)

২. যাক্কুমের বিষাক্ততা পেটে এমনভাবে ব্যথা দিবে যেন গরম পানি পেটে ফুটে।

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ - طَعَامُ الْأَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ - كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ـ

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য, গলিত তাম্রের মতো, ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে, ফুটন্ত পানির মতো। (সূরা দুখান- ৪৩-৪৬)

৩. জাহান্নামীদের খাবার এত বিষাক্ত হবে যে, যদি তার এক ফোটা পৃথিবীতে ছড়ানো হয় তা হলে এ কারণে সমগ্র পৃথিবী বসবাস অনুপযোগী হয়ে যাবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُوْنُ طَعَامُهُ ـ

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি যাক্কুমের এক ফোটা দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সমগ্র

দুনিয়ার প্রাণীদের জীবন-যাপনের মাধ্যম বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যার প্রধান খাবার হবে যাক্কুম? (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ)

২. জারি'

১. যাক্কুম ব্যতীত কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষ ও জাহান্নামীদের খাবার হবে, যা বর্ণনাতীত বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় হবে।

জারি' জাহান্নামীদের ক্ষুধাকে বিন্দু পরিমাণেও কমাবে না বরং তাদের ক্ষুধা আরো বৃদ্ধি করবে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ـ

তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ থেকে (পানি) পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কাঁটা বিশিষ্ট খাবার ছাড়া অন্য খাবার নেই। তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না। (সূরা গাশিয়া-৫-৬)

৩. গিসলিন

১. 'যাক্কুম ও জারি' ব্যতীত জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পদার্থও জাহান্নামীদের খাবার হিসেবে দেয়া হবে।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ وَّلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنَ لاَ يَاْكُلُهُ اِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ ـ

সুতরাং এদিন সেখানে তাদের কোন সুহৃদ থাকবে না, ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ ভক্ষণ করবে না। (সূরা হাক্কাহ-৩৫, ৩৭)

৪. জা গুস্সা

১. যাক্কুম, জারি' ও গিসলিন ব্যতীত জাহান্নামীদেরকে এমন বিষাক্ত কাঁটা বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধময় খাবার পরিবেশন করা হবে যা তাদের কণ্ঠনালীতে আটকাতে আটকাতে নিচে পড়বে।

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّجَحِيْمًا وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ـ

আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্জলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাবার যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মুয্যাম্মিল-১২, ১৩)

জাহান্নামীদের পানীয়

জাহান্নামীদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার পানীয় দান করা হবে–

ক. গরম পানি।	١. مَاءٌ حَمِيْمٌ
খ. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।	٢. مَاءٌ صَدِيْدٌ
গ. তৈলাক্ত গরম পানীয়।	٣. مَاءٌ كَالْمُهْلِ
ঘ. কালো দুর্গন্ধময় পানীয়।	٤. غَسَّاقٌ
ঙ. জাহান্নামীদের ঘাম।	٥. طِيْنَةُ الْخَبَالِ

১. গরম পানি

১. যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীদের উত্তপ্ত পানি পান করার জন্য দেয়া হবে।

فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ -

এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা, তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। (সূরা সাফ্‌ফাত- ৬৬, ৬৭)

নোট : মনে হচ্ছে বৃক্ষ এবং উত্তপ্ত পানির ঝর্ণা জাহান্নামের কোন বিশেষ এলাকায় থাকবে, জাহান্নামীদের ক্ষুধা ও পিপাসা লাগবে তখন তাদেরকে ঐ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর আবার জাহান্নামে তাদের অবস্থান স্থলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। (আশরাফুল হাওয়াশী)

২. যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় উত্তপ্ত পানি পান করতে থাকবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ - لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ - فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ - فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ - هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, এরপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (সূরা ওয়াকিয়া ৫১-৫৬)

৩. ফুটন্ত পানি পান করা মাত্রই জাহান্নামীদের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ـ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ ـ

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ। আর সেখানে থাকবে তাদের জন্য নানা ধরনের ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা, মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ী ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মদ-১৫)

২. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত

১. জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত ও পুঁজ বা ফুটন্ত পানিও জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে যা তারা অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে।

مِّنْ وَّرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ـ

তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে, আর তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, সর্বদিক থেকে। তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (সূরা ইবরাহীম-১৬, ১৭)

৩. তৈলাক্ত গরম পানীয়

১. তৈলাক্ত ফুটন্ত গাঢ় দুর্গন্ধময় পানীয়ও জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে।

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ـ

তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে, এটি নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়। (সূরা কাহ্ফ- ২৯)

নোট : আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-কে একদা স্বর্ণ দেখানো হল, যা গলে পানির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল এবং ফুটতে ছিল তখন তিনি বললেন, এটা গলিত ধাতুর ন্যায়। (ইবনে কাসীর)

২. গরম তৈলাক্ত পানীয় জাহান্নামীর মুখে দেয়া মাত্রই তাদের চেহারা বিদগ্ধ হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاءٌ كَالْمُهْلِ كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَاِذَا اَقْرَبَ اِلٰى فِيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهٖ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামীদের পানীয় বিগলিত উত্তপ্ত পানি ফুটন্ত তৈলের ন্যায় হবে। জাহান্নামী তা পান করার জন্য স্বীয় মুখের নিকট নেয়া মাত্রই তা তার চেহারাকে বিদগ্ধ করে দিবে। (হাকেম, ১-৪/৬৮৬-৬৮৭)

৪. কালো বিষাক্ত দুর্গন্ধময় পানীয়

১. উল্লেখিত তিনটি পানীয় ব্যতীত অত্যধিক কালো বিষাক্ত দুর্গন্ধময় পদার্থও জাহান্নামীদেরকে পানীয় হিসেবে দেয়া হবে।

هٰذَا وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّمَاٰبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ .

এটাই (মুত্তাকীদের পরিণাম) আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম। জাহান্নাম সেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। এটা (সীমালংঘনকারীদের জন্য) সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সোয়াদ- ৫৬-৫৮)

২. গাস্‌সাক পানীয় এত বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় যে এক বালতি সমগ্র পৃথিবীকে দুর্গন্ধময় করার জন্য যথেষ্ট হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَقُ فِى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَّ اَهْلَ الدُّنْيَا .

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পদার্থের) এক বালতি যদি পৃথিবীতে প্রবাহিত করা হয় তাহলে তা সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি জীবকে দুর্গন্ধময় করে দিবে। (আবু ইয়ালা)

৫. জাহান্নামীদের ঘাম

১. পৃথিবীতে নেশা ও মদপানকারীদেরকে আল্লাহ জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত গাঢ় দুর্গন্ধময় বিষাক্ত ঘাম পান করাবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিস হারাম, আর আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন যে ব্যক্তি নেশাযুক্ত পানীয় পান করবে, তাকে জাহান্নামে তিনাতুল খাবাল পান করানো হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনাতুল খাবাল কী? তিনি বললেন : জাহান্নামীদের ঘাম। (মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা বাব বায়ান ইন্না কুল্লা মুসকিরিন খামর ওয়া ইন্না কুল্লা খামরিন হারাম)

১৭. জাহান্নামীদের পোশাক

১. জাহান্নামীদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে।

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ- يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ -

এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। (সূরা হজ্জ ১৯-২০)

২. কোন কোন অপরাধীদেরকে শৃংখলিত করে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ -

সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডলকে।

(সূরা ইবরাহিম ৪৯-৫০)

১৮. জাহান্নামীদের বিছানা

১. জাহান্নামীদের নিদ্রা যাওয়ার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ -

জাহান্নামে তাদের জন্য থাকবে আগুনের বিছানা, আর তাদের ওপরের আচ্ছাদনও হবে আগুনে, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

(সূরা আরাফ-৪১)

২. জাহান্নামীদের গালিচাটাও হবে আগুনের।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ـ

তাদের জন্য থাকবে ঊর্ধ্ব দিকে আগুনের আচ্ছাদন, আর তাদের নিম্ন দিকের আচ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর। (সূরা যুমার-১৬)

৩. জাহান্নামীদের চাদর ও বিছানা সব কিছুই আগুনের হবে।

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ থেকে এবং তিনি বলবেন : তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা আনকাবুত-৫৫)

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ـ

তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, তাদেরকে মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা নিকৃষ্ট পানীয়, আর অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।
(সূরা কাহাফ- ২৯)

১৯. জাহান্নামীদের আচ্ছাদন ও বেষ্টনী

১. জাহান্নামীদের উপর থাকবে আগুনের আচ্ছাদন।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ـ

তাদের জন্য থাকবে ঊর্ধ্ব দিকে আগুনের আচ্ছাদন, আর তাদের নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর। (সূরা যুমার-১৬)

২. আগুনের তাঁবু সমূহে জাহান্নামীদের অবস্থান হবে।

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ ـ

আমি যালিমদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। (সূরা কাহ্ফ-২৯)

৩. বেড়ি ও শৃঙ্খলের মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাহান্নামীদের গলায় ভারী বেড়ি পরানো হবে। জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে ৭০ হাত বা প্রায় ১০৫ ফিট দীর্ঘ শিকল দিয়ে তাদেরকে শৃঙ্খলিত করা হবে।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ اِنَّهٗ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ

(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) তাকে ধর অতপর তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্য দানে উৎসাহিত করত না। (সূরা হাক্কাহ ৩৩-৩৪)

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِلَا وَّاَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا

আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি। (সূরা দাহার-৪)

৪. কতিপয় অপরাধীদের পায়ে আগুনের বেড়ি পরানো হবে।

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ـ

আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্জলিত অগ্নি। (সূরা মুয্যাম্মিল-১২)

৫. ফেরেশতাগণ কাফেরদেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে।

اِذِ الْاَغْلَالُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ـ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।

(সূরা মু'মিন-৭১-৭২)

৬. অন্ধকার ও সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপের মাধ্যমে শাস্তি, ঘোর অন্ধকার ও সংকীর্ণ স্থানে এক সাথে কতিপয় অপরাধীদেরকে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে।

وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا.

যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যু কামনা করবে, বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, অনেক মৃত্যুকে ডাক। (সূরা ফুরকান-১৩-১৪)

নোট : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন : যেভাবে তারকাটাকে কঠিনভাবে দেয়ালে গাড়া হয়, এভাবে জাহান্নামীদেরকে জোর করে সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপ করা হবে।

৭. জাহান্নামীকে এমনভাবে ঠেসে দেয়া হবে যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা মজবুত করে ঠেসে দেয়া হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَتَضِيْقُ عَلَى الْكَافِرِ كَتَضَيُّقِ الزَّجِّ فِى الرُّمْحِ.

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরের ওপর এত সংকীর্ণময় করা হবে, যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা মজবুত করে ঠেসে দেয়া হয়। (শরহে সুন্নাহ)

৮. জাহান্নামে জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করার মাধ্যমে শাস্তি জাহান্নামে জাহান্নামীদের মুখমণ্ডলকে উলট পালট করে বিদগ্ধ করা হবে।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۤءَنَا

فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا أٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا .

যে দিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম বা রাসূল ﷺ-কে মানতাম! তারা আরো বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন, আর তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত। (সূরা সাবা ৬৬-৬৮)

৯. ফেরেশতা কাফেরদেরকে আগুন দগ্ধ করবে, আর বলবে যে তোমরা ঐ শাস্তি আস্বাদন কর যা তোমরা দুনিয়াতে কামনা করতে।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ .

অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন, তারা জিজ্ঞেস করে প্রতিদান দিবস কবে হবে? বল সে দিন যে দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে, (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (সূরা যারিয়াত ১০-১৪)

১০. কাফেররা তাদের কোমল ও সুন্দর মুখমণ্ডল আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাতে তারা সফল হবে না।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ .

হায়! যদি কাফেররা সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। (সূরা আম্বিয়া-৩৯)

১১. জাহান্নামের নিকৃষ্টতম শাস্তি কাফেরের মুখমণ্ডলে পতিত হবে।

أَفَمَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ـ

যে ব্যক্তি শেষ বিচারের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মত যে নিরাপদ) যালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর। (সূরা যুমার-২৪)

নোট : অপরাধীরা শাস্তির সময় স্বীয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডলকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু জাহান্নামীরা জাহান্নামে যেহেতু তাদের হাত গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। অতএব তারা হাত নড়াতে পারবে না, বরং ফেরেশতাদের কঠিন শাস্তি তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে।

১২. বিষাক্ত গরম হাওয়া এবং বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তি

কোন কোন অপরাধীকে বিষাক্ত গরম হাওয়া ও কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে।

وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لاَ بَارِدٍ وَّلاَكَرِيْمٍ ـ

আর বাম দিকের দল কত হতভাগ্য, তারা বাম দিকের দল। তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয় আবার আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকিয়া- ৪১-৪৪)

নোট : জাহান্নামী জাহান্নামের শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়াবান বৃক্ষের দিকে ছুটে আসবে, কিন্তু যখন ওখানে পৌঁছবে, তখন বুঝতে পারবে না যে এটা কোন ছায়াবান বৃক্ষ নয় বরং জাহান্নামের ঘনকালো ধোঁয়া।

১৩. কাফেরদেরকে জাহান্নামে বিদগ্ধকারী কঠিন গরম হাওয়া দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ـ

(এবং তারা বলবে) পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনদের মাঝে শংকিত অবস্থায় ছিলাম, এরপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (সূরা তূর- ২৬-২৭)

১৪. তীব্র ঠাণ্ডার মাধ্যমে শাস্তি, 'যামহারীর' জাহান্নামের একটি স্তর যেখানে জাহান্নামীদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلاَ زَمْهَرِيرًا .

পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিবসের অনিষ্ট থেকে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দতা। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, সেখানে তারা অতিশয় গম বা অতিশয় শীত বোধ করবে না।

(সূরা দাহার- ১১-১৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ حَارٍ اَلْقَى اللّٰهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ اِلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلِ الْاَرْضِ، فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَا اَشَدَّ حَرًّا هٰذَا الْيَوْمَ؟ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنْ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ قَالَ اللّٰهُ لِجَهَنَّمَ اِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ قَدِ اسْتَجَارَنِىْ مِنْكَ وَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اِنِّىْ قَدْ اَجَرْتُهُ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ شَدِيْدِ الْبَرْدِ، اَلْقَى اللّٰهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ اِلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلِ الْاَرْضِ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَا اَشَدَّ بَرْدًا هٰذَا الْيَوْمَ؟ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنْ بَرْدِ زَمْهَرِيْرِ جَهَنَّمَ قَالَ اللّٰهُ لِجَهَنَّمَ اِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ قَدِ اسْتَجَارَنِىْ مِنْ زَمْهَرِيْرِكِ فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اِنِّىْ قَدْ اَجَرْتُهُ

قَالُوْا وَمَا زَمْهَرِيْرُ جَهَنَّمَ؟ قَالَ حَيْثُ يُلْقِى اللّٰهُ الْكَافِرَ فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهَا بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : গরমের সময় যখন কঠিন গরম পড়ে, তখন আল্লাহ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও যমীনবাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন, যখন কোন বান্দা বলে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আজ কত গরম পড়েছে? হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করে বলেন : আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা আমার নিকট তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চেয়েছে। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে মুক্তি দিলাম। আবার যখন কঠিন ঠাণ্ডা পড়ে তখন আল্লাহ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও যমীনবাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন, যখন কোন বান্দা বলে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আজ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে? হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের স্তর যামহারীর থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করে বলেন : আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা আমার নিকট তোমার স্তর যামহারীর থেকে আশ্রয় চেয়েছে। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামের স্তর যামহারীর কি? তিনি বললেন : যখন আল্লাহ কাফেরদেরকে এতে নিক্ষেপ করবে, তখন তার ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায়ই কাফের তাকে চিনে ফেলবে। যে এটা যামহারীরের শাস্তি। ঠাণ্ডা ও গরম উভয়ই জাহান্নামের শাস্তি। (বায়হাকী, আন নিহায়া ফিল ফিতানে ওয়াল মালাহিম ২য় খণ্ড হাদীস নং ৩০৭)

২০. জাহান্নামের লাঞ্ছনাময় শাস্তি

১. কাফেরদেরকে জাহান্নামে লাঞ্ছিত করা হবে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ـ

যে দিন কাফেরদেকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তো পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ

করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে। তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।
(সূরা আহক্বাফ-২০)

২. জাহান্নামী জাহান্নামে গাধার ন্যায় উঁচু উঁচু আওয়াজ দিবে।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌوَّهُمْ فِيْهَا لاَيَسْمَعُوْنَ ـ

সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পারবে না।
(সূরা আম্বিয়া-১০০)

৩. কোন কোন কাফেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য তাদের নাকে দাগ দেয়া হবে।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ـ

আমি তাদের নাসিকা দাগিয়ে দিব। (সূরা ক্বালাম-১৬)

৪. জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল হবে কালো।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি শেষ বিচারের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার-৬০)

৫. কোন কোন কাফেরের মুখমণ্ডল ধুলিময় হয়ে থাকবে।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ـ

এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধুলি-ধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা, তারাই কাফের ও পাপাচারী। (সূরা আবাসা-৪০-৪২)

৬. কতিপয় কাফেরের মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ـ

সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।

(সূরা আলাক-১৫-১৬)

৭. জাহান্নামে গভীর অন্ধকারের মাধ্যমে শাস্তি, কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তার দরজা এত শক্তভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে যে, জাহান্নামী শতাব্দী ধরে গভীর অন্ধকারে জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করতে থাকবে, কোথাও থেকে কোন আলোর সামান্য কিরণও তার চোখে পড়বে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَاهُمْ اَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ـ

এবং যারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে, তারা হতভাগ্য। তাদের ওপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি। (সূরা বালাদ ১৯-২০)

وَمَّا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ـ

হুতামা কি তা কি তুমি জান? এটা আল্লাহর প্রজ্জলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

(সূরা হুমাযাহ- ৫-৯)

৮. জাহান্নামের আগুন স্বয়ং আলকাতারার চেয়ে কালো অন্ধকার হবে ফলে সেখানে নিজের হাতকেই চিনা যাবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ اَتَرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذِهٖ؟ لَهِىَ اَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এ আগুনের ন্যায় ধারণা কর? বরং তা হবে আলকাতরার চেয়েও কালো। (মালেক, কিতাবুল জা'মে; বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম)

৯. উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শাস্তি, ফেরেশতাগণ কাফেরকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ـ

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (সেদিন বলা হবে) জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন কর। (সূরা কামার-৪৮)

১০. কোন কোন অপরাধীকে কবর থেকে উঠিয়েই উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যে কাফেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে সে অন্ধ, মূক, বধিরও হবে।

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ـ

শেষ বিচারের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, মূক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা কামার-৯৭)

১১. কোন কোন কাফেরকে ফেরেশতাগণ জিঞ্জিরাবদ্ধ করে টেনে নিয়ে যাবে।

اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ ـ

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।

(সূরা মু'মিন- ৭১-৭২)

১২. কাফেরের মাথায় ফুটন্ত পানি প্রবাহিত করার জন্য ফেরেশতা তাকে জাহান্নামের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাবে।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ـ

(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতপর তার মস্তকের ওপর উত্তপ্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। (সূরা দুখান- ৪৭-৪৮)

১৩. কোন কোন অপরাধীকে তার পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে পাকড়াও করা হবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের মুখমণ্ডল থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান ৪১-৪২)

১৪. আল্লাহ অপরাধীদেরকে উপুড় করে চালাতে এমনভাবে সক্ষম যেমন তাদেরকে দুনিয়াতে দু'পায়ে চালাতে সক্ষম।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِىْ مَشَاهُ عَلٰى رِجْلَيْهِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ قَتَادَةُ بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا !۔

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শেষ বিচারের দিন কাফেরকে কিভাবে উপুড় করে চালানো হবে? তিনি বললেন : যিনি তাকে দুনিয়াতে দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন, তিনি কি তাকে শেষ বিচারের দিন উপুড় করে চালাতে সক্ষম নন? কাতাদা বলেন : আমাদের রবের কসম! অবশ্যই (তিনি তাতে সক্ষম)। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন; বাব ফিল কুফফার)

১৫. আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্নামে কাফেরকে আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে।

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا۔

আমি অতি সত্তর তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (সূরা মুদ্দাস্‌সির-১৭)

"সউদ" জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম যেখানে আরোহণ করতে কাফেরের সত্তর বছর সময় লাগবে, এরপর ওখান থেকে নিচে পড়ে যাবে, পরে আবার সত্তর বছর সময় নিয়ে সেখানে আরোহণ করবে, এভাবে এ ধারাবাহিক শাস্তিতে সে নিমজ্জিত থাকবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَهْوِىْ فِيْهِ الْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ اَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ وَقَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَصْعَدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ثُمَّ يَهْوِىْ بِهِ كَذَالِكَ فِيْهِ اَبَدًا ـ

আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জাহান্নামের একটি উপত্যকা যার চূড়ায় আরোহণ করার পূর্বে, কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাতে ঘুরপাক খেতে থাকবে। আর 'সউদ' জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম, তাতে আরোহণ করতে সত্তর বছর সময় লাগবে, অতপর সেখান থেকে নিচে পতিত হবে, কাফের সর্বদা এ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। (আবু ইয়ালা, মুসনাদ আবূ ইয়ালা লিল আসারি, ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৩৭৮)

১৬. আগুনের খুঁটিতে বেঁধে রাখার মাধ্যমে শাস্তি, কোন কোন জাহান্নামীকে জাহান্নামে লম্বা লম্বা খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে শাস্তি দেয়া হবে।

وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ـ

হুতামা কি তাকি তুমি জান! এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

(সূরা হুমাযাহ ৫-৯)

কতিপয় পাপীকে খুব মজবুতভাবে বেঁধে রাখা হবে।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ ـ

সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধনও কেউ দিতে পারবে না। (সূরা ফাজর ২৫-২৬)

১৭. জাহান্নামে লোহার হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি, লোহার ভারি ভারি হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে জাহান্নামীর মাথা দলিত করা হবে।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْاۤ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ

আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ গুর্জসমূহ। যখনই যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা। (সূরা হাজ্জ ২১-২২)

জাহান্নামে কাফেরকে আঘাত করার জন্য যে হাতুড়ী ব্যবহার করা হবে তার ওজন এত ভারী হবে যে, পৃথিবীর সকল জ্বিন ও ইনসান মিলে তা উঠাতে চাইলে উঠানো সম্ভব হবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيْدٍ وُضِعَ عَلَى الْاَرْضِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ مَا اَقَلُّوْهُ مِنَ الْاَرْضِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জাহান্নামে কাফেরকে মারার জন্য ব্যবহৃত গুর্জের একটি পৃথিবীতে রাখা হলে, সমস্ত জ্বিন ও ইনসান মিলে তা উঠানোর চেষ্টা করলে ও তা উঠাতে পারবে না। (আবু ইয়ালা, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতান। বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহলুহা। আল ফাসলুসসালেস)

১৮. জাহান্নামে সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্নামের সাপ উটের সমান হবে যার একবারের ছোবলের প্রতিক্রিয়া ৪০ বছর পর্যন্ত থাকবে এবং জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে যার একবারের ছোবলের প্রতিক্রিয়া ৪০ বছর পর্যন্ত থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٌ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ لَسْعَةً فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبَ كَاَمْثَالِ

الْبِغَالِ الْمُوْكِفَةِ تِلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ لَسْعَةً فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

আবদুল্লাহ বিন হারেস বিন জায (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামে সাপ বোখতী উটের (এক প্রকার উটের মতো) ন্যায় হবে, এর মধ্যে একটি সাপের ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে। জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে এবার মধ্যে একটি বিচ্ছুর ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। (আহমদ, মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফিতান। বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহলুহা। আল ফাসলুসসালেস)

জাহান্নামীদের শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য জাহান্নামের বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের ন্যায় করে দেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ قَالَ زِيْدُوْا عَقَارِبَ اَنْيُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ ـ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) আল্লাহর বাণী : "আমি তাদেরকে শাস্তির ওপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহাল-৮৮)

এর তাফসীরে বলেন : জাহান্নামীদের শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের ন্যায় করা হবে। (তাবরানী, মাযমাউয্যাওয়ায়েদ ১০ম খণ্ড, কিতাব সিফাতুন্নার। বাব যিয়াদাতু আহলিন্নারি মিনাল আযাব)

১৯. স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে শাস্তি, জাহান্নামে কাফেরের এক একটি দাঁত উহুদ পাহাড়সম হবে জাহান্নামে কাফেরের শরীরের চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ اَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَ غِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কাফেরের দাঁত বা তার নখ জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের মতো হবে। আর তার চামড়া তিন মাইল রাস্তা পরিমাণ মোটা হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা, বাব জাহান্নাম)

কোন কোন কাফেরের দাঁত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় হবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُعَظَّمُ حَتَّى أَنَّ ضِرْسَهُ لَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই জাহান্নামে কাফেরের শরীরকে বড় করা হবে, এমনকি তাঁর দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুয্যুহদ; বাব সিফাতুন্নার–২/৩৪৮৯)

জাহান্নামে কাফেরের দু' কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিন চলার রাস্তার সমান

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামে কাফেরের দু' কাধের মাঝের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিন পথ চলার সমান। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতিহা, বাব জাহান্নাম)

জাহান্নামে কাফেরের চামড়া ৪২ হাত (৬৩ ফিট) মোটা হবে, একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে, তার বসার স্থান মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান হবে (৪১০ কি: মি:)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعِيْنَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কাফেরের চামড়া ৪২ হাত মোটা হবে, একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে, আর তার বসার স্থান হবে মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাত জাহান্নাম, বাব ইযাম আহলিন্নার)

জাহান্নামীর একটি পার্শ্ব বাইজা পাহাড়ের সমান এবং একটি রান ওযকান পাহাড়ের সমান হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَعَضُدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرْقَانٍ وَمَقْعَدُهُ فِى النَّارِ مَا بَيْنِى وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ বিচারের দিন কাফেরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, তার চামড়া ৭০ হাত মোটা হবে, তার পার্শ্ব হবে বাইজা পাহাড়ের সমান, আর রান হবে ওযকান পাহাড়ের সমান, তার বসার স্থান হবে আমার ও রাবযের দূরত্বের সমান। (আহমদ ও হাকেম, সিলসিলা আহদাসীস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং ১১০৫)

নোট : বিভিন্ন হাদীসে জাহান্নামীর বিভিন্ন রকমের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, কোথাও চামড়া ৪২ হাত কোথাও ৭০ হাত বর্ণনা করা হয়েছে, এ পার্থক্য জাহান্নামীদের পাপ ও অন্যায় হিসেবে নির্ধারণ হবে। (এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল অবগত)

কিছু সংখ্যক কাফেরের শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে সে প্রশস্ত জাহান্নামের এক কোণে পড়ে থাকবে।

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَقْيَشٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يُعَظَّمُ النَّارَ حَتّٰى يَكُوْنَ اَحَدُ زَوَايَاهَا ـ

হারেস বিন আকইয়াস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে, সে জাহান্নামের এক কোণ দখল করে থাকবে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুয্যুহদ সিফাতুন্নার– ২/৩৪৯০)

২০. কতিপয় অনুল্লিখিত শাস্তি, কাফেরদের পাপের পরিমাণের ওপর তাদেরকে এমন কিছু অনির্দিষ্ট শাস্তি দেয়া হবে, যার উল্লেখ না কুরআনে হয়েছে না হাদীসে।

وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ـ

আরো আছে এরূপ ভিন্ন ধরনের শাস্তি। (সূরা সোয়াদ-৫৮)

কিছু সংখ্যক কাফিরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٍ ـ

যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা জাসিয়া-১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

নিশ্চয়ই যারা কাফের, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমাণ আরো যোগ হয়, যেন তারা তা প্রদান করে কিয়ামতের শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবুও এ দ্রব্যসমূহ তাদের থেকে কবুল করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মায়েদা-৩৬)

কতিপয় কাফেরকে বহু কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّافِى الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আর যারা দ্রুত কুফরী করে তৎপর তুমি তাদের জন্য বিষণ্ন হয়ো না, বস্তুত তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ তাদের জন্য পরকালের কোন অংশ ইচ্ছা করেন না এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

(সূরা আল ইমরান-১৭৬)

কতিপয় কাফেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ـ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান-৪)

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ـ

আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সূরা ফাতির-১০)

২১. জাহান্নামে কোন কোন পাপের নির্দিষ্ট শাস্তি

১. যাকাত না আদায়কারীদের জন্য টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত সাপের দংশনের মাধ্যমে শাস্তি।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجْعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتِهٖ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ـ

وَلاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যাকে সম্পদ দিয়েছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না, শেষ বিচারের দিন তার সম্পদ টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপের আকৃতি ধারণ করবে, যার চোখের ওপর দুটি ফোটা থাকবে, তা তার গলার মালা বানানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় প্রান্ত ধরে বলবে : আমি তোমার ধন-সম্পদ। অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন : আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদ শেষ বিচারের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পড়ানো হবে। (সূরা আলে ইমরান-১৮০) (বুখারী, কিতাবুয্যাকাত; বাব ইসমু মানিইয্যাকাত

২. যাকাত না আদায়কারীদের জন্য তদের সম্পদকে পাত বানিয়ে জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের কপাল, পিঠ ও রানে ছেঁক দেয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। জীবজন্তুর যাকাত না আদায়কারীর জন্য ঐ সমস্ত জীবজন্তু দিয়ে তাকে পদদলিত করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُوَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

صُفِحَتْ لَهٗ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهٗ وَجَبِيْنُهٗ وَظَهْرُهٗ ...... هَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيْلُهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ۔

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: সোনা রূপার যে মালিক তার যাকাত আদায় করে না, শেষ বিচারের দিন ঐ সোনা রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত নির্মাণ করা হবে, অতপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে, আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, আর কেউ জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! উটের মালিকদের কি হবে? তিনি বললেন : যে উটের মালিক তার উটের হক আদায় করবে না, আর উটের হকগুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে, আর অন্যদেরকে দান করাও একটি হক। যখন শেষ বিচারের দিন আসবে, তখন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে, অতপর তার উটগুলো মোটা তাজা হয়ে আসবে, বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে, এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে মাড়াই করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে, এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে তখন তার অপরটি তার দিকে অগ্রসর হবে, সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে। এরপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আল্লাহর রাসূল! গরু ছাগলের (মালিকদের) কি হবে? তিনি বললেন : যে সব গরুর মালিক তাদের হক আদায় করে না, শেষ বিচারের দিন তাকে সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে, আর তার সেসব গরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, সে দিন তার একটি গরু ছাগলেরও শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও বাদ থাকবে না। যখন এদের

প্রথমটি অতিক্রম করবে তখন দ্বিতীয়টি এর পিছে পিছে এসে যাবে। সমস্ত দিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে। (মুসলিম, কিতাবুয্‌যাকাত; বাব ইসমু মানে'ই যযাকাত)

৩. রোযা ভঙ্গকারীদেরকে উপুড় করে লটকিয়ে মুখ বিদীর্ণ করা হবে।

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِیِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اَتَانِیْ رَجُلاَنِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ قَالَ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ ـ

আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি শুয়ে ছিলাম এমতাবস্থায় আমার নিকট দু'জন লোক আসল, তারা আমাকে পার্শ্ব ধরে একটি দুরহ পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল, তারা উভয়ে আমাকে বলল যে, পাহাড়ে আরোহণ করুন। আমি বললাম : আমি তাতে আরোহণ করতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিব। তখন আমি সেখানে আরোহণ করলাম, এমনকি আমি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমি কঠিন চিল্লাচিল্লির আওয়াজ পেলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আওয়াজ কিসের? তারা বলল, এ হল জাহান্নামীদের কান্না-কাটির আওয়াজ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে আগে চলল, সেখানে আমি কিছু লোককে উল্টো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলাম যাদের মুখ ফাটা এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? তারা বলল : তারা ঐ সমস্ত লোক যারা রোযার দিন সময় হওয়ার পূর্বেই ইফতার করে নিত। (ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১ম খণ্ড হাদীস নং ৯৯৫)

৪. কুরআন ও হাদীসের ইলম গোপনকারীকে জাহান্নামে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হল আর সে তা গোপন করল, শেষ বিচারের দিন তাকে জাহান্নামে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ঈলম; বাব মাযায়া ফি কিতমানিল ইলম– ২/২১৩৫)

৫. দ্বিমুখী লোকদের শেষ বিচারের দিন জাহান্নামে আগুনের দুটি মুখ থাকবে।

عَنْ عَمَّارٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنَ النَّارِ۔

আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছে, শেষ বিচারের দিন জাহান্নামে তার আগুনের দু'টি মুখ থাকবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি যিল ওয়জহাইন– ৩/৪০৭৮)

৬. মিথ্যা প্রচারকারী ব্যক্তিকে তার জিহ্বা, নাক ও চোখ গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। যিনাকার নারী ও পুরুষকে উলঙ্গ শরীরে এক চুলায় জ্বালানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে ও সুদখোরদেরকে নদীতে ডুবানো এবং পাথর গিলানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ الرُّؤْيَا وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِىْ اُتِيْتُ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهْرِ وَيُلْقِمُ الْحَجَرَ فَاِنَّهٗ اٰكِلُ الرِّبَا۔

সামুরা বিন জুন্দুব (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে (স্বপ্নের ঘটনায়) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তারা উভয়ে (ফেরেশতাগণ) আমাকে জিজ্ঞেস করল, (যে দৃশ্যগুলো আপনাকে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে) সর্বপ্রথম আপনি যেখান দিয়ে অতিক্রম করেছেন, যার জিহ্বা, নাক, চোখ ও গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হচ্ছিল। সে ছিল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে ঘর থেকে বের হত এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতে থাকত, যা সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে যেত। আর ঐ উলঙ্গ নারী ও পুরুষ যাদেরকে আপনি চুলায় জ্বলতে দেখেছেন, তারা হল জিনাকার নারী ও পুরুষ। আর ঐ ব্যক্তি যাকে আপনি রক্তের নদীতে ডুবন্ত অবস্থায় দেখেছেন, যার মুখে বার বার পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে, দুনিয়াতে সুদ খেত। (বোখারী, কিতাব তা'বীর রুয়া বা'দা সালাতিসসুবহ)

৭. মৃত ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত নারী বা পুরুষ উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করে তাদেরকে শেষ বিচারের দিন গন্ধকের পায়জামা এবং এমন জামা পরানো হবে যা তাদের শরীরে এলার্জি সৃষ্টি করবে।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الاَشْعَرِىِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .... وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ۔

আবু মালেক আশ'আরী (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : নিশ্চয়ই নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের মাঝে চারটি জাহিলিয়্যাতের অভ্যাস রয়েছে, যা তারা ছাড়বে না। স্বীয় বংশ গৌরব করা, অপরের বংশে দোষারোপ করা, তরকার মধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চআওয়াজে কান্নাকাটি করা। মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে শেষ বিচারের দিন তাকে গন্ধকের পায়জামা এবং শরীরে এলার্জি সৃষ্টিকারী পোশাক পরানো হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয)

৮. কুরআন মুখস্থ করে ভুলে গেলে এবং এশার সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে গেলে জাহান্নামে সার্বক্ষণিকভাবে মাথা দলিত করা হবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثِ الرُّؤْيَا قَالَ قَالَ لِىْ اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِىْ اُتِيْتُ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَاْسُهُ بِالْحَجْرِ فَاِنَّهُ الرِّجَالُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ

সামুরা বিন জুন্দুব (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : প্রথম ব্যক্তি যার নিকট আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যার মাথা পাথর দিয়ে দলিত করা হচ্ছিল, সে ঐ ব্যক্তি যে ইহকালে কুরআন মুখস্ত করে ভুলে গেছে এবং ফরয সালাত আদায় না করে নিদ্রায় বিভোর থাকত। (বোখারী, কিতাব তা'বীর রু'ইয়া বা'দা সালাতিস্‌সুবহ)

নোট : হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতা জাহান্নামীর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তা দলিত হওয়ার পর সে যখন আবার পাথর কুড়াতে যেত তখন তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসত। তখন ফেরেশতা আবার পাথর নিক্ষেপ করে তার মাথাকে দলিত করত। আর এ অবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চলত।

৯. অপরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এমন ব্যক্তির জাহান্নামের শাস্তি।

عَنْ أُسَامَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ .... قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ -

উসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শ্রবণ করেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন : শেষ বিচারের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তার নাড়ীসমূহ পেটের বাহিরে থাকবে, আর সে তা নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চরকি নিয়ে ঘুরে। আর তার এ দৃশ্য দেখার জন্য জাহান্নামের অধিবাসীরা একত্রিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কি করে হল? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজে নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে! সে তখন জবাবে বলবে : আমি তোমাদরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু আমি সৎ কাজ করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, আর আমি তা থেকে বিরত থাকতাম না। (বোখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব সিফাতিন্নার)

১০. আত্মহত্যাকারী যেভাবে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐভাবে সার্বক্ষণিকভাবে তা করতে থাকবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ-

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে জাহান্নামেও বার বার আত্মহত্যা করতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে সে জাহান্নামে নিজেকে ঐভাবে হত্যা করতে থাকবে। (বোখারী, কিতাবুল জানায়েজ, বাব মাযায়া ফি কাতলিন, নাফস)

১১. গীবতকারী জাহান্নামে নিজের নখ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও বুকের গোশত টেনে টেনে ভক্ষণ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ

فَقُلْتَ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাকে যখন মে'রাজ করানো হল, তখন আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের নখ ছিল লাল তামার, আর তারা তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বুকের গোশত টেনে টেনে ক্ষত-বিক্ষত করছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে জিবরীল! এরা কারা? সে বলল : তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের গীবত করত এবং তাদেরকে অপমান করত। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব; বাব ফিল গীবা– ৩/৪০৮২)

২২. কুরআনের আলোকে জাহান্নামীরা

১. শেষ বিচারের প্রতি অবিশ্বাসী ভদ্র ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ـ

(বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতপর তার মস্তকের ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত, এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান ৪৭-৫০)

২. রাসূল ﷺ -কে যাদুকর বলে ইসলামের দাওয়াতকে অবমাননাকারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে একটি খোঁচামূলক প্রশ্ন করে বলা হবে "এ আগুন কি যাদু না তারা দেখতে পাচ্ছে না।"

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ...... إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

সে দিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের অগ্নির দিকে। এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখছ না। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তার পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর-১৩-১৬)

৩. কাফেরদেরকে জাহান্নামে উত্তপ্ত করতে করতে জাহান্নামের পাহারাদার বলবে : দুনিয়াতে এ শাস্তি দ্রুত আসুক তা কামনা করতে এখন খুব মজা করে তা গ্রহণ কর।

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ...... ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ .

অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, যারা অজ্ঞ ও উদাসীন! তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? (বল) সে দিন যে দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (সূরা যারিয়াত-১০-১৪)

৪. জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফেরদেরকে জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতা এক বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন করে বলবে : আপনারা তো খুব অনুগত লোক ছিলেন।

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ .... مَالَكُمْ لاَتَنَاصَرُوْنَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ .

একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের তারা ইবাদত করত, আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কি হল যে তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? বস্তুত সে দিন তারা আত্মসমর্পণ করবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ২২-২৬)

২৩. জাহান্নামে গোমরাহ নেতা-প্রজার ঝগড়া

১. জাহান্নামে গোমরাহকারী আলেম ও পীর ফকীরদেরকে লক্ষ্য করে তাদের ভক্তরা বলবে : "এখন আমাদের শাস্তি হালকা কর" জবাবে তারা বলবে : এখানে আমরা সবাই সমান আমরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না।

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْآ ـــــ.. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ .

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদের বলবে আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের কিয়দাংশ নিবারণ করবে? দাম্ভিকরা বলবে : আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।

(সূরা মু'মিন ৪৭-৪৮)

২. পীর জাহান্নামে যাওয়ার সময় মুরীদদেরকে লক্ষ্য করে বলবে : বদবখত মুরীদদের একদলও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, আর মুরীদরা স্বীয় পীরের এ বক্তব্য শ্রবণ করে বলবে : বদবখত তোমরাও জাহান্নামেই যাচ্ছ? হে আল্লাহ্ আমাদেরকে জাহান্নামে প্রেরণকারীদেরকে ভালো করে শাস্তি দিন।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَامَرْحَبًا بِكُمْ ... هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ .

এতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশকারী, তাদের জন্য নেই অভিবাদন! তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে। অনুসারীরা বলবে : বরং তোমরাও তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো পূর্বে ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ। কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল। তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন। (সূরা সোয়াদ- ৫৯-৬১)

৩. গোমরাহকারী নেতাদের জন্য জাহান্নামে তাদের ভক্তদের লা'নত ও তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য দরখাস্ত।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَا السَّبِيْلاَ رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ـ

যে দিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরো বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত।

(সূরা আহযাব ৬৬-৬৮)

৪. জাহান্নামে যাওয়ার পর গোমরাহ নেতা ও তাদের অনুসারীদের পরস্পরের ঝগড়া।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ... فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُوْنَ فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ـ

এবং তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা বলবে : তোমাদেরকে তো ডান দিক থেকে আমাদের নিকট আসতে, তারা বলবে : তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলে না এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়! আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ২৭-৩৩)

৫. জাহান্নাম মোশরেকরা স্বীয় উস্তাদদের চক্রান্তের তিরস্কার করবে তখন উস্তাদরা নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلاَ بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ... وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلاَلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

কাফিররা বলে আমরা এ কুরআন কখনো বিশ্বাস করবো না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও হায়! তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।

যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে: মূলত তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং তাঁর অংশীদারীত্ব স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরিয়ে দিব, তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

(সূরা সাবা-৩১-৩৪)

৬. জাহান্নামে প্রজারা নেতাদেরকে বলবে আমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা কর, তারা জবাবে বলবে : এখানে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর মতো কেউ নেই।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْآ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ـ

সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেই, যারা অহংকার করত দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে : আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি

থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে : আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা, আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (সূরা ইবরাহীম-২১)

২৪. দৃষ্টান্তমূলক আলাপ-আলোচনা

১. জাহান্নামের পাহারাদার : তোমাদের নিকট কি আল্লাহর রাসূল আগমন করেনি?

কাফের : এসেছিল কিন্তু আমরা নিজেরাই জাহান্নামের শাস্তি মেনে নিয়েছি।

জাহান্নামের পাহারাদার : তাহলে এ দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَاۤؤُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলাওয়াত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত এবং তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদেরকে বলা হবে : জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল! (সূরা যুমার ৭১-৭২)

২. জাহান্নামের পাহারাদার : তোমাদের নিকট কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি?

কাফের : এসেছিল কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছি হায়! আমরা যদি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতাম :

জাহান্নামের পাহারাদার : এখন অন্যায় স্বীকার করার ফায়দা এই যে, তোমাদের প্রতি লা'নত।

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.

রাগে-ক্ষোভে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে তোমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা আরো আরো বলবে : যদি আমরা শ্রবণ করতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য। (সূরা মুলক - ৮-১১)

৩. জাহান্নামের পাহারাদার : তোমাদের বিপদাপদ দূরকারীরা কোথায়?

কাফের : আফসোস! তাদের বিপদাপদ দূর করার কথা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا.

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। পরে তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা অংশীদার স্থাপন করতে, আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে : তারা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে। বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (সূরা মু'মিন ৭১-৭৪)

৪. কাফের স্বীয় চোখ, কান, চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবে : তোমরা আল্লাহর সামনে আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিয়েছ? চোখ, কান, চামড়া বলবে : আমাদেরকে ঐ আল্লাহ সাক্ষী দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা সাক্ষী দিয়েছি।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ حَتّٰى إِذَا مَا جَآؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصٰرُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে একত্রিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? জবাবে তারা বলবে : আল্লাহ যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(সূরা হা-মীম সাজদা-১৯-২১)

৫. জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে : আল্লাহ আমাদের সাথে দেয়া যে সব ওয়াদা পূরণ করেছেন তোমাদের সাথে সাথেও সেসব ওয়াদাও কি পূরণ করেছেন?

জাহান্নামীরা বলবে : হ্যাঁ, আমাদের সাথে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। জাহান্নামের পাহারাদার বলবে অভিসম্পাত পরকালকে অস্বীকারকারীদের প্রতি এবং ইসলামের রাস্তা থেকে বাধা দানকারীদের প্রতি।

وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوْا نَعَمْ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ

بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُوْنَ ـ

আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে বলবে : আমাদের পালনকর্তা যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা তা বাস্তবভাবে পেয়েছি, কিন্তু আমাদের পালনকর্তা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য ও বাস্তবরূপে পেয়েছ? তখন তারা বলবে : হ্যাঁ পেয়েছি (এ সময়) তাদের মধ্যে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করে দিবেন যে, যালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত! যারা আল্লাহর পথে চলতে মানুষকে বাঁধা প্রদান করত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত আর তারা পরকালকে অস্বীকার করত। (সূরা আ'রাফ ৪৪-৪৫)

৬. পৃথিবীতে এক সাথে জীবন যাপনকারী মুনাফিক ও মু'মিনদের মাঝে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হবে :

মুনাফিক : এ অন্ধকার আমাদেরকে তোমাদের আলো থেকে কিছু আলো দাও।

মু'মিন : এ আলো পাওয়ার জন্য আবার পৃথিবীতে যাও যদি সম্ভব হয়, এ অস্বীকৃতি শ্রবণ করে মুনাফিক দ্বিতীয়বার বলবে : দুনিয়াতে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?

মু'মিন : তোমরা আমাদের সাথে তো ছিলে কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে তাই তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ... حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ـ

সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি, বলা হবে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর, অতপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে আমরা কি (পৃথিবীতে) তোমাদের সাথে ছিলাম? তারা

বলবে : হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত। আর মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে অবতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে। (সূরা হাদীদ ১৩-১৪)

২৫. আল্লাহর সাথে কাফেরদের কথাবার্তা

১. আল্লাহর নিদর্শনসমূহ কি তোমাদের নিকট আসেনি?

কাফের : হে আল্লাহ! আমরা বাস্তবেই গোমরাহ ছিলাম একবার আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন দ্বিতীয় বার কুফরী করলে তখন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ : তোমরা লাঞ্ছিত হও এখান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে আমার সাথে কোন কথা বলবে না। বল পৃথিবীতে তোমরা কত দিন জীবিত ছিলে?

কাফের : এক বা দুদিন।

আল্লাহ : এত অল্প সময়ের জন্য তোমরা বিবেক খাটিয়ে কাজ করতে পারনি আর মনে করেছিলে যে আমার নিকট আর কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না?

أَلَمْ تَكُنْ اٰيَاتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ .... قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ الْعَادِّيْنَ قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيْلاً لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ ـ

তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো না? অথচ তোমরা এগুলো অস্বীকার করতে! তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়! হে আমাদের পালনকর্তা! এ অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন : তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না। আমার বান্দাদের মাঝে একদল ছিল যারা বলত : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের

প্রতি দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এ উপহাস করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। তিনি বলবেন : তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে : আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন বা এক দিনের সামান্য অংশ। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন : তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? এবং তোমরা আমরা নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। (সূরা মু'মিনুন- ১১০-১১৫)

২. আল্লাহর সাথে কাফেরদের আরো একটি কথোপকথন।

আল্লাহ : মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য কিনা?

কাফের : কেন নয় সম্পূর্ণই সত্য।

আল্লাহ : তাহলে তা অস্বীকারের স্বাদ গ্রহণ কর।

কাফের : আফসোস! কিয়ামতের ব্যাপারে আমরা বিরাট ভুল করেছি।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ....

হায়! তুমি যদি সে দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন : কিয়ামত কি সত্য নয়? জবাবে বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের পালনকর্তার শপথ করে বলছি এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ বলবেন : তবে তোমরা সেটাকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

ঐ সব লোক ক্ষতিগ্রস্ত হল যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সে নির্দিষ্ট সময়টি তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা বলবে : হায়! পিছনে আমরা কতইনা দোষত্রুটি করেছি তারা নিজেরাই নিজেদের পাপরাশির বোঝা নিজের পিঠে বহন করবে, শ্রবণ করে রেখ তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা! (সূরা আন'আম ৩০-৩১)

২৬. জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে একটি আলোচনা

১. জান্নাতী : তোমরা কি কারণে জাহান্নামে আসলে?

জাহান্নামী : আমরা সালাত পড়তাম না মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রূপকারীদের সাথে মিলে আমরাও তাদের সাথে বিদ্রূপ করতাম এবং শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করতাম।

فِىْ جَنَّاتٍ يَّتَسَاۤءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ ـ

তারা থাকবে বাগানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাবার দান করতাম না। আর আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন হতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত। (সূরা মুদ্দাস্‌সির- ৪০-৪৮)

২৭. আল্লাহ ও লোকদের বিভ্রান্তকারীদের মাঝে একটি শিক্ষামূলক আলোচনা।

১. আল্লাহ! তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করেছ? না তারা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছে?

লোকদের নেতা : সুবহানাল্লাহ! আমরা তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে আমাদের বিপদাপদ দূরকারী কি করে বানাতে পারি? তুমি তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়েছ আর তারা তা পেয়ে নিজেরাই গোমরাহ হয়েছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰؤُلَاۤءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ قَالُوْا سُبْحَانَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِىْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ـ

এবং যে দিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, তিনি সে দিন জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে? না তারা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছিল?

তারা বলল : আপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। আপনিই তো এদেরকে এবং এদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলেন, পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। (সূরা ফুরকান ১৭-১৮)

২৮. নিষ্ফল কামনা

১. কয়েক ফোটা পানির জন্য আফসোস প্রকাশ!

وَنَادٰى اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ـ

জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে : আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও। অথবা তোমাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা থেকে কিছু জীবিকা প্রদান কর। তারা বলবে : আল্লাহ্ তো এই দু'টি কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন- 'যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল। (সূরা আ'রাফ ৫০-৫১)

২. জাহান্নামের শাস্তি শুধু একদিনের জন্য হালকা করার আবেদন এবং জাহান্নামের পাহারাদারের ধমক।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوْآ اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ ـ

যারা জাহান্নামে আছে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন। তারা বলবে : তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে : অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে : তবে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়। (সূরা মু'মিন ৪৯-৫০)

৩. নিষ্ফল মৃত্যু কামনা।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُم مَّاكِثُوْنَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ .

তারা চিৎকার করে বলবে : হে জাহান্নামের পাহারাদার! তোমার পালনকর্তা আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন, সে বলবে : তোমরা তো এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন : আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ। (সূরা যুখরুফ ৭৭-৭৮)

৪. জাহান্নামের শাস্তি দেখে কাফের আফসোস করে বলবে হায়! আমি যদি এ জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!

وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ .

সে দিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সে দিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? সে বলবে : হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম! (সূরা ফজর-২৩-২৬)

৫. গোমরাহকারী নেতা-নেত্রীদের জাহান্নামে পদদলিত করার নিষ্ফল কামনা।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَآءً بِمَاكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذِيْنِ

أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔

জাহান্নাম, এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ। কাফিররা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! যে সব জ্বিন ও মানব আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব। যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়। (সূরা হা-মীম সাজদা-২৮-২৯)

৬. আগুন দেখে পৃথিবীতে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ না করার জন্য আফসোস!।

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيْرِ۔

এবং তারা আরো বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য। (সূরা মুল্ক ১০-১১)

৭. কাফের আগুন দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا۔

আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফের বলতে থাকবে : হায়রে হতভাগা, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা-৪০)

৮. আরো একটি আফসোস! হায়! আমি যদি রাসূলের কথা শ্রবণ করতাম, হায়! আমি যদি অমুক ও অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ

الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يَاوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً لَقَدْ اَضَلَّنِيْ
عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً ۔

যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে : হায় আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক।

(সূরা ফোরকান ২৭-২৯)

৯. আগুনে জ্বলার পর কাফের আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতাম।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ
وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ ۔

যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! (সূরা আহযাব-৬৬)

১০. স্বীয় গুনাহর কথা স্বীকার করার পর জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য নিষ্ফল আফসোস।

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا
فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ
وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۔

তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে প্রাণীহীন অবস্থায় রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন বের হওয়ার কোন পথ মিলবে কি?

তোমাদের এ পার্থিব শাস্তি তো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তখন, তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত সমুচ্চ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব"।

(সূরা মু'মিন-১১-১২)

১১. পাপী ব্যক্তি নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, আত্মীয়-স্বজন এমনকি পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকে জাহান্নামে দিয়ে হলেও সেখান থেকে সে নিজে বাঁচতে চাইবে কিন্তু তার এ আফসোস পূর্ণ হবে না ।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ـ

তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর, অপরাধী সেই দিনের শাস্তি পরিবর্তন করে দিতে চাইবে সন্তান-সন্তুতিতে। তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এ মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না কখনো নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি, যা পাত্র থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে। (সূরা মায়ারিজ- ১১-১৬)

১২. কাফের পৃথিবীর ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চাইবে কিন্তু তখন এ কামনা পূর্ণ হবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهِ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, ফলত তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণও নেয়া হবে না। যদিও সে স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে তা প্রদান করে; ওদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং ওদের জন্য নেই কোনই সাহায্যকারী। (সূরা আলে ইমরান-৯১)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلَأَ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَالِكَ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শেষ বিচারের দিন কাফেরদের বলা হবে, যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তোমার থাকে তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে দান করতে? সে বলবে : হ্যাঁ। তাকে বলা হবে এর চেয়েও সহজ জিনিস তোমার কাছে চাওয়া হয়েছিল। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন; বাব ফিল কুফফার)

১৩. শাস্তি দেখে মোশরেকদের নির্ধারণকৃত শরীকদের ব্যাপারে আক্ষেপ "হায় আমাদেরকে যদি একবার দুনিয়াতে পাঠানো হত তাহলে আমরা এ নেতাদের কাছ থেকে এমনভাবে সম্পর্ক মুক্ত থাকতাম যেমন তারা আজ আমাদের থেকে সম্পর্ক মুক্ত।"

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ.

যারা অনুসৃত হয়েছে–তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে : যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম, তবে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তেমনি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম; এভাবে আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহ তৎপ্রতি দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা আগুন থেকে উদ্ধার পাবে না। (সূরা বাক্বারা ১৬৬-১৬৭)

১৪. আগুনের শাস্তি দেখে কাফেরের মনে সৃষ্ট বেদনা :

আফসোস! আমি যদি আল্লাহর সাথে নাফরমানী না করতাম।

আফসোস! আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করতাম।

আফসোস! আমি যদি হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে চেষ্টা করতাম।

আফসোস! আমিও যদি মুত্তাকী হয়ে যেতাম।

আফসোস! যদি একবার সুযোগ মিলে তাহলে আমি নেককার হয়ে যাব।

وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لاَتَشْعُرُوْنَ..وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে তার। তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে যাতে কাউকেও বলতে না হয় : হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্যে আফসোস! আমিতো উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা কেউ যেন না বলে আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয় : আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

মূল বিষয় হলো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে ও অহংকার করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা যুমার- ৫৫-৫৯)

১৫. প্রতিফল দেখে কাফেরের দুঃখ আফসোস! আমার আমলনামা যেন আমাকে না দেয়া হয়, আফসোস হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ ـ

কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে : হায়! আমাকে যদি তা দেয়াই না হতো, আমার আমলনামা এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। (সূরা হাক্কা-২৫-২৭)

১৬. আফসোস! আমি যদি আল্লাহর সাথে শরীক না করতাম।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اَهْلِ النَّارِ يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّة .... وَسَلَّمَ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتٰى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সমস্ত জাহান্নামবাসী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে, আর আফসোস করে বলবে : হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়েত প্রাপ্ত করতেন! তা দেখা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হবে তখন সে বলবে : যদি আল্লাহ আমাকে হেদায়েত না দিত (তাহলে আমাকে সেখানে যেতে হতো) তা দেখা হবে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করলেন : হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (হাকেম, সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, ৫ম খণ্ড হাদীস নং ২০৩৪)

১৭. জাহান্নামীদের আরো একটি সুযোগ অর্জনের ইচ্ছা, কাফের আগুন দেখে সত্যকে স্বীকার করবে আর সৎআমল করার জন্য দ্বিতীয় বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ـ

তারা আর কিছুর অপেক্ষা করছে না শুধু সর্বশেষ পরিণতির অপেক্ষায় রয়েছে, যে দিন এর সর্বশেষ পরিণতি এসে উপস্থিত হবে, সে দিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে : বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল সত্য কথা এনেছিলেন। সুতরাং এখন এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদের কি পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো যেতে পারে, যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, আর যেসব মিথ্যা রচনা করেছিল তাও তাদের হাতে অন্তর্নিহিত হয়েছে। (সূরা আ'রাফ-৫৩)

১৮. জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে আগামীতে ভালো আমল করার দরখাস্তের ব্যাপারে জাহান্নামের পাহারাদারের কড়া কড়া উত্তর "যালেমদের জন্য এখানে কোন সাহায্যকারী নেই।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ـ

সেখানে তারা আর্তনাদ করবে আর বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎকর্ম করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না, আল্লাহ্ বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীরও এসেছিল সুতরাং শাস্তি ভোগ কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির- ৩৭)

১৯. জাহান্নামে মুশরিকদের অন্যায় স্বীকার ও সুযোগ হলে মু'মিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ اِذْنُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَمَا اَضَلَّنَا اِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অতঃপর তাদেরকে ও গোমরাহদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের পালনকর্তাদের সমকক্ষ মনে করতাম। আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। কোন সুহৃদয় বন্ধুও নেই। হায় যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা শু'আরা - ১০২)

২০. আল্লাহর সামনে লজ্জিত হয়ে কাফের ঈমান আনার অঙ্গীকার করে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসার আবেদন জানাবে জবাবে বলা হবে : তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় হিসেবে তোমরা সর্বদা জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْ رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ وَلَوْ شِئْنَا

لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ فَذُوْقُوْا بِمَانَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের প্রভু! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরন করুন আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য; আমি নিশ্চয়ই জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। তবে শাস্তি আস্বাদন কর কারণ আজকের এ সাক্ষাৎকারের কথায় তোমরা বিস্মৃত হয়েছিল, আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমরা যা করতে তজ্জন্যে তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। (সূরা সাজ্‌দা ১২-১৪)

২১. আগুনের শাস্তি দেখে কাফের একবার সুযোগ পেয়ে সৎ হয়ে জীবন যাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে কিন্তু তা কখনো পূরণ হবে না।

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيَاتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

অথবা প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয় : আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

মূল বিষয় হলো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা যুমার ৫৮-৫৯)

২২. জাহান্নামী আল্লাহর সামনে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য ঈমান আনার ব্যাপারে ওয়াদা করলে জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিনভাবে ধমক দেয়া হবে।

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا

وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ـ

তারা বলবে : হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়! হে আমাদের পালনকর্তা! অগ্নি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তা তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন : তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই অবস্থান কর এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে রেখেছিল, তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে উপহাস করতে। (সূরা মু'মিনুন-৬-১০)

২৩. আগুনের শাস্তি দেখে কাফের এক মুহূর্তের জন্য সুযোগ চাইবে যাতে ঈমান আনতে পারে কিন্তু তার আবেদন গৃহীত হবে না।

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُوْنُوْا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ـ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব, তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম- ৪৪)

২৪. জাহান্নামের পাশে দাঁড়িয়ে কাফেরের আরেক দফা পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদন।

وَلَوْ تَرٰى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে : হায়! আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! (সূরা আন'আম-২৭)

২৫. জাহান্নামের শাস্তি দেখে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ।

وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُ الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ... اَلَآ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ -

যালিমরা যখন শাস্তি অবলোকন করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে : ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধমিলিত চোখে তাকাচ্ছে, মু'মিনরা শেষ বিচারের দিন বলবে : ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করছে। জেনে রাখ যালিমরা ভোগ করবে চিরস্থায়ী শাস্তি। (সূরা শূরা ৪৪-৪৫)

২৬. কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত জাহান্নামীদের আবেদন "হে আমাদের প্রভু! একবার সামান্য শাস্তি লাঘব করুন আমরা ঈমান আনব"।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ - اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ - ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنَ - اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ - يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ -

তখন তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান গ্রহণ করব। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছিল সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রাসূল; অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বলে : সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল বৈ অন্য কিছু নয়। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরা তো

তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সে দিন আমি তোমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দিব। (সূরা দুখান ১২-১৬)

২৭. ইবরাহিম (আ)-এর পিতা আযর জাহান্নাম দেখে বলবে : হে ইবরাহিম! আজ আমি তোমার কথা শ্রবণ করব কিন্তু তখন ইবরাহিম (আ)-এর পিতাকেও সুযোগ দেয়া হবে না বরং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبْرَةٌ غَبَرَةٌ يَقُوْلُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِيْ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لَا اُعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ اَنْ لَا تُخْزِيَنِيْ يَوْمَ يَبْعَثُوْنَ فَاَيُّ خِزْيٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِيْ اِلَّا بَعْدُ؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّيْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ يَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ صَبْغٌ مُلْتَطِخٌ فَيُؤْخَذُ بِقَوْئِمِهِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ইবরাহিম (আ) শেষ বিচারের দিন তাঁর পিতাকে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, তার মুখে কাল ও ধুলাময়, তখন ইবরাহিম (আ) বলবেন : আমি কি দুনিয়ায় তোমাকে বলিনি যে আমার কথা অমান্য করবে না? আযর বলবে : আচ্ছা আজ আমি তোমার কথা অমান্য করব না। তখন ইবরাহিম (আ) স্বীয় পালনকর্তার নিকট আবেদন করবে যে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলে যে, শেষ বিচারের দিন আমাকে অপমানিত করবে না কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ বলবেন : হে ইবরাহিম! তোমার উভয় পায়ের নিচে কি? ইবরাহিম (হঠাৎ) দেখবেন আবর্জনার সাথে মিশা এক মূর্তি যাকে ফেরেশতারা পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। (বোখারী, কিতাব বাদউল খালক; বাব কাওলিল্লাহি তা'আলা ওয়াত্তাখাজাল্লাহা ইবরাহীম খালীলা)

২৯. জাহান্নাম ও ইবলীস

১. জাহান্নামে প্রবেশের পর ইবলীসের অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে তার বক্তব্য।

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ـ

যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে : আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি, আমার তো তোমাদের ওপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্থ করেছিলে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই। (সূরা ইবরাহীম-২২)

২. ইবলীসের দৃষ্টান্তমূলক শেষ পরিণতি শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম ইবলীসকে আগুনের পোশাক পরানো হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَا يُكْسٰى حُلَّةً مِّنَ النَّارِ إِبْلِيْسُ فَيَضَعُهَا عَلٰى حَاجِبَيْهِ وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ يُنَادِيْ يَا ثُبُوْرَاهُ وَيُنَادُوْنَ يَا ثُبُوْرَهُمْ

حَتّٰى يَقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا ثُبُوْرَاهُ وَيَقُوْلُوْنَ يَا ثُبُوْرَهُمْ فَيُقَالُ لَهُمْ لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামে সর্বপ্রথম ইবলীসকে আগুনের পোশাক পরানো হবে। তা তার কপালের ওপর রেখে পিছন থেকে টানা হবে, তার সন্তানরা (তার চেলারা) তার পিছে পিছে চলবে, ইবলীস তার মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে তার ভক্তরাও মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে, এমনকি যখন সে জাহান্নামের কাছে এসে উপস্থিত হবে, তখন ইবলীস বলবে : হায় মৃত্যু! তার সাথে তার ভক্তরাও বলবে : হায় মৃত্যু তখন তাকে বলা হবে আজ এক মৃত্যু নয় বহু মৃত্যুকে আহ্বান কর। (আহমদ, ইবনে কাসীর ৩/৪১৫)

৩০. স্মৃতিচারণ

১. জাহান্নামে এক ভালো বন্ধুর স্মৃতিচারণ ও তার তালাশ।

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ـ

তারা আরো বলবে : আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব মানুষকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না? তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? এটা নিশ্চিত সত্য, জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ। (সূরা সোয়াদ- ৬২-৬৪)

৩১. জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহ আনন্দদায়ক

১. জাহান্নামকে আনন্দদায়ক আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِبْرِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ ..... فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَنْجُوَمِنْهُ اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : যখন আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন তখন সেখানে জিবরীলকে জান্নাত দেখতে প্রেরণ করলেন এবং তাকে বললেন : তুমি তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখ। সে দেখে আল্লাহর নিকট ফিরে আসল। এসে বলল, তোমার ইজ্জতের কসম! যেই তার কথা শ্রবণ করবে সেই সেখানে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা আবৃত করে দেয়া হল।

এরপর তাকে (জিবরীলকে) বললেন : তুমি সেখানে আবার যাও এবং তা দেখ এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তখন সে ওখানে গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা দেখল। তখন দেখল যে, এখন তা কষ্টকর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। তখন সে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসল, এসে বলল : তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

তখন আল্লাহ বললেন : যাও এখন গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তখন সে ওখানে গিয়ে দেখতে পেল যে, তার একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে, তখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে আসল এবং বলল : তোমার ইজ্জতের কসম! যেই এর কথা শ্রবণ করবে সেই তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, ফলে তাকে কামভাবাপন্ন আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হল। এরপর আল্লাহ তাকে (জিবরীলকে) আবার বললেন : তুমি আবার সেখানে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে এসো, তখন সে আবার ওখানে গিয়ে তা দেখে আসল এবং বলল : তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে প্রবেশ না করে কেউ কেউ মুক্তি পাবে না। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম; বাব মা-জাআ ফি আন্নাল জান্না হুফফাত বিল মাকারিহ– ২/২০৭৫)

২. পৃথিবীর চাকচিক্যতার পরিণতি জাহান্নাম।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ اٰخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الْاٰخِرَةِ ـ

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : পৃথিবীর মিষ্টি আখিরাতের তিক্ত, আর পৃথিবীর তিক্ত আখিরাতের মিষ্টি। (আহমদ ও হাকেম, আলবানী সংকলিত সহীহ আল জামে' আসসাগীর– ৩/৩১৫০)

৩. আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজসমূহ আনন্দদায়ক।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ لِلْكَافِرِ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : পৃথিবী ঈমানদারদের জন্য জেলস্বরূপ, আর কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ)

৩২. আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামীদের হার

১. হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাবে আর মাত্র একজন জান্নাতে যাবে।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ فِىْ يَدَيْكَ .... قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ اَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : হে আদম! সে বলবে : হে আল্লাহ! আমি তোমার খেদমতে ও তোমার অনুসরণে আমি উপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ তোমারই নিকট। তখন আল্লাহ বলবে: মানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা কর। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবে যে, জাহান্নামী কতজন? আল্লাহ বলবেন : হাজারে ৯৯৯ জন। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আর এটাই হবে ঐ মুহূর্ত যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভধারিণী মহিলা গর্ভপাত করবে, আর তুমি লোকদেরকে বেহুঁশ দেখতে পাবে। অথচ তারা বেহুঁশ হবে না বরং তা হবে আল্লাহর আযাবের কঠিনত্বের ফল। বর্ণনাকারী বলেন : একথা শ্রবণ করে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেল এবং বলতে লাগল : হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের মাঝে এমন কোন

ব্যক্তি আছে যে, জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর এর মধ্যে ইয়া'জুজ মা'জুজের মধ্য থেকে এক হাজার মানুষ (জাহান্নামে যাবে), আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান; বাব লিবায়ান কাউন হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্নাহ)

২. মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের ৭৩ ফিরকার মধ্যে ৭২ ফিরকা জাহান্নামে যাবে আর ১ ফেরকা জান্নাতে যাবে।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اِحْدٰى وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَاِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدًا فِى الْجَنَّةِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ ! لَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمْ؟ قَالَ الْجَمَاعُ .

আওফ বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইহুদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী আর অবশিষ্ট ৭০টি দল জাহান্নামী। নাসারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী আর অবশিষ্ট ৭১ দল জাহান্নামী। ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এর মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন : (আল জামায়া) আহলুস্‌সুন্না ওয়াল জামায়াত। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান; বাব ইফতিরাকুল উমাম)

৩৩. জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাধিক্য

১. জাহান্নামে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যাধিক্য হবে।

عَنْ اُسَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ

اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَبِهِمْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ـ

ওসামা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, তাতে অধিকাংশ প্রবেশকারীরা গরীব মানুষ, সম্পদশালীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আর জাহান্নামে প্রবেশকারী সম্পদশালীদেরকে আগেই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর আমি জাহান্নামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যে, তাতে অধিকাংশ প্রবেশকারীরা হল নারী। (বোখারী, কিতাবুন নিকাহ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا فُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءِ ـ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জান্নাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীরা ফকীর, আর জাহান্নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী নারী। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম। বাব মাযায়া আন্না আকসারা আহলিন ন্নারি আন-নিসা- ২/২০৯৮)

২. কতিপয় নারী স্বীয় স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে জাহান্নামী হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءُ، ...لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জাহান্নাম দেখেছি আর আজকের ন্যায় আর কোন দিন

আমি আর কোন দৃশ্য দেখি নাই। আর তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল, কেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল যে, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি বললেন : তারা স্বীয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয় এবং তার অনুগ্রহকে অস্বীকার করে, আর তুমি যদি তাদের কারো প্রতি জীবনভর অনুগ্রহ করতে থাক, কিন্তু হঠাৎ যদি তার মর্জি বিরোধী কিছু তোমার নিকট থেকে পায়, তাহলে সে বলে : "আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো কোন কিছু পাইনি। (মুসলিম, কিতাবুল কুসুফ)

৩. কিছু কিছু মহিলা অধিক পরিমাণ লা'নত করার কারণে জাহান্নামে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْفِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ كُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَا بِمَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আজহা ও ফিতরের দিন ঈদগাহর দিকে যাওয়ার সময়, মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন : হে মহিলারা তোমরা সাদকা কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী হিসেবে দেখতে পেয়েছি। তারা বলল : কেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের স্বামীদের বেশি বেশি অকৃতজ্ঞ হও এবং লা'নত (অভিসম্পাত) বেশি বেশি করে কর। (বোখারী, কিতাবুল হায়েয; বাব তারকিল হায়েযে আস সাওম)

৪. কিছু কিছু মহিলা হালকা পোশাক পরিধান বা নামকাওয়াস্তে কোন পোশাক পরিধান করার কারণে জাহান্নামে যাবে। কোন কোন মহিলা পুরুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার কারণে জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرْهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُوُوْسُهُنَّ

كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَـائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيْحَهَا وَرِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দু'প্রকার লোক জাহান্নামী হবে তবে আমি তাদেরকে দেখিনি তাদের এক প্রকার হল তারা যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় কোড়া থাকবে, আর তারা তা দিয়ে তাদের অধিনস্ত লোকদেরকে আঘাত করবে। আরেক প্রকার হল ঐ সমস্ত মহিলা যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাদের মাথা বড় উটের কুঁজের মতো ঝুঁকে থাকবে (আলগা চুল ব্যবহার করার কারণে) তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন; বাব জাহান্নাম)

৩৪. জাহান্নামের সুসংবাদ প্রাপ্তরা

১. আমর বিন লুহাই জাহান্নামী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ عَمْرَوبْنَ الْحَى بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدَفٍ اَبَابَنِىْ كَعْبٍ هٰؤُلاَءِ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِى النَّارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি আমর বিন লুহাই বিন কাময়া বিন খান্দাফ আবু বানি কা'বকে অবলোকন করেছে যে, সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়ীভূঁড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন; বাব জাহান্নাম)

২. সায়েবা নামক মূর্তি নির্মাণকারী আমর বিন আম্মার খুজায়ী জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ عَمْرَوبْنَ عَمَّارِ الْخَزَاعِيِّ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِى النَّارِ وَكَانَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ـ

আবু হুরাইরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি আমর বিন আম্মার আল খুযায়ীকে দেখেছি যে সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়ীভূড়ি টেনে নিয়ে চলছে, সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম সায়েবা মূর্তি তৈরি করেছিল। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন; বাব জাহান্নাম)

৩. বদরের যুদ্ধে নিহত ১৪ জন কোরাইশ নেতা জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ طَلْحَـةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَـرَيَوْمَ بَدْرٍ بِـاَرْبَعَـةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِّنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوْا .... فَاَنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ ـ

আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন নবী কারীম ﷺ কুরাইশদের ২৪ জন নেতাকে বদরের কুয়াসমূহের মধ্যে একটি দুর্গন্ধময় কুয়ায় নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করার পর তিনি কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সব সরদারকে তাদের পিতার নামসহ ডাকলেন, হে অমুকের ছেলে অমুক! হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমাদের কি একথা পছন্দ লাগছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা আমরা সত্য পেয়েছি, তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিল তা কি তোমার সত্য পেয়েছ? (বোখারী, কিতাবুল জিহাদ; বাব দু'আ আলাল মুশরিকীন)

৪. খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফের ও মুশরিকরা জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ـ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাদের ঘর ও কবরসমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দিন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত (আসরের) আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গেছে। (বোখারী, কিতাবুল জিহাদ; বাব দু'আ আলাল মুশরিকীন)

৩৫. চিরস্থায়ী জাহান্নামী

১. মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۔

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির অধম। (সূরা বায়্যিনাহ-৬)

২. কাফেররা জাহান্নামী হবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا أُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۔

আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যারোপ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাক্বারা-৩৯)

৩. মুরতাদ জাহান্নামী হবে।

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۔

আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং ঐ কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয় , তাহলে তার ইহকালবিষয়ক ও পরকালবিষয়ক সর্ব প্রকার সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাক্বারা-২১৭)

৪. মুনাফিক জাহান্নামী হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۔

আল্লাহ মুনাফিক পুরুষদের মুনাফিক নারীদেরও কাফেরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, যাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (সূরা তাওবা-৬৮)

৫. আহলে কিতাবসহ অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা মোহম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনবে না তারাও জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لاَيَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ اَحَدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ اَوْنَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! এ উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করবে, চাই সে ইহুদী হোক আর নাসারা, সে আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ওজুবিল ঈমান বি রিসালাতি নাবিয়্যিন ﷺ ইলা জামিয়িন্নাস)

৬. যাকাত না আদায়কারী জাহান্নামী হবে।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ... فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ۔

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, (হে মুহাম্মদ তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন যা ঘটবে যে দিন জাহান্নামের আগুনে ঐ লোকগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে। এটা হচ্ছে ঐটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা তাওবা ৩৪-৩৫)

৭. জেনে শুনে কোন মু'মিনকে হত্যাকারী দীর্ঘসময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ

আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন ঈমানদারকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহান্নাম। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য বিশেষ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। (সূরা নিসা-৯৩)

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ـ

আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি আকাশ ও যমিনে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যার কাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী, কিতাবুত দিয়াত; বান আল-হুকমু ফিদ দীমা– ২/১১২৮)

৮. কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে সেনাদল থেকে পলায়নকারী জাহান্নামী হবে।

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

আর সে দিন যুদ্ধে কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান করে নেয়া ব্যতীত, কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে অর্থাৎ, পলায়ন করলে, সে গযবে পরিবেষ্টিত হবে। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আনফাল-১৬)

৯. ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী জাহান্নামী হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং অচিরেই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে। (সূরা নিসা-১০)

১০. যারা সাধবী সরলমনা নারীদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা জাহান্নামী হবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

যারা সাধবী সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। (সূরা নূর-২৩)

১১. ফাসেক, ফাজের ও অসৎ লোকেরা জাহান্নামী হবে।

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ـ

এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে, তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে; তারা তা থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না। (সূরা ইনফিতার- ১৪-১৬)

১২. সালাত ত্যাগকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন সালাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, শেষ বিচারের দিন তা তার জন্য নূর, দলিল ও মুক্তির উসিলা হবে। আর যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে না, শেষ

বিচারের দিন তার জন্য কোন নূর, দলিল ও মুক্তির মাধ্যম থাকবে না। শেষ বিচারের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে। (ইবনে কুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ১ম খণ্ড হাদীস নং ৯৯৫)

১৩. সক্ষম ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না আদায়কারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) اَنَّهُ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رَجُلاً اِلٰى هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ لِيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمِ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ ـ

ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার ইচ্ছা হয় যে কিছু সংখ্যক লোককে শহরসমূহে প্রেরণ করি, তারা গিয়ে দেখুক যে, যাদের হজ্ব করার সামর্থ্য আছে অথচ তারা হজ্ব করছে না তাদের ওপর কর ধার্য করুক। তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়। (সাঈদ তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মুন্তাকাল আখবার, কিতাবুল মানাসিক, বাব ওজুবুল হাজ্জ আলাল ফাওর)

১৪. লোক দেখানো আমলকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، ..... وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ لَكَ هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে, সে হবে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেছে, আল্লাহ্ তার সামনে তাকে দেয়া নে'আমতসমূহের কথা স্মরণ করাবেন আর সে তা স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নি'আমতসমূহের হক আদায় করার জন্য তুমি কি করেছ? সে বলবে আমি তোমার রাস্তায় লড়াই করেছি, এমনকি এ পথে শাহাদাতবরণ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ, তোমাকে লোকেরা বাহাদুর বলবে এজন্য তুমি লড়াই করেছিলে, আর তোমাকে পৃথিবীতে

লোকেরা বাহাদুর বলছেও। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন শিখেছে। আল্লাহ তাকে দেয়া নে'আমতসমূহের কথা স্মরণ করাবেন, তখন সে তা স্মরণ করবে, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নে'আমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। জবাবে সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি জ্ঞান অর্জন করেছি লোকদেরকে তা শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লোকদেরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ তুমি এজন্য জ্ঞান অর্জন করেছ যেন লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলে। আর এজন্য কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছে যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। তাই পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলেছে।

অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তারা তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যাকে পৃথিবীতে স্বচ্ছলতা এবং সকল ধরনের সম্পদ দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তাকে দেয়া নে'আমতসমূহের কথা তাকে স্মরণ করাবেন তখন সে তা স্মরণ করবে, আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নি'আমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি ঐ সকল রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছি, যেখানে ব্যয় করা তোমার পছন্দ। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি এজন্য সম্পদ ব্যয় করেছ যেন লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে। আর পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলেছেও। অতপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তাকে তারা উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারা; বাব মান কাতালা লির রিয়া ওয়াসসুময়া ইস্তাহাক্কা ন্নার)

১৫. নবী কারীম ﷺ এর নামে মিথ্যা অপবাদদাতা জাহান্নামে যাবে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়। (বোখারী, কিতাবুল ইলম; বাব ইসমু মান কাযিবা আলান্নাবী)

১৬. অহংকারকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْعِزَّةُ اِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاءِىْ فَمَنْ يُنَازِعُنِىْ عَذَّبْتُهُ ۔

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সম্মান আমার লুঙ্গি আর গর্ব-অহংকার আমার চাদর, যে ব্যক্তি তা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় তাকে আমি শাস্তি দিব। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়সসিলা; বাব তাহরিমুল কিবর)

১৭. ছবি তৈরিকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ ۔

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : ছবি তৈরিকারী আল্লাহর নিকট সর্বাধিক শাস্তি ভোগ করবে। (বোখারী, কিতাবুল লিবাস বাব আযাবুল মুসাবিরীনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ)

১৮. পৃথিবীর সম্মান, সম্পদ ও গৌরব লাভের আশায় জ্ঞান অর্জনকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ۔

কা'ব বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে অহংকার করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে, বা অজ্ঞ লোকদের সাথে ঝগড়া করা ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জ্ঞান অর্জন করে তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ঈলম; বাব ফি মান ইয়তলুবুল ঈলমা বি ঈলমিদ দুনিয়া– ২/২১২৮)

১৯. রাষ্ট্রীয় মাল অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْاَنْصَارِيَّةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

খাওলা আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে সে শেষ বিচারের দিন জাহান্নামী হবে। (বোখারী, কিতাবুল জিহাদ; বাব কাওলিহি তা'লা ফা ইন্না লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল)

২০. বৃদ্ধ ব্যভিচারি, মিথ্যুক বাদশা ও অহংকারী ফকীর জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকার লোকের সাথে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল : বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক বাদশা, অহংকারী ফকীর। (মুসলিম, কিতাবুল ঈলম; বাব বায়ানুগিলযু তাহরিম ইসবালুল ইযার, ওয়াল মান বিল আতিয়া, ওয়া তানফিকিস সিলয়া বিল হালাফ)

২১. দান করে খোঁটা দেয়া, মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রি করা ও পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী জাহান্নামী।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَافِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ـ

আবু যার (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকার লোকের সাথে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথাটি তিনবার ইরশাদ করেছেন, তখন আবু যার বলল : তারা ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক। তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, দান করে খোটাদাতা ও মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রিকারী। (মুসলিম, কিতাবুল ঈলম; বাব বায়ানুগিলযু তাহরিম ইসবালুল ইযার, ওয়াল মান বিল আতিয়া, ওয়া তানফিকিস সিলয়া বিল হালাফ)

২২. জীবজন্তুর প্রতি যুলুমকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَهِىَ اَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا اِذَا هِىَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ .

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এক নারীর জাহান্নামে শাস্তি হচ্ছিল একটি বিড়ালকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আটকিয়ে রাখার কারণে। এ কারণে সে জাহান্নামী হয়েছিল, সে তাকে খাবার দেয়নি, পান করায়নি, আটকিয়ে রেখে ছিল এমনকি পোকামাকড়ও খেতে দেয়নি। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা; বাব তারিম তা'যিব আল হির রা, ওয়া নাহবিহা)

২৩. অন্যের ওপর যুলুমকারী এবং অন্যের হক নষ্টকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَدِرْهَمَ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اَلْمُفْلِسُ اُمَّتِىْ مَنْ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَاْتِىْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَا هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطِىْ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ

قَبْلَ اَنْ يُقْضٰى مَاعَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ، -

আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান মুফলিস (গরীব) কে? তারা বলল : আমাদের মাঝে গরীব সে যার ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন : অমার উম্মতের মধ্যে মুফলিস সে যে শেষ বিচারের দিন সালাত, রোযা, যাকাত (ইত্যাদি আমল) নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে অমুককে গালি-গালাজ করেছে, অমুককে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ নষ্ট করেছে, অমুককে হত্যা করেছে, অমুককে মারধর করেছে, তখন তার নেকীসমূহ অমুক অমুককে দিয়ে দেয়া হবে, যখন তার অপরাধ শেষ হওয়ার আগেই নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের পাপসমূহ থেকে গুনাহ্ তার আমলনামায় দেয়া হবে। অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, কিতাবুয যুলম; বাব কাসাসওয়া আদায়িল হুকুক ইয়াওমুল কিয়ামা)

২৪. হারাম উপার্জনকারী, খিয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক ও অশ্লীল কথা বলে এ জাতীয় লোক জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَيَاضِ بْنِ حَمَارِ الْمُجَاشِعِىْ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ خُطْبَتِهِ وَاَهْلُ النَّارِ الْخَمْسَةُ الضَّعِيْفُ الَّذِىْ لاَزَبْرَلَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبْعًا لاَيَبْتَغُوْنَ اَهْلاً وَلاَمَالاً وَالْخَائِنُ الَّذِىْ لاَيَخْفٰى لَهُ طَمْعٌ وَاِنْ دَقَّ اِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَيُصْبِحُ وَلاَيُمْسِىْ اِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ اَوِ الْكِذْبَ وَالشِّنْظِيْرِ الْفَاحِشِ -

ইয়াজ বিন হিমার আল মাজাসেয়ে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন : পাঁচ প্রকার লোক জাহান্নামী ১. ঐ সমস্ত অজ্ঞ লোক যারা হালাল ও হারামের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। ২. যারা চোখ বন্ধ করে চলে, এমনকি তারা ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন থেকেও বে-পরওয়া। ৩. খিয়ানতকারী যে সামান্য প্রয়োজনেই খিয়ানত করতে থাকে। ৪. যে ব্যক্তি তোমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে তোমাকে ধোঁকা দেয়।

অতপর তিনি কৃপণ ও মিথ্যুকের কথা উল্লেখ করলেন, ৫. যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে। (মুসলিম, কিতাবুল আদব; বাব ফি হুসনিল খুলুক)

২৫. অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ফাসাদকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ ـ

হারেসা বিন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-বিবাদকারী জাহান্নামী হবে। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফিকীন; বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার)

২৬. কোন অনাবাদী এলাকায় নিজের প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও মুসাফিরকে পানি না দানকারী, পার্থিব স্বার্থে রাষ্ট্রনায়কের নিকট বাইয়াত গ্রহণকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهٗ بِاللّٰهِ لاَ خُذَهَا لِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهٗ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَيُبَايِعُهٗ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَاوَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ১. কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও মরুভূমিতে অন্য লোকদেরকে পানি নেয়া থেকে বাধা দেয়। ২. যে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহর নামে এ বলে কসম করে মাল বিক্রি করল যে, এ মাল আমি এ মূল্যে খরিদ করেছি, আর ক্রেতাও তা বিশ্বাস করে ক্রয় করল, অথচ সে এ দামে তা ক্রয় করে নাই। ৩. যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে কোন রাষ্ট্রনায়কের

নিকট বাইয়াত করল, যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে সে তা পূর্ণ করে, আর কিছু না দিলে সে তা পূর্ণ করে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান গিল্জ তাহরিমিল ইসবাল ওয়া বায়ান আস সালাসা আল্লাযিনা লা ইয়ুকাল্লিমুহুমল্লাহু ইয়ামুল কিয়ামা)

২৭. লাগামহীন বক্তব্য দানকারী ব্যক্তিও জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, কখনও কখনও বান্দা তার মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বলে ফেলে যার মাধ্যমে সে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও জাহান্নামের অধিক গভীরে গিয়ে পৌছে। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ; বাব হিফজুল লিসান)

২৮. কসম করে অপরের হক নষ্টকারীও জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا قَالَ وَاِنَّ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ ـ

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কসম করে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য কিছুও হয়? তিনি বললেন : যদি বাবলা গাছের একটি শাখাও হয় তবুও। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব ওয়ায়িদি মান ইকতাতায়া হাক্কুল মুসলিম)

২৯. পায়জামা, সেলওয়ার ও লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনুর নিচে পরিধানকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামী হবে। (বোখারী, কিতাবুত তাহারা বাব গাসলুল আরাকিব)

৩০. উত্তমরূপে করে অজু না করলে জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّؤُوْنَ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ -

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে ওজু করতে দেখেছেন, যে তাদের গোড়ালী চমকাচ্ছে। তিনি বললেন : ধ্বংস শুষ্ক গোরালীর লোকদের জন্য, তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অতএব তোমরা ভালো করে ওজু কর। (ইবনে মাজাহ, মুখতাসার সহীহ বুখারী লি যুবাইদী, হাদীস নং ২৩৪)

৩১. হারাম সম্পদে লালিত ব্যক্তি জাহান্নামী।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِمْ -

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে শরীর হারাম মালে লালিত হয়েছে তার জন্য জাহান্নামই উত্তম। (ত্বাবারানী, আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর ৪র্থ খণ্ড; হাদীস নং ৪৩৯৫)

৩২. প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে ব্যক্তি কোন পোশাক পরে সে জাহান্নামী।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا -

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য পোশাক পরল, শেষ বিচারের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে। এরপর আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল লিবাস; বাব মান লাবিসা সুহরাতান মিন লিবাস)

৩৩. হত্যার উদ্দেশ্যে একে অপরের ওপর হামলাকারীরা জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ؟ قَالَ اِنَّهٗ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهٖ -

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন দু'জন মুসলমান স্বীয় তরবারী নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে এটাতো স্পষ্ট, কিন্তু নিহত কিভাবে জাহান্নামী হবে? তিনি বললেন : নিহত ব্যক্তিও স্বীয় সাথীকে হত্যা করার জন্য আগ্রহী ছিল। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান; বাব ইলতাকাল মুসলিমানে বিসাইফাইহিমা)

৩৪. ধোঁকা ও চক্রান্তকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِى النَّارِ -

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও চক্রান্তকারী জাহান্নামী হবে। (ত্বাবারানী, আরবানী লিখিত সিলসিলা আহাদিস সহীহা ৩য় খণ্ড; হাদীস নং ১০৫৮)

৩৫. সোনার আংটি ব্যবহারকারী জাহান্নামী হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهٗ فَطَرَحَهٗ وَقَالَ يَعْمَدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ يَدِهٖ -

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখে হাত থেকে তা খুলে বাহিরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আগুনের আঙ্গরা হাতে রাখা পছন্দ করে তাহলে সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে। (মুসলিম, কিতাবুল রিবাস ওয়াযযিনা; বাব তাহরিমিয্ যাহাবআলার রিজাল)

৩৬. সোনা চাঁদির প্লেটে পানাহারকারী জাহান্নামী হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ .

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির প্লেটে পান করে সে স্বীয় পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করাল। (মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়াযযিনা; বাব তাহরিম ইস্তি'মাল আওয়ানী আয যাহাব, ফি শুরবি ওয়া গাইরিহি আলার রিজাল ওয়া নিসা)

৩৭. যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার আগমনে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগতম জানাক সে জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ (رض) قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ (رضى) فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ (رضى)مَا فَقَالَ اِجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

আবু মিজলায থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুয়াবিয়া (রা) বের হলে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ও ইবনে সাফওয়ান (রা) দাঁড়িয়ে গেল, তখন মুয়াবিয়া (রা) বললেন : তোমরা উভয়ে বসে যাও আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জন্য লোকেরা বা-আদব দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা নিজেই জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ইস্তি'জান; বাব মা যায়া ফি কারাহিয়াতি কিয়ামির রাজুলি লি রাজুল– ২/২২২১)

৩৮. গনীমতের মাল থেকে চুরিকারীও জাহান্নামী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا .

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি গনীমতের মাল পাহারা দিত, তার নাম ছিল কারকারা যে যখন

মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ গিয়ে তার সম্পদ দেখতে লাগল, সেখানে তারা একটি চাদর পেল যা গনীমতের মাল থেকে সে চুরি করেছিল। (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ বাব আলগুলুল)

৩৯. অধিকাংশ লোক তার যবান ও লজ্জাস্থানের কারণে জাহান্নামী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَايَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ قَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, হে আল্লাহর রাসূল! অধিকাংশ লোক কোন আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন : আল্লাহ ভীতি ও সৎচরিত্র। তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হল, কি কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। (তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা; বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক)

৩৬. জাহান্নামের কথপোকথন

১. জাহান্নাম আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে আল্লাহ বলবেন : তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? জাহান্নাম বলবে আরো কিছু আছে কি?

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ـ

সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব তুমি কি ভরপুর হয়েছ? সে বলবে : আরো আছে কি? (সূরা ক্বাফ-৩০)

২. জাহান্নামের চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দূর থেকে জাহান্নামীকে আসতে দেখে তাকে চিনে ফেলবে।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ـ

দূর থেকে জাহান্নাম যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শ্রবণ করতে পারবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। (সূরা ফুরকান-১২)

৩. জাহান্নামের দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে ও তার দুটি কান থাকবে যা দিয়ে সে শ্রবণ করবে এবং তার মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُوْلُ اِنِّىْ وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ বিচারের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে অবলোকন করবে, দুটি কান হবে যা দিয়ে সে শ্রবণ করবে এবং মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে : যে আমি তিন শ্রেণীর লোককে আযাব দেয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি।

১. প্রত্যেক ব্যর্থকাম হঠকারী। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে। ৩. ছবি নির্মাণকারী। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম; বাব সিফাতুন্নার ২/২০৮৩)

৩৭. তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর

আল্লাহ ঈমানদারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার এবং তার পরিবার পরিজনদেরকে তা থেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّيَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই তারা করে। (সূরা তাহরীম-৬)

সকল নবী স্ব-স্ব উম্মতদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

১. নূহ (আ)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম, অতএব সে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল : হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশংকা করছি। (সূরা আ'রাফ-৫৯)

২. ইবরাহীম (আ)

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

ইবরাহীম (আ) বলল : তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে শেষ বিচারের দিন তোমরা পরষ্পরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা আনকাবুত-২৪৫)

৩. হুদ (আ)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

স্মরণ কর আ'দ জাতির ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এই বলে, আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত কর না, আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করছি। (সূরা আহক্বাফ-২১)

৪. শু'আইব (আ)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَاتَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْٓ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ـ

আর আমি মাদইয়ানের অধিবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শু'আইবকে প্রেরণ করলাম, সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের ইলাহ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম কর না। আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে। (সূরা হূদ ৮৪)

৫. মূসা (আ)

قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ـ

আমরা তো তোমাদের নিকট এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎপথের অনুসরণ করে। আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা তা-হা-৪৭-৪৮)

৬. ঈসা (আ)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَابَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়েছে যারা বলেছে যে, আল্লাহ তিনি তো মাসিহ ইবনে মারইয়াম। অথচ মাসীহ নিজেই বলেছিল : হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করবে তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম

করবে। আর তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (সূরা মায়িদাহ-৭২)

৭. অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

আমি রাসূলদেরকে তো শুধু এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, তারা সুসংবাদ দেবে এবং ভয় দেখাবে, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা আন'আম-৪৮-৪৯)

৮. মুহাম্মদ ﷺ

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ـ

বল! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন বা এক একজন করে দাঁড়াও, অতপর তোমরা চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সঙ্গী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি প্রসঙ্গে সে কেবল তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা-৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম তাঁর নিকট আত্মীয়দেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَابَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ اَنْقِذُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ

مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اَنْقِذُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ اَنْقِذُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ الْمَنَافِ اَنْقِذُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَافَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا بِبَلاَلِهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হল "তোমার নিকট আত্মীয়বর্গদেরকে সতর্ক করে দাও" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে ডেকে একত্রিত করলেন, তাদেরকে ব্যাপক ও বিশেষভাবে বললেন : হে কা'ব বিন লুয়াই বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে মুর্‌রা বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আবদে শামস বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আবদে মানাফ বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে হাশেম বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আবদুল মোত্তালিব বংশ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র নিকট আমি তোমার জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। তবে দুনিয়াতে তোমাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক আছে তা আমি অটুট রাখব। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান; বাব মাম মাতা আলাল কুফরি ফাহুয়া ফিন্নার)

৯. সকল মুসলমান নর-নারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضى) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارَ فَاَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ كَاَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ـ

আদী বিন হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের কথা স্মরণ করলেন এবং তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং চরম অস্বস্তিকর ভাব প্রকাশ করলেন। অতপর তিনি বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, তিনি পুনরায় চেহারা ফিরিয়ে নিলেন ও এমনভাবে ভাব প্রকাশ করলেন, যাতে আমাদের মনে হচ্ছিল যেন তিনি তা অবলোকন করছেন, অতপর তিনি বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যদি তা এক টুকরো খেজুরের বিনিময়েও হয়। আর যার এ সমর্থটুকু নেই সে যেন উত্তম কথার মাধ্যমে তা করে। (মুসলিম, কিতাবুয যাকা; বাবুল হাছছি আলাস সাদাকা, ওয়ালাও বিসিক্কে তামরা তিন)

১০. লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সর, লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلٌ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَائَتْ مَاحَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِه الدَّوَابُّ الَّتِىْ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَه فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا قَالَ فَذَالِكُمْ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذٌ بِحَجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارَ فَتَغْلِبُوْنِىْ وَتَقَحَّمُوْنِىْ فِيْهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালাল এরপর যখন তার চারপাশে আলোকিত হল তখন কীট-পতঙ্গ তাতে পতিত হতে লাগল, তখন ঐ লোক এগুলোকে বাধা দিতে লাগল, কিন্তু কীট-পতঙ্গ তাকে উপেক্ষা করে সেখানে পতিত হতে লাগল, এটিই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত, আমি তোমাদের কোমর টেনে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছি এবং বলছি যে, হে লোকেরা! আগুন থেকে দূরে থাক, হে লোকেরা আগুন থেকে দূরে থাক, কিন্তু তোমরা আমাকে উপেক্ষা করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছ। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব শাফাকাতিহি ﷺ আলা উম্মাতিহি)

১১. আমীর, গরীব, নারী-পুরুষ, আলেম, জাহেল, আবেদ, সংসার ত্যাগী সকলকেই সব কিছুর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ

لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ اَلَمْ اُوتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُولَنَّ بَلٰى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَيَرٰى اِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

আদী বিন হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ আল্লাহর সামনে একদিন এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবে না এবং কোন অনুবাদকও থাকবে না, আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন : আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবে : হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল পাঠাইনি? সে বলবে : হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অতপর সে তার ডান দিকে দৃষ্টিপাত করবে, কিন্তু আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না, অতপর সে তার বাম দিকে দৃষ্টিপাত করবে কিন্তু সেখানেও আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় তবে উত্তম কথা দিয়ে হলেও যেন নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। (বোখারী, কিতাবুয যাকা; বাববুসসাদাকা কাবলার রাদ)

১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতবর্গকে সতর্ক করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ وَاَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى لَوْكَانَ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا سَمِعَهُ اَهْلُ السُّوْقِ حَتّٰى سَقَطَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ .

নো'মান বিন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন : হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদেরকে জহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, তিনি ধারাবাহিকভাবে এ কথাটি বলতেছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর আওয়াজ এত উচ্চ হল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার স্থানে হতেন তাহলে

বাজারে উপস্থিত লোকেরা তাঁর আওয়াজ শুনে ফেলত। (তিনি এত ব্যাকুলভাবে একথাগুলো) বলছিলেন যে তার চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পায়ে পড়ে গেল। (দারেমী, আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামা, বাব সিফাতুন্নার, ওয়া আহলিহা, আল ফাসলুস সানী– ৩/৫৬৭৮)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) فِىْ حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اَنْتُمْ تَسْئَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বিদায় হজ্বের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : (শেষ বিচারের দিন যদি তোমরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হও) তাহলে তোমরা কি বলবে? তারা বলল : আমরা সাক্ষী দিব যে, আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে লোকদের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ; বাব হাজ্বাতুন নাবী ﷺ)

৩৮. জাহান্নাম ও ফেরেশতা

১. ফেরেশতাদের জাহান্নামে কোন শাস্তি হবে না এরপরও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَيَسْتَكْبِرُوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ .

আল্লাহকেই সেজদা করে যত জীব-জন্তু আছে আকাশ ও পৃথিবীতে এবং ফেরেশতাগণও। তারা অহংকার করে না।

তারা ভয় করে তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে। (সূরা নাহল ৪৯-৫০)

২. আল্লাহর ভয়ে ফেরেশতারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ـ

তারা বলে দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র মহান, তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলে না। তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। (সূরা আম্বিয়া ২৬-২৮)

৩৯. জাহান্নাম ও নবীগণ

১. নবীগণের নেতা মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন।

قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ـ

তুমি বল আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে আমি মহা বিচারের দিনের মহা শাস্তির ভয় করছি, সে দিন যার ওপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহাসাফল্য। (সূরা আন'আম, ১৫-১৬)

২. জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় নবীগণ বলতে থাকবে যে হে আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِيْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُهَا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ ... وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ أَوِ الْمُجَازِيْ أَوْ نَحْوَهُ الْحَدِيْثُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত নির্মিত হবে, আমি এবং আমার

উম্মতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব, সে দিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না, আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবে, "হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখ হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখ"। আর জাহান্নামে সা'দানের কাঁটার মত হুক থাকবে, তোমরা কি সা'দান গাছের কাঁটা প্রত্যক্ষ করেছো? সবাই বলল : হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, সে হুকগুলো সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো হবে। তবে তার বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। ঐ হুকগুলো লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোবল দিবে। তাদের মধ্যে কতিপয় থাকবে ঈমানদার, যারা তাদের নেক আমলের কারণে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর কতিপয় বদ-আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কতিপয়কে টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে, আর কতিপয়কে পুরস্কার দেয়া হবে বা অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। (বোখারী, কিতাবুল তাউহীদ; বাব কাওলিল্লাহি তায়ালা ওয়া উজুহুই ইয়াওমা ইযিন নাযিরা ইলা রাব্বিহা নাযিরা)

৩. জাহান্নামের ভয়ানক আওয়াজ শ্রবণ করে সমস্ত ফেরেশতা এবং নবীগণ এমনকি ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার জন্য আবেদন করবে।

عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ (رضى) فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا قَالَ .... وَيَقُوْلُ رَبِّ لاَاَسْئَلُكَ الْيَوْمَ اِلاَّ نَفْسِىْ ـ

ওবাইদ বিন উমাইর (রা) আল্লাহর বাণী "তারা শুনতে পারবে জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গর্জন" তাফসীরে ইরশাদ করেছেন : যখন জাহান্নাম রাগে গর্জন করতে থাকবে, তখন সমস্ত নৈকট্য অর্জনকারী ফিরিশতা, মর্যাদাবান নবীগণ, এমনকি ইবরাহীম (আ) হাঁটুর ওপর ভর করে বসে আল্লাহর নিকট আবেদন করতে থাকবে যে, হে আমার পালনকর্তা! আজ আমি তোমার নিকট একমাত্র আমার জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। (ইবনে কাসীর, ৩/৪১৫)

৪. তাহাজ্জুদ সালাতে রাসূল ﷺ শাস্তি প্রসঙ্গে একটি আয়াত বারবার তিলাওয়াত করতে করতে রাত পার করে দিতেন।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةِ اَلاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক রাতে রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদ আদায়রত ছিলেন এবং সকাল পর্যন্ত একটি আয়াতই তেলাওয়াত করেছেন। (আর তা হল "আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে, ওরাতো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (ইবনে মাজাহ, কিতাব ইকামাতুল সালা; বাব মাযাআ ফিল কিরাআতি ফি সালাতিললাইল- ১/১১১০)

৫. রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নামে যাওয়ায় কাঁদবেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلاَقَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ..... فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَاَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ وَهُوَ اَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اَنَا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْءُكَ ـ

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঐ আয়াত পাঠ করলেন যেখানে ইবরাহীম (আ) বলছিলেন : হে আমার পালনকর্তা! এ মূর্তিসমূহ বহু লোককে গোমরাহ করেছে, অতএব যে আমার অনুকরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু এবং ঈসা (আ) ইরশাদ করেছেন : আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে, ওরাতো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখন তিনি হাত উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত আমার উম্মত এবং কাঁদতে লাগলেন, আল্লাহ বললেন : হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মদের নিকট যাও, তোমার পালনকর্তা তার সম্পর্কে অবগত আছে, অতএব তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন তুমি কাঁদছ। তাঁর নিকট জিবরীল এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি তাকে (কারণ বললেন) এরপর সে আল্লাহর নিকট এসে বলল : (আর তিনি তা আগে থেকেই জানেন) আল্লাহ বললেন : হে জিবরীল! তুমি মোহাম্মদের নিকট যাও এবং তাকে বল আল্লাহ তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবেন অসন্তুষ্ট করবেন না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান; বাব দুয়ায়িন ন্নাবী লি উম্মাতিহি ওয়া বুকায়িহি)

৪০. জাহান্নাম ও সাহাবাগণ

১. আয়েশা (রা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ .... يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِىْ شِمَالِهِ مِنْ وَّرَاءِ ظُهُوْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ -

আয়েশা (রা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : কে তোমাকে কাঁদাল? সে বলল, আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতেছি। আপনি কি শেষ বিচারের দিন আপনার পরিবারের কথা স্মরণে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তিনটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণে রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না জানতে পারবে যে, তার (নেকীর) পাল্লা ভারী হয়েছে না হালকা। আমলনামা পেশ করার সময়, যখন বলা হবে আস তোমার আমল নামা পাঠ কর। যতক্ষণ না জানতে পারবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হচ্ছে না পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে । পুলসিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় যখন তা জাহান্নামের ওপর রাখা হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুসসুন্না বাবুল মিযান)

২. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও তার স্ত্রীর জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কান্না।

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَاضِعًا رَاْسَهُ فِىْ حُجْرِ اِمْرَاتِهِ فَبَكٰى فَبَكَتْ اِمْرَاَتُهُ فَقَالَ مَايُبْكِيْكِ؟ قَالَتْ رَاَيْتُكَ تَبْكِىْ فَبَكَيْتُ قَالَ اِنِّىْ ذَكَرْتُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا فَلاَ اَدْرِىْ اَنَنْجُوْا مِنْهَا اَمْ لاَ -

কায়েস বিন হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) স্বীয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে হঠাৎ কাঁদতে লাগল, তার সাথে তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগল। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন কাঁদছ? স্ত্রী বলল : তোমাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না চলে এসেছে। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলল : আমার

আল্লাহর এ বাণীটি স্মরণ হল যে, তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে না। আর আমার জানা নেই যে, জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় আমি রক্ষা পাব কি পাব না। (হাকেম, কিতাবুল আহওয়াল; হাদীস নং ৭৩)

৩. জাহান্নামের কথা স্মরণ করে ওবাদা বিন সামেত (রা)-এর কান্না।

عَنْ زِيَادِبْنِ اَبِىْ اَسْوَدَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ (رَضِىَ) عَلٰى سُوْرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الشَّرْقِيِّ يَبْكِىْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَايُبْكِيْكَ يَا اَبُو الْوَلِيْدِ؟ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ رَاٰى جَهَنَّمَ ـ

যিয়াদ বিন আবু আসওয়াদ (রা) ওবাদা বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা বাইতুল মাকদেসের পশ্চিম দেয়ালের পাশে কান্নাকাটি করছিলেন, কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু ওলীদ! কে তোমাকে কাঁদাল? সে বলল : এ ঐ স্থান যেখানে থেকে রাসূল ﷺ আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি জাহান্নাম দেখেছেন। (হাকেম, কিতাবুল আহওয়াল, হাদীস নং ১১০)

৪. ওমর (রা)-এর আল্লাহর শাস্তির ভয়।

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضى) يَقُوْلُ لَوْنَادٰى مُنَادٍمِّنَ السَّمَاءِ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ دَاخِلُوْنَ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ اَجْمَعُوْنَ .... كُلُّكُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلاَّ رِجَالاً وَاحِدًا لَخِفْتُ اَنْ اَكُوْنَ هُوَ ـ

ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যদি আকাশ থেকে কোন আহ্বানকারী আহ্বান করে যে, হে লোকেরা! তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু একজন ব্যতীত, তাহলে আমার ভয় হয় না জানি আমিই সে এক ব্যক্তি। যদি আকাশ থেকে কোন আহ্বানকারী ডেকে বলবে যে, হে লোকেরা! তোমরা সবাই জাহান্নামে যাবে শুধু একজন ব্যতীত তাহলে আমি আশংকা করতাম না জানি সে ব্যক্তি আমি। (আবু নুয়াইম হুলিয়া, আল্লাহুমা সাল্লিম, হাদীস নং ২০)

৫. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কামারের দোকানে আগুন দেখে কান্না করতে লাগলেন।

সা'আদ বিন আহযাম (রা) বলেন : আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর সাথে পথ চলতে ছিলাম, আমরা এক কামারের দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম

করছিলাম, তারা আগুন থেকে একটি লাল লোহা বের করল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) তা দেখার জন্য দাঁড়ালেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

৬. মুয়াজ বিন জাবাল (রা) জাহান্নামের কথা স্মরণ করে অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগলেন।

بَكٰى مُعَاذٌ (رضى) بُكَاءً شَدِيْدًا فَقِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ لِاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ قَبْضَتَيْنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً فِى الْجَنَّةِ وَالْاُخْرٰى فِى النَّارِ فَاَنَا لَا اَدْرِىْ مِنْ اَىِّ الْفَرِيْقَيْنِ اَكُوْنُ -

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল আপনি কেন কাঁদতেছেন? মুয়াজ (রা) বলল : আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর উভয় মুষ্টি সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে পূর্ণ করে তার এক মুষ্টি নিক্ষেপ করলেন জাহান্নামে, আর এক মুষ্টি জান্নাতে, আমি জানিনা যে, আমার স্থান কোথায় হবে।

নোট : উল্লেখ্য রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'অলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং এ উভয়ের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন লোকও সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

৭. আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা)-এর জাহান্নামীদের পানি প্রার্থনার কথা স্মরণ হলে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

সামীর রিয়াহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) ঠাণ্ডা পানি পান করে কাঁদতে লাগলেন এবং অধিক পরিমাণে কাঁদলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কেন এত কাঁদতেছেন? আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা) বললেন : আমার কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতটি স্মরণ হল তাদের ও তাদের কামনার মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে, আর আমি জানি যে, জাহান্নামীরা ঐ সময়ে শুধু একটি জিনিসিই প্রার্থনা করবে আর তা হল পানি। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে সামান্য পানি আমাদেরকে ঢেলে দাও বা তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও। (হুলইয়াতুল আওলিয়া, ২/৩৩৩)

৮. সাঈদ বিন যোবাইর (রা) জাহান্নামের স্মরণে কখনো হাসতেন না।

হাজ্জাজ সাঈদ বিন যুবাইর (রা) কে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম যে তুমি নাকি কখনো হাস না। যুবাইর (রা) বললেন : আমি কি করে হাসব অথচ জাহান্নামকে উদ্দীপিত করা হয়েছে, লোহার বেড়ী প্রস্তুত করা হয়েছে, জাহান্নামের ফিরিশতারা প্রস্তুত হয়ে আছে। (সাফওয়াতুস সাফওয়া– ৩/৩৩৩)

৯. কোন ঈমানদার পুলসিরাত পার হওয়ার পূর্বে নির্ভয় হতে পারবে না।

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضـ) اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَسْكُنُ رَوْعَهُ حَتّٰى يَتْرُكَ جِسْرَجَهَنَّمَ وَرَاءَهُ ـ

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন : মু'মিন ব্যক্তি পুরসিরাত অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত নির্ভয় হতে পারবে না। (আল ফাওয়ায়েদ, ১৫২)

৪১. জাহান্নাম ও পূর্ববর্তীগণ

১. ওমর বিন আবদুল আযীয (র) জাহান্নামের বেড়ী ও শিকল বিষয়ক আয়াতটি বার বার তেলাওয়াত করে করে সারারাত কাঁদতেন।

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ يُصَلِّىْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَرَاَ اِذِ الْاَغْلاَلُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا وَيَبْكِىْ حَتّٰى اَصْبَحَ ـ

ওমর বিন আবদুল আযীয (র) একদা তাহাজ্জুদ সালাত আদায়রত ছিলেন, যখন তিনি আলোচ্য আয়াত "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (সূরা মু'মিন ৭১-৭২) পড়তে ছিলেন তখন তা বার বার তিলাওয়াত করতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন।

২. সুফিয়ান সাওরী আখিরাতের স্মরণে এত ভীত সন্ত্রস্ত হতেন যে তাতে তার রক্ত প্রস্রাব শুরু হতো।

قَالَ مُوْسٰى مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا اِلٰى سُفْيَانَ الثَّوْرِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ النَّارُ قَدْ اَحَاطَتْ بِنَا لَمَّا نَرٰى مِنْ خَوْفِهٖ وَفَزْعِهٖ وَكَانَ سُفْيَانُ اِذَا اَخَذَ فِىْ ذِكْرِ الْاٰخِرَةِ يَبُوْلُ الدَّمَ ـ

মূসা বিন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন আমরা সুফিয়ান সাওরী (র)-এর নিকট বসতাম, তখন তাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে আমাদের মনে হতো যেন আগুন আমাদেরকে চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আর তিনি যখন আখিরাতের কথা স্মরণ করতেন তখন তার রক্ত প্রস্রাব শুরু হতো।

৩. জাহান্নামের স্মরণে জীবনের তরে হাসি বন্ধ।

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِاَخِيْهِ هَلْ اَتَاكَ اِنَّكَ وَارِدُ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ اَتَاكَ اِنَّكَ صَادِرٌ عَنْهَا؟ قَالَ لاَ قَالَ فَفِيْمَ الضِّحْكُ؟ قَالَ فَمَارُئِىَ ضَاحِكًا حَتّٰى لَحِقَ اللّٰهَ ـ

হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন : এক সৎ লোক তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অবগত আছ যে তোমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে? সে বলল : হ্যাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি একথা জানা আছে যে, তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে? সে বলল : না। তখন ঐ সৎ লোকটি বলল : তাহলে এ কিসের হাসি? এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি আর হাসেনি।

৪. জাহান্নামের ভয়ে হাসান বসরী (রা)-এর কান্না।

وَعِنْدَ مَا بَكَى الْحَسَنُ فَقِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ اَخَافُ اَنْ يَطْرُحَنِىْ غَدًا فِى النَّارِ ولاَ يُبَالِىْ ـ

হাসান বসরী (র)-কে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? সে বলল : আমার ভয় হয় না জানি শেষ বিচারের দিন আল্লাহ আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তো কোন কিছুর পরওয়া করেন না।

৫. ইয়াযিদ বিন হারুন (র)-এর উভয় চোখ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَاَيْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مِنْ حُسْنِ النَّاسِ عَيْنَيْنِ ثُمَّ رَاَيْتُهٗ بِعَيْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ رَاَيْتُهٗ اَعْمٰى

فَقُلْتُ يَا اَبَا خَالِدٍ مَا فَعَلَتِ الْعَيْنَانِ الْجَمِيْلَتَانِ؟ قَالَ ذَهَبَ بِهِمَا بُكَاءُ الْاَسْحَارِ ـ

হাসান বিন আরাফ (র) ইরশাদ করেছেন : আমি ইয়াযিদ বিন হারুন (র)-কে দেখেছি যে, তার চোখ দু'টি খুব সুন্দর ছিল, কিছু দিন পর দেখলাম যে তার শুধু একটি চোখ, আরো কিছুদিন পর দেখলাম যে, তার দু'টি চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু খালেদ! তোমার সুন্দর দুটি চোখ কি হল? বলল : কান্না বিজরিত রাত্রি জাগরণে তা অন্ধ হয়ে গেছে।

৬. মৃত্যুর পূর্বে ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়।

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيْ رَحِمَهُ اللّٰهُ بَاتَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللّٰهُ عِنْدِيْ فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْاَمْرُ جَعَلَ يَبْكِيْ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اَرَاكَ كَثِيْرَ الذُّنُوْبِ فَرَفَعَ شَيْئًا مِّنَ الْاَرْضِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَذُنُوْبِيْ اَهْوَنُ عِنْدِيْ مِنْ ذَا اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ اُسْلَبَ الْاِيْمَانُ قَبْلَ اَنْ اَمُوْتَ ـ

আবদুর রহমান বিন মাহদী (র) সুফিয়ান (র) আমার নিকট রাত্রি যাপন করল, যখন তার ক্লান্ত লাগতে লাগল তখন সে কাঁদতে লাগল, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু আবদুল্লাহ! তুমি কি অধিক গুনাহর কারণে কাঁদছ? তখন সে মাটি থেকে একটা কিছু উঠিয়ে বলল : আল্লাহর কসম! গুনাহর বিষয়টি আমার নিকট এ তুচ্ছ জিনিসটি থেকেও হালকা মনে হয়। কিন্তু আমার ভয় হয় না জানি মৃত্যুর পূর্বে আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়।

৩৮. একটু চিন্তা করুন

১. যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে উত্তম, না যে তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে সে উত্তম।

اَفَمَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে ব্যক্তি শেষ বিচার দিবসে নিরাপদে থাকবে সে! তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর, তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা। (সূরা হা-মীম সেজদা-৪০)

২. জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন দেখে মৃত্যুর ধ্বংস কামনাকারী ব্যক্তি উত্তম না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে, এমন স্থানে থাকবে যেখানে তার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হবে।

وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ
سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا
هُنَالِكَ ثُبُوْرًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا قُلْ
اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا
لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خَالِدِيْنَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۔

কিন্তু তারা শেষ বিচার দিবসকে অস্বীকার করেছে, আর যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার এবং যখন তাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমরা এক বারের জন্য ধ্বংস কামনা কর। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর এটাই শ্রেয় না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে, এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যা কামনা করবে তারা তাই পাবে এবং তারা স্থায়ী হবে, এ প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার পালনকর্তার দায়িত্ব। (সূরা ফুরকান - ১১-১৬)

৩. জান্নাতের নে'আমতসমূহের আতিথেয়তা উত্তম না যাক্কুম বৃক্ষ ও উত্তপ্ত পানি পান করা।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ اَذٰلِكَ
خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ اِنَّهَا
شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ
فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا
لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۔

এটা নিশ্চয়ই মহা সাফল্য! এরূপ সাফল্যের জন্যে সাধকদের উচিত সাধনা করা। আপ্যায়নের জন্যে এটাই কি শ্রেষ্ঠ না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ। এ বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে, ওর মোচা যেন শয়তানের মাথা। এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।
(সূরা সাফ্‌ফাত ৬০-৬৮)

৪. দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগকারী উত্তম না আখিরাতের আনন্দ উপভোগকারী উত্তম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَاِذَا مَرُّوْابِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ لَضَالُّوْنَ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

যারা অপরাধী তারা ঈমানদারদেরকে উপহাস করত, আর তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং তারা যখন আপনজনদের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল চিত্তে। আর যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত এরাই তো গোমরাহ্, তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি। আজ তাই মু'মিনগণ উপহাস করছে কাফেরদেরকে, সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো? (সূরা মোতাফ্‌ফিফীন ২৯-৩০)

৪৩. জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা

১. যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে তার জন্য জাহান্নাম সুপারিশ করে ।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত কামনা করবে, জান্নাত তার জন্য বলে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, জাহান্নাম তার জন্য বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। (ইবনে মাজাহ)

২. জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কুরআনের কতগুলো আয়াত।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাক্বারা-২০১)

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এটা সৃষ্টি করেননি, আপনিই পবিত্রতম অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! অবশ্য আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান ফলত: নিশ্চয় তাকে লাঞ্ছিত করলেন, আর অত্যাচারীদের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের অমঙ্গলসমূহ দূরীভূত করুন। আর পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে

যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

(সূরা আলে ইমরান- ১৯১- ১৯৪)

৩. জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত দোয়াসমূহ সাহাবাগণকে কুরআনের সূরার ন্যায় মুখস্থ করাতেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদেরকে (সাহাবাগণকে) এ দোয়াটি কুরআনের সূরার ন্যায় মুখস্থ করাতেন, তোমরা বল : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা আপনার নিকট কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা আপনার নিকট মাসিহিদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (নাসায়ী, আবওয়াবুন ন্নাউম মা ইয়াকুল্লু ইন্দান্নাউম। বাবুল ইস্তেয়াজা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত)

৪. জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ اِسْرَافِيْلَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে আল্লাহ! জিবরীল, মিকাঈল ও ইসরাঈলের পালনকর্তা, আমি আপনার নিকট জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (নাসায়ী, কিতাবুল ইস্তিয়াজা মিন হাররিন্নার– ৩/৫০৯২)

৫. শোয়ার পূর্বে আল্লাহর শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার দোয়া।

عَنْ حَفْصَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন শয়ন করার ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত স্বীয় গালের নিচে রেখে বলতেন : হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে উঠাবেন, সেদিন আমাকে স্বীয় শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (আবু দাউদ, আবওয়াবুন্নাউম, মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম- ৩/৪২১৮)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَاَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَاَفْضَلْ وَالَّذِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكِهٖ وَاِلٰهُ كُلِّ شَىْءٍ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেন, যিনি আমাকে সমস্ত বলা মুসিবত থেকে রক্ষা করেছেন, আমাকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, আমাকে পানাহার করিয়েছেন, ঐ সত্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তিনি যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তখন যথেষ্ট পরিমাণে তা করেছেন, যখন আমাকে দান করেছেন তখনও যথেষ্ট পরিমাণে করেছেন, সর্ববস্থায় শুধু তাঁরই কৃতজ্ঞতা, হে আল্লাহ! সবকিছুর পালনকর্তা, সবকিছুর মালিক, সবকিছুর ইলাহ, আমি জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আবু দাউদ, আবওয়াবুন্নাউম, মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম- ৩/৪২২৯)

৬. তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصٰى ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিছানায় অনুপস্থিত পেয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম, তখন আমার হাত রাসূলের পায়ের পাতায় লাগল যা দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন, (আর সেজদা অবস্থায়) তিনি এ দোয়া পাঠ করছিলেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার ক্ষমার ওসীলায় তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে তোমার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমার প্রশংসা ও গুণগান করার ক্ষমতা রাখি না তোমার প্রশংসা তেমনই যেমন তুমি করেছে। (মুসলিম, কিতাবুসসালা বাব মা যুকালু ফির রুকু ওয়াসসুজুদ)

৭. জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করা উচিত।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ اَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বেশির ভাগ সময় এ দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (মুসলিম, কিতাবুয্যিকর ওয়াদ্দুয়া, ওয়াত্ তাওবা, বাব ফাযলি দ্ দুয়া ব আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানা)

সামাপ্ত

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
Mobile : 01715-768209, 01911-005795
Web : www.peacepublication.com
E-mail : peacerafiq56@yahoo.com